Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০০২

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

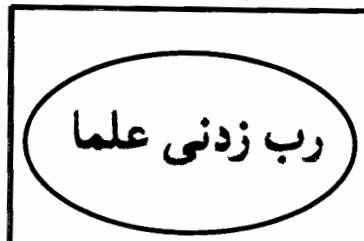

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد:٦ عدد: ٣، رمضان و شوال ١٤٢٣هـ/دسمبر ٢٠٠٢م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিত ঃ প্রধানাবাদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, কালিগঞ্জ, পঞ্চগড়।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ	ঃ	৪০০০/-
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৩৫০০/-
তৃতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৩০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	ঃ	২০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	ঃ	১২০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	৭০০/-
সাধারণ অর্ধ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	৩৫০/-

● স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৭০/= (ষান্মাষিক ৯০/=)	= = =
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬৮৫/=	৫৮০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪৮৫/=	৩৯০/=
পাকিস্তান ঃ	৬১৫/=	৫২০/=
ইউরোপ, ও আফ্রিকা মহাদেশ	৮১৫/=	৭২০/=
আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ ঃ	৯৪৫/=	৮৫০/=

ভি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।
বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফট বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর ঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি - ১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৬ষ্ঠ বর্ষঃ	৩য় সংখ্যা
রামাযান-শাওয়াল	১৪২৩ হিঃ
অগ্রহায়ণ-পৌষ	১৪০৯ বাং
ডিসেম্বর	২০০২ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক **আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধঃ**
  - ঈদুল ফিতরঃ তাৎপর্য ও করণীয় ৩
    - মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
  - যাকাত ও ছাদাক্বা ৮
    - আত-তাহরীক ডেস্ক
  - শামায়েলে মুহাম্মাদী (ছাঃ) ১০
    - মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী (শেষ কিস্তি)
  - ঈদায়েনের কতিপয় মাসায়েল ১২
    - আত-তাহরীক ডেস্ক
  - শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান ১৪
    -মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন
  - সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনঃ ইসলামী সমাজে একটি জাহেলী প্রথার অনুপ্রবেশ ১৮
    -মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
  - বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারীঃ একটি সমীক্ষা ২১
    - হাফেয মাসঊদ আহমাদ
  - মাতা-পিতা ও সন্তানঃ একের প্রতি অপরের হক্ব, অধিকার ও কর্তব্য ২৪
    - আব্দুল কাদের বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব
  - টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরার বিধান ২৮
    -ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
- **চিকিৎসা জগৎঃ** ৩২
  - শিশুর দুধ তোলা ও গা মোচড়ানো
- **কবিতা** ৩৩
- **মহিলাদের পাতা** ৩৪
  - নারীদের দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব
    - মুসাম্মাৎ আখতার বানু
- **সোনামণিদের পাতা** ৩৬
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৭
- **মুসলিম জাহান** ৪১
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
- **জনমত কলাম** ৪৪
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৬
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

হালাকু-র পুনরাবির্ভাব ও আমাদের করণীয়

১২৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারীতে মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের নেতৃত্বে আগ্রাসী তাতার বাহিনী বাগদাদে হামলা চালিয়ে ৪০ দিনে সর্বাধিক হিসাব মতে ৪০ লক্ষ মানুষকে হত্যার মাধ্যমে বাগদাদ ধ্বংস করেছিল। বিধ্বস্ত হয়েছিল সকল স্থাপনা। ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল তৎকালীন বিশ্বের সেরা জ্ঞান কেন্দ্র বাগদাদের বৃহদায়তন লাইব্রেরীগুলিকে দজলা-ফোরাতের পানিরাশিতে। ছয়শত বছরের সঞ্চিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিমেষে হারিয়ে গিয়েছিল একদল মানুষরূপী হায়েনার হিংসার অনলকুণ্ডে। উক্ত ঘটনার দীর্ঘ ৭৪৫ বৎসর পরে আগামী ফেব্রুয়ারী বা মার্চেই হয়ত বাগদাদে আমরা আবার সেই ধ্বংসস্তূপ অবলোকন করবো। আর এবারেও নাকি নিহত হবে ৪০ লাখের মত বনু আদম। ধ্বংস হবে সবকিছু। হালাকুর স্থলে এবার আবির্ভূত হয়েছে শতাব্দী সেরা সন্ত্রাসী রাষ্ট্রনায়ক জর্জ বুশ। সেদিনের হালাকু বাগদাদ ধ্বংস করে ফিরে গিয়েছিল নিজ দেশে। ফলে বাগদাদের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল মামলূক মুসলিম সালতানাৎ। কিন্তু এবারের হালাকু ফিরে যাবে না। সে কেবল ভূপৃষ্ঠের মানুষগুলিকে শেষ করেই ক্ষান্ত হবে না। সে চায় ভূগর্ভের তৈল সম্পদ। গত শীতে আফগানিস্তান দখল করে সে উক্ত ভূখণ্ডের উপর দিয়ে তেলের পাইপ লাইন বসানোর রাস্তা অবাধ করে নিয়েছে। এবারের শীতে ইরাক দখল করে সে এশিয়ার তৈলভাণ্ডারে প্রবেশ করতে চায়। পরবর্তীতে ইরান, সঊদী আরব ও গোটা মধ্যপ্রাচ্য তার টার্গেটে রয়েছে। ৮১৬ বছর আগে ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক হিত্তীনের ময়দানে ক্রুসেড বিজেতা সেনাপতি গাযী ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর কাছে সম্মিলিত খৃষ্টান বাহিনীর লজ্জাকর পরাজয়ের প্রতিশোধ সে নেবে। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল তৈল সম্পদ কুক্ষিগত করে মুসলমানদেরকে চিরদিন ইহুদী-খৃষ্টানের গোলামে পরিণত করে রাখবে, এটাই ইঙ্গ-মার্কিন সন্ত্রাসী চক্রের একান্ত বাসনা।

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন, ইহুদী-নাছারাগণ কখনোই তোমার উপরে সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের দলভুক্ত হও। তুমি বল যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রেরিত হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত। অতএব তোমার নিকটে কুরআন এসে যাওয়ার পরেও যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তি সমূহের অনুসরণ কর, তাহ'লে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তোমার জন্য কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না' *(বাক্বারাহ ১২০)*। ইমাম কুরতুবী এই আয়াত নাযিলের কারণ হিসাবে বলেন যে, ইহুদী-নাছারাদের নেতারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সন্ধি করতে চেয়েছিল এবং তাঁর নিকটে ইসলাম গ্রহণের ওয়াদা দিয়েছিল। তাদের এই প্রতারণা ও কূট-কৌশল সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে আল্লাহ পাক অত্র আয়াত নাযিল করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে রাসূলকে জিহাদের নির্দেশ দেন' *(কুরতুবী ২/৯৪)*।

আমেরিকার ইতিহাসে সর্বাধিক মেধাহীন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের মগযে গত বছর পেসমেকার বসানো হয়। তার এক সপ্তাহ পূর্বে হার্টের রোগী তার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনীর বুকে বসানো হয় ইমপ্লান্টেবল ডিভাইস। এই দুই রোগীর সঙ্গে যোগ হয়েছে অন্য দুই যুদ্ধরোগী পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাম্সফেল্ড। এরা সবাই পরস্পরে তৈল ও অস্ত্র ব্যবসায়ী। এদের নিজস্ব ব্যবসায়ের স্বার্থে এরা সর্বত্র যুদ্ধ বাধায়। ডেমোক্র্যাট হৌক বা রিপাবলিকান হৌক আমেরিকার রাজনীতিকরা প্রায় সকলে একই চরিত্রের। আমেরিকা, বৃটেন, চীন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার অস্ত্র ভাণ্ডারে যে বিশাল মারণাস্ত্রের মওজুদ রয়েছে, তা দিয়ে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীকে কয়েকবার ধ্বংস করা যাবে। তাদের ব্যাপারে কেন কিছুই বলা হচ্ছে না? বর্তমান বুশের পিতা সিনিয়র বুশ ১৯৯০ সালে কুয়েতের বিরুদ্ধে সাদ্দামকে লেলিয়ে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির নেতাদের মধ্যে সাদ্দামভীতি জাগ্রত করেন ও তার ফলে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে ২০০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করে। একই ভয় দেখিয়ে কুয়েতে, সঊদী আরবে ও কাতারে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। ভূমধ্য সাগরের সর্বত্র তার নৌবাহিনী মোতায়েন হয়। ওদিকে ইসরাঈলকে রক্ষার নামে তাকে তার অস্ত্রভাণ্ডারে পরিণত করা হয়। বর্তমানে ইস্রাঈলে আমেরিকার সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক 'এ্যারো' মারণাস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে, যা বিশ্বের অন্যকোন দেশকে আমেরিকা সরবরাহ করেনি।

গত ৮.১১.০২ইং তারিখে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে ইরাককে নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব পাস হয়েছে। অথচ অন্যকে নিরস্ত্র ক্বা১৪*রার আগে বৃহৎ শক্তি বর্গের নিজেদের অস্ত্র ভাণ্ডার ধ্বংস করা ছিল অধিক যরূরী। একটি সদস্য দেশকে নিরস্ত্র করার ও না মানলে সেখানে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করার এমন ন্যাক্কারজনক সর্বসম্মত প্রস্তাব জাতিসংঘের ইতিহাসে ইতিপূর্বে গৃহীত হয়নি বলে বিশেষজ্ঞগণ মন্তব্য করেছেন। এর কারণ ছিল একটাই যে, সদস্যদেশ গুলির অব্যাহত বিরোধিতার মুখে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল হুমকির সুরে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের নিগড়ে আবদ্ধ থাকবে না। সে একাই ইরাকে শক্তি প্রয়োগ করবে'। ব্যস! তাতেই প্রস্তাব পাস। জাতিসংঘের ১৪৪১ নং প্রস্তাবকে তাই প্রকারান্তরে ৩য় বিশ্বযুদ্ধের ও সেই সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারার অবাধ লাইসেন্স বলা যেতে পারে। গত একযুগ ধরে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে ইরাকের প্রায় ১৫ লাখ মানুষ ক্ষুধায় অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেছে। এভাবে ইরাককে সবদিক থেকে পঙ্গু করে এখন চূড়ান্ত হামলার মাধ্যমে তাকে তিন টুকরা করে সেখানে স্ব স্ব পুতুল সরকার বসিয়ে আজকের ঐক্যবদ্ধ ও সার্বভৌম ইরাককে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলাই বুশ-ব্লেয়ার-শ্যারণ চূক্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য। যেভাবে তারা ইতিপূর্বে গর্বাচেভকে দিয়ে এককালের বিশ্ব শক্তি সোভিয়েত রাশিয়াকে ১৬ টুকরায় বিভক্ত করে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিদায় করেছে। গণতন্ত্রের এই বরকন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরে দারিদ্র্য বিমোচন ও ধর্মপ্রচারের মুখোশে ঢুকে সেখানে খৃষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি করে। অতঃপর স্বাধীনতার ধুয়া তুলে ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। অথচ এর অনতিদূরে দক্ষিণ ফিলিপাইনের মান্দানাও প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে 'সন্ত্রাসী' নামে আখ্যায়িত করছে। একইভাবে কাশ্মীরের ও চেচনিয়ার সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকেও তারা 'জঙ্গী' বলে অভিহিত করছে। আমেরিকা তার জন্মের পর থেকে বিগত ২২৫ বছরে অন্যূন ১৭৫টি দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাস চালিয়েছে। এরপরেও সে মানবাধিকারবাদী।

আজ থেকে ১০০ বছর পূর্বে ১৯০২ সালে ওছমানীয় খলীফা সুলতান আব্দুল হামীদ ২য়-এর কাছে ইহুদীরা ফিলিস্তীনে তাদের জন্য আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। সেদিন সুলতান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, ওদের নেতা থিয়োডোর হার্জলকে জানিয়ে দাও, যতদিন পৃথিবীতে ওছমানীয় খেলাফত থাকবে, ততদিন যেন ফিলিস্তীনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিলাষ না করে। এটা কেবল তখনই সম্ভব হবে, যখন ওছমানী খেলাফত একটি অতীত ও স্বপ্ন হয়ে যাবে'। সুলতানের এই পরিষ্কার জবাব পেয়ে ইহুদীরা অন্য পথ ধরে এবং লেবাননের নাছিফ ইয়াযেজী, বুতরুস বুস্তানী প্রমুখ খৃষ্টান পণ্ডিতদের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের তরুণ সমাজ ও মুসলিম নেতাদের মধ্যে গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করতে থাকে ও সাথে সাথে তাদের মধ্যে পাশ্চাত্যের বিলাসী সংস্কৃতির বিষ বাষ্প ছড়াতে থাকে। এতে দ্রুত ফল লাভ হয় এবং তুর্কী ও আরব জাতীয়তাবাদী চেতনার সংঘাতে বিশাল ওছমানীয় খেলাফত ছোট ছোট জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের থাবায় আবদ্ধ হয়ে যায় ও ১৯২৪ সালে ওছমানীয় খেলাফত ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর খুব সহজে ১৯৪৮ সালে 'ইসরাঈল' রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। অতএব আজকে যদি ইরাক বা মুসলিম বিশ্বকে বাঁচাতে হয়, তাহ'লে যেকোন মূল্যে মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক হারানো খেলাফত পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং পাশ্চাত্যের সকল জাহেলী মতবাদ আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যেতে হবে। ১৭ই রামাযানে বদরের যুদ্ধের দিন যেভাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কেবল আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য চেয়ে প্রাণভরে প্রার্থনা করেছিলেন এবং তার ফলে আসমান থেকে হাযার হাযার ফেরেশতা নেমে এসে সংখ্যালঘু নিঃসম্বল মুসলিম বাহিনীকে বিজয়ী করেছিল, আজও তেমনি সকল বৃহৎ শক্তির আশ্রয় থেকে মুখ ফিরিয়ে স্রেফ আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় ভিক্ষার মাধ্যমে এবং মুসলিম বিশ্বের সকল শক্তি সম্বন্বিত করে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সার্বিক জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল প্রকৃত বিজয় ও মুক্তি লাভ সম্ভব হবে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স.স.)।

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

ঈদুল ফিতরঃ তাৎপর্য ও করণীয়

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

ভূমিকাঃ

আনন্দ উচ্ছলতায় ভরা, ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার অম্লান আলোকমালায় সুশোভিত 'ঈদুল ফিতর' মুসলমানদের অন্যতম আনন্দ উৎসব। প্রতিবছর মাহে রামাযানের পরে অনাবিল খুশির বার্তা নিয়ে আগমন করে 'ঈদুল ফিতর'। ঘরে ঘরে বয়ে যায় খুশির বান। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে মুসলিম জাহান। স্বল্প সময়ের এই পার্থিব জীবনে 'ঈদ' একটি উপঢৌকনের মতই আসে। প্রতিদিনের ধরাবাঁধা জীবন-যাত্রার মধ্যে ঈদের দিনটি নতুন ব্যঞ্জনায় মুখরিত হয়। সেদিনের প্রত্যুষকে অন্যদিনের প্রত্যুষের চেয়ে ভিন্নতর মনে হয়।

পৃথিবীর সকল জাতির জন্য আনন্দ-উৎসব রয়েছে। মুসলিম জাতির আনন্দ উৎসব দু'টি। 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা'। অন্যান্য জাতির আনন্দ-উৎসব থেকে 'ঈদ' স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এতে উৎসবের নামে অনাচার, কদাচার ও নৈতিকতা বিবর্জিত বল্গাহীন অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরের কোন স্থান নেই। ঈদ হচ্ছে একটি সুশৃংখল অথচ প্রাণোচ্ছল উৎসব। এতে মুসলিম জাতি ঐক্যবদ্ধ হ'তে শিখে, পরস্পরকে ভালবাসতে শিখে, বিশ্বাস করতে শিখে, শিখে একে অন্যের প্রতি সহমর্মী হ'তে, শিখে পরস্পরের সহযোগী হ'তে।

ঈদ ধর্মীয় তাৎপর্যমণ্ডিত, সৌহার্দ ও সম্প্রীতিপূর্ণ সামাজিক এবং সুশৃংখল এক অনুপম আনন্দানুষ্ঠান। ঈদের এ আনন্দ সংযমের ও আনুগত্যের। এ আনন্দ রামাযানের মত মহা সুযোগের মাসকে জীবনে পুনর্বার ফিরে পাবার। এ আনন্দ রামাযানের মাসব্যাপী ছিয়াম পালন করে সোনালী ফসল 'নেকী' অর্জন করতে পারার। এ আনন্দ হাযার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম 'লাইলাতুল ক্বদর'-এ এক রাত্রি ইবাদত করতে পারার। এ আনন্দ জীবনের সকল পাপ-পঙ্কিলতাকে ঝেড়ে-মুছে ফেলে পূত-পবিত্র হ'তে পারার। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যরূপ ষড়রিপু ও শয়তানকে পরাভূত করে অন্ততঃ ত্রিশটি দিনের জন্যে হ'লেও সম্পূর্ণ বিজয়ী হ'তে পারায় এ আনন্দ। দেহযন্ত্রকে একটি বছরের জন্য রামাযানের আগুনে পুড়িয়ে পুনরায় শাণিত করতে পারায় এ আনন্দ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে তুষ্ট করে তাঁর অবারিত রহমত লাভ করতে পারায় এ আনন্দ। এ আনন্দ জীবনের পূর্ব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারার এবং স্বজনদের নিয়ে একত্রে উপাদেয় আহার গ্রহণ, আমোদ, আহলাদ ও পুনর্মিলন করতে পারায়।

তাই এ দিনে মানুষ সকল প্রকার ব্যস্ততা পরিহার করে, সকল দুঃখ-যাতনার উর্ধ্বে উঠে একই আনন্দের মধ্যে শরীক হওয়ার এক স্থানে মিলিত হবার চেষ্টা করে। কর্মক্ষেত্রে মানুষের পারস্পরিক যে মিলন ঘটে সেটা প্রথাসিদ্ধ। সেখানে অসহিষ্ণুতা আছে, ক্ষোভ আছে, হতাশা আছে। আছে শক্তি ও পৌরুষের দম্ভ। কিন্তু এই ধর্মীয় মিলনে একটি অভাবনীয় অভিব্যক্তি আছে। এই মিলনে অহমিকা নেই, ঔদ্ধত্য নেই; বরং স্বর্গীয় অনুভূতি আছে, আছে একটি নিবেদনের উপলক্ষে সকলের মাঝে সাম্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা। এই মহীয়ান 'ঈদুল ফিতর' সম্পর্কে এই নিবন্ধে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ঈদুল ফিতর অর্থ ও নামকরণঃ

'ঈদুল ফিতর' 'ঈদ' ও 'ফিতর' শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। 'ঈদ' অর্থ খুশি, আনন্দ। "عود" শব্দমূল হ'তে উদ্ভূত ঈদ (عيد)-এর অন্য অর্থ হচ্ছে প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা। প্রতিবছর ঘুরে ঘুরে আসে বলে একে ঈদ বলা হয়। আর 'ফিতর' অর্থ হচ্ছে ছিয়াম সমাপন, উপবাস ভঙ্গ করা ইত্যাদি।[১] সুতরাং 'ঈদুল ফিতর' অর্থ হচ্ছে রামাযান পরবর্তী উৎসব। বিভিন্ন অভিধানে বলা হয়েছে, العيد الذى يعقب صوم رمضان। অর্থাৎ 'ঈদুল ফিতর' ঐ আনন্দ উৎসবকে বলে, যা রামাযানের পরে আসে'।[২] রামাযানের পর শাওয়ালের প্রথম তারিখে রামাযানের ছিয়াম সমাপন উপলক্ষে যে আনন্দ-উৎসব পালিত হয় তাকে 'ঈদুল ফিতর' বলা হয়। কারো মতে, মুসলমানদের জীবনে নিয়মিত ভাবে প্রতি বছরই দিনটি ঘুরে ঘুরে আসে বলে একে ঈদের দিন বলা হয়। কারো মতে, এ দিনের ছালাতে তাকবীর সমূহ একের পর এক পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করা হয় বলে একে ঈদের দিন বলা হয়।[৩]

'ঈদুল ফিতর'-এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটঃ

সৃষ্টির আদি থেকে প্রত্যেক জাতি এক বা একাধিক দিনে স্বীয় জাতীয় আনন্দ-উৎসব পালন করে আসছে। হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর বংশধরগণ তওবাহ কবূলের দিনকে এবং নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে ইবরাহীম (আঃ)-এর

---

* বি,এ (অনার্স), এম, এ; বর্ষাপাড়া, হিরণ, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

১. *অগ্রপথিক, জানুয়ারী ২০০০ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), পৃঃ ২৩; অধ্যাপক সাঈদুর রহমান, মাহে রামাযানের শিক্ষা ও তাৎপর্য (ঢাকাঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৪০৫/১৯৮৫ খৃঃ), পৃঃ ৫৪; ঈদের সংজ্ঞা কেউ কেউ এভাবে দিয়েছেন,* العيد مشتق من العود. وذلك إما لتكرره كل عام او لعود السرور بعوده أو لكثرة عوائد الله فيه على العباد– *দ্রঃ মুস্তাফা আল-খিন ও সহযোগীবৃন্দ, আল-ফিক্বহুল মানহাজী (দামেশ্কঃ দারুল কুলম, ২য় প্রকাশঃ ১৯৯৬ইং/১৪১৬ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২২।*

২. *ড. ইবরাহীম আনীস ও সহযোগীবৃন্দ, আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব (ইস্তাম্বুলঃ আল-মাকতাবুল ইসলামিয়াহ, তা.বি.), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯৪; সাঈদী আবু হাবীব, আল-ক্বামূসুল ফিক্বহী (করাচীঃ আল-উলূমুল ইসলামিয়াহ, তা.বি.), পৃঃ ২৬৬।*

৩. *অগ্রপথিক, জানুয়ারী ২০০০, পৃঃ ২৩।*

মুক্তিলাভের দিনকে তাঁর অনুসারীরা ঈদের দিন হিসাবে পালন করত। ফির'আঊনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর পরিত্রাণ লাভের দিনকে বনী ইসরাঈলরা ঈদের দিন হিসাবে উৎযাপন করত। হযরত দাঊদ (আঃ)-এর অনুসারীরা জালূতের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের দিনকে, হযরত ইউনুস (আঃ)-এর অনুসারীরা তাঁর মাছের পেট থেকে মুক্তি প্রাপ্তির দিনকে, খৃষ্টানরা 'মায়েদা' (খাদ্যভর্তি খাঞ্চা) নাযিলের দিন ও ঈসা (আঃ)-এর জন্মের দিনকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করে থাকে। ইরানীরা জরথুস্ত্রের শিক্ষা বিলীন হওয়ার পর শরতের পূর্ণিমায় 'নওরোজ' এবং বসন্তের পূর্ণিমায় 'মিহরিজান' উৎসব পালন করত। ভারতে বসন্ত ও শরতের আগমনে বিভিন্ন নদীতে স্নানোৎসব ও হোলির উৎসব (বন্তোৎসব)ও পালিত হয়।[৪] বর্তমানে দুর্গাপূজা বাঙালী হিন্দু সমাজে একটি বিশিষ্ট উৎসব। ঐতিহাসিক হেরোডাটাসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রোমানদের মধ্যে ইদিস (Ides) বা উৎসবের প্রচলন ছিল। যুদ্ধ জয়ের পরে তারা এসব ইদিস-এ লিপ্ত হ'ত।[৫] জাহেলী যুগে আরবরাও বিভিন্ন উৎসব পালন করত। পারসিক প্রভাবে মদীনাবাসীগণ 'নওরোজ' ও 'মিহরিজান' উৎসব পালন করত।[৬]

মহানবী (ছাঃ) মদীনায় আগমন করে মদীনাবাসীদেরকে উক্ত দু'দিন উৎসব পালন করতে নিষেধ করেন এবং 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা' মুসলমানদের জন্য আনন্দের দিন নির্ধারণ করেন।[৭] এ মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ: مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوْا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ: إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ-

অনুবাদঃ 'হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনাবাসী দু'দিনে খেলাধুলা ও আনন্দ-উৎসব করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'টি দিন কি জন্য? তারা বলল, জাহেলী যুগে এ দু'দিনে আমরা খেলাধুলা (আনন্দ-উৎসব পালন) করতাম। মহানবী (ছাঃ) বললেন, 'এ দু'দিনের পরিবর্তে আল্লাহ তোমাদের জন্য উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা'।[৮]

৪. তদেব, পৃঃ ২৩-২৪।
৫. মোহাম্মাদ আজরফ, ইসলাম ও মানবতাবাদ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশঃ ১৯৯৫ইং/১৪১৫হিঃ), পৃঃ ৭৭-৭৮।
৬. অগ্রপথিক, জানুয়ারী ২০০০, পৃঃ ২৪।
৭. আল-ক্বাছীম ছাত্র সংস্থা, আল-মুখতার লিল হাদীছ ফী শাহরি রামাযান, সম্পাদনাঃ আবদুল্লাহ বিন ছালেহ আল-ক্বার'আবী, (ক্বাছীমঃ ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, ৪র্থ প্রকাশঃ ১৪১৫ হিঃ), পৃঃ ৪৪২।
৮. আবুদাঊদ, গৃহীতঃ মুখতার লিল হাদীছ, পৃঃ ৪৪২; মিশকাত হা/১৪৩৯।

শরী'আতের দৃষ্টিতে অন্যান্য উৎসবঃ

'ঈদুল আযহা' ও 'ঈদুল ফিতর' ব্যতীত ইসলামে অন্য কোন নবাবিষ্কৃত ঈদের স্থান নেই। তেমনি দেশীয় সংস্কৃতির নামে অন্য কোন উৎসব যেমন জাতীয় দিবস, জন্মবার্ষিকী, বিপ্লব দিবস, স্বাধীনতা উৎসব সবই বিদ'আত। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, الأعياد شريعة الشرائع فيجب الإتباع لا الإبتداع- 'শারঈ ঈদের অনুসরণ (পালন) ওয়াজিব। কিন্তু নতুন উদ্ভাবিত ঈদের অনুসরণ করা যাবে না'।[৯]

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন বলেন, 'হে মুসলিম সমাজ! মুশরিক ও বিদ'আতীদের ঈদ আমাদের ঈদ নয়; বরং আমাদের ঈদ তিনটি; সাপ্তাহিক ঈদ অর্থাৎ জুম'আহ, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এই তিনটি ছাড়া ইসলামে অন্য কোন ঈদ নেই। জন্মবার্ষিকী, যুদ্ধ জয়, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণোত্তর অভিষেক অনুষ্ঠান প্রভৃতি উৎসবের কোন স্থান ইসলামে নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীগণের নিকটে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিলেন অথচ তাঁরা মহানবী (ছাঃ)-এর জন্মবার্ষিকী পালন করেননি। বদর, ইয়ারমুক, ক্বাদেসিয়াসহ অন্যান্য বহু যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছিল, কিন্তু সেদিনকে তাঁরা উৎসবের দিন হিসাবে গ্রহণ করেনি। হযরত আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী (রাঃ) ছিলেন মুসলমানদের নিকটে সর্বাধিক সম্মানিত খলীফা। অথচ তাঁদের খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার দিনকে কেউ ঈদ হিসাবে গ্রহণ করেনি। যদি এই ধরনের বিষয়কে উৎসব হিসাবে গ্রহণ করা উত্তম হ'ত, তাহ'লে তাঁরাই এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন, যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী ও আইম্মায়ে মুসলিমীনের মধ্যে ইলম ও আমলে আমাদেরকে অতিক্রম করে গেছেন।[১০]

নাছারাদের (খৃষ্টান) কোন উৎসবে অংশগ্রহণ করাও মুসলমানদের জন্য হারাম এবং জঘন্যতম পাপাচার। সুতরাং খৃষ্টান বা কোন কাফেরদের উৎসবে বাণী প্রদান, উপঢৌকন দান ও কর্ম বিরতি দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে অংশগ্রহণও হারাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم- অর্থাৎ 'আল্লাহ্র শত্রুদের উৎসব তোমরা পরিহার কর'।[১১]

নিজেকে পরিশুদ্ধ ও পূত-পবিত্র করতে পেরেছে, তাদের জন্যই এই ঈদের আনন্দ। এ আনন্দের হক্বদার তারাই, যারা আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে রামাযানের ছিয়াম পালনের পাশাপাশি ইবাদত-বন্দেগীতে মশগূল ছিল। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র আদেশ অনুযায়ী ছিয়াম পালন করতঃ নিজেকে কলুষমুক্ত করতে পারল না, পারস্পরিক ভেদ-বৈষম্য ভুলে

৯. আল-মুখতার লিল হাদীছ, পৃঃ ৪৪২।
১০. তদেব, পৃঃ ৪৪২-৪৩। ১১. তদেব।

একে অপরের আপন হ'তে পারল না, তাদের ঈদের আনন্দে যোগ দেওয়ার কোন অধিকার নেই।[১২]

ঈদুল ফিতরের গুরুত্ব ও তাৎপর্যঃ

'ঈদুল ফিতর' মুসলিম উম্মাহ্র নিকট অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। এ দিনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সংক্ষেপে নিম্নরূপে ব্যক্ত করা যায়-

(১) ঈদুল ফিতরের দিন মুসলমানদের জাতীয় জীবনে সাম্য-মৈত্রীর যে বাস্তব নিদর্শন প্রকাশিত হয়, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঐক্যের মধ্যেই সুনিশ্চিত শান্তি সুধা বিদ্যমান।

(২) ইসলাম ত্যাগ ও তিতিক্ষার এবং ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের যে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, ঈদুল ফিতর মুসলমানদের অন্তরে সেই শিক্ষার চেতনাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে।

(৩) দীন-দরিদ্র, ইয়াতীম, নিঃস্ব ও ছিন্নমূল মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার যে বাস্তব প্রশিক্ষণ মুমিন রামাযান মাসে অর্জন করেছে, তার সোনালী ফসল দর্শনের দিন হচ্ছে ঈদুল ফিতর-এর দিন।

(৪) ঈদের এই দিনে পারস্পরিক সম্পর্ক মযবূত ও দৃঢ় করার এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন শক্তিশালী করার আকুল আবেদন আসে চতুর্দিক থেকে।

(৫) পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের দীর্ঘজীবী উম্মতদের সাথে নেকীর প্রতিযোগিতায় আমরা যাতে পরাজিত না হই, সেজন্য আল্লাহ তা'আলা রামাযানে 'লাইলাতুল ক্বদর' দান করে যে মহা সুযোগ প্রদান করেছেন, তার জন্য দু'রাক'আত বিশেষ ছালাত আদায় করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন 'ঈদুল ফিতর'।

(৬) ঈদুল ফিতর সামাজিক আদব-ক্বায়দা ও শৃংখলাবোধ শিক্ষা দেয়।

(৭) মানব স্রষ্টা আল্লাহ্র আইন পার্থিব জীবনে মেনে চললে ইহকালের ন্যায় পরকালেও এরূপ আনন্দময় জীবন ও প্রশান্তি লাভ করা যাবে, তার বাস্তব জ্ঞান দান করে ঈদুল ফিতর।

(৮) রামাযানের স্পর্শ পেয়েও মানুষের যে অংশ পুরোপুরি কলুষমুক্ত হয়নি, ঈদুল ফিতর সেই অংশের কলুষতা মুক্ত করে সমাজকে সজীব করে তোলে।

(৯) ঈদুল ফিতর মানুষকে বিনয়ী, নম্র ও হৃদয়বান করে তোলে। যেন ঈদের প্রভাব থেকেই মানুষ অপরের সুখে সুখী হবার তাকীদ অন্তরে অনুভব করে। ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রাণপ্রবাহে তাদের হৃদয়-মন ভরে যায়। স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসার সাথে সাথে তারা যেন সৃষ্টির সাথেও সদ্ব্যবহার করতে পারে, যেন সৃষ্টিকে ভালবেসে সন্তুষ্ট করতে পারে।

বস্তুতঃ নিছক এক দিনের হৈচৈ ও মাতামাতির মধ্যেই ঈদের সার্থকতা নিহিত নয়; বরং প্রত্যেক ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন মন ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়াতেই ঈদ উৎসবের সার্থকতা ও সফলতা।[১৩]

ঈদুল ফিতরের প্রকৃত তাৎপর্য হ'ল- ব্যক্তি জীবনের নানাবিধ কুপ্রবৃত্তি বা নফসানিয়াতের দমনের সাথে সাথে নানা প্রকার দান ও দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। রামাযানে মাসব্যাপী ছিয়াম সাধনার দ্বারা মানুষ যে শিক্ষা লাভ করেছে, দান-খয়রাত হচ্ছে তার প্রায়োগিক প্রমাণ। কাজেই ঈদুল ফিতরে 'ছাদাক্বাতুল ফিতর' আদায় করার পাশাপাশি অন্যান্য দান, ছাদাক্বাহ এবং আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সমূহ কুপ্রবৃত্তির উৎসারণ করার সাধনার মধ্যেই ছিয়াম পালনের সফলতা। আর এরই সার্থকতার প্রমাণ হচ্ছে ঈদুল ফিতর।[১৪]

ঈদুল ফিতরের দিনে আমাদের করণীয়ঃ

ঈদের দিনে আনন্দের পাশাপাশি মুসলমানদের জন্য কিছু করণীয় রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হ'লঃ

(১) **তাকবীর পাঠ করাঃ** রামাযান মাসের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর অর্থাৎ ঈদের রাত্রি থেকে শুরু করে ঈদের ছালাত আদায় পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা। আল্লাহ বলেন, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ- 'যাতে তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং তোমাদের হেদায়াত দান করার জন্য তোমরা আল্লাহ্র মহত্ত্ব বর্ণনা কর। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। তাকবীরের শব্দসমূহ হচ্ছে اللهُ أكبر اللهُ أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد- পুরুষের জন্য উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা সুন্নাত। তবে মহিলারা নিঃশব্দে তাকবীর বলবে (বুখারী ও আহমাদ)।[১৫]

(২) **খেজুর খাওয়াঃ** ছালাতের জন্য ঈদগাহের দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ৩টি, ৫টি বা তদূর্ধ্ব বেজোড় সংখ্যক খেজুর খাওয়া সুন্নাত। হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিতরের দিন সকালে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন।[১৬]

(৩) **সজ্জিত হওয়াঃ** পুরুষের জন্য সুন্নাত হ'ল গোসল করে, সুন্দর পোশাক পরিধান করে, সুগন্ধি মেখে, সুসজ্জিত হয়ে ঈদগাহ অভিমুখে রওয়ানা হওয়া। মহিলারা সুসজ্জিত

---

১২. *অগ্রপথিক, জানুঃ ২০০০, পৃঃ ২৭; ঐ, জানুঃ ৯৯, পৃঃ ২৩।*

১৩. *মাহে রামাযানের শিক্ষা ও তাৎপর্য, পৃঃ ৫৪-৫৫।*

১৪. *ইসলাম ও মানবতাবাদ, পৃঃ ৮২।*

১৫. *আদদুরূসুর রামাযানিয়াহ (রিয়াদঃ মুয়াসসাসাতুল হারামাইন আল-খাইরিয়াহ, ১৪১৯হিঃ), পৃঃ ১৮৪; মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন, মাজালিসু শাহরি রামাযান (রিয়াদঃ মারকাযুদ দিরাসাত ওয়াল ই'লাম দারু ইশবীলিয়া, ১৯৯৬ই/১৪১৬ হিঃ), পৃঃ ১৭২; আল-মুখতার লিল হাদীছ, পৃঃ ৪৩৯-৪০।*

১৬. *তদেব, পৃঃ ৪৪০-৪১; মাজালিসু শাহরি রামাযান, পৃঃ ১৭২-৭৩; আল-ফিক্বহুল মানহাজী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৮; আদ-দুরূসুর রামাযানিয়াহ, পৃঃ ১৮৫।*

হয়ে এবং সুগন্ধি মেখে সৌন্দর্য প্রদর্শণী করে বের হবে না। বরং তারা পর্দা সহকারে বের হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا 'তার অন্য বোন যেন তাকে স্বীয় চাদর পরিধান করায়'।[১৭]

(৪) **ঈদগাহে গমনঃ** ঈদের মাঠে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং ভিন্ন পথে ফিরে আসা সুন্নাত। হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (ছাঃ) ঈদের দিন পথ পরিবর্তন করতেন (বুখারী)।[১৮]

(৫) **ছালাত আদায় করাঃ** মহানবী (ছাঃ) নারী-পুরুষ সবাইকে ঈদের দিন ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদের ঈদের ছালাতে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ মর্মে হাদীছে আছে,

قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رضى الله عنها أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُّخْرِجَ فِى الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى-

'হযরত উম্মে আত্বিইয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে ঈদের মাঠে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন' (বুখারী)।[১৯]

ঈদগাহে জামা'আতবদ্ধ হয়ে প্রথম রাক'আতে ৭ ও পরের রাক'আতে ৫টি তাকবীর দিয়ে[২০] দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে।[২১] অতঃপর ইমাম ছাহেব শরী'আতের বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ সম্বলিত খুৎবা প্রদান করবেন। হাদীছে আছে,

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْئٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلَى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْيَأْمُرُبِشَيْئٍ أَمَرَبِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ-

'হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদগাহে গিয়ে সর্বপ্রথম ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি মানুষের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন। এমতাবস্থায় লোকজন তাদের সারিতে বসে থাকত। মহানবী (ছাঃ) তাদের উপদেশ দিতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের নির্দেশ দিতেন। যদি তিনি কোথাও কোন সৈন্যদল পাঠাতে ইচ্ছা করতেন, তাহ'লে পাঠাতেন। অথবা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ দিতে চাইলে নির্দেশ প্রদানের পর (স্বীয় গৃহে) প্রত্যাবর্তন করতেন' (বুখারী ও মুসলিম)।[২২]

(৬) **ছাদাক্বাতুল ফিতর প্রদানঃ** ঈদুল ফিতরের দিনে অন্যতম প্রধান করণীয় হচ্ছে, ফিতরা প্রদান করা। নর-নারী, ছোট-বড়, স্বাধীন-গোলাম সকলের উপর ফিতরা আদায় করা ফরয। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ,

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের ফিতরা একছা' খেজুর অথবা যব প্রদান করা প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ-মহিলা, ছোট-বড়, স্বাধীন-গোলাম সকলের উপর ফরয করেছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*।[২৩]

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির পক্ষ থেকে একছা' (প্রায় আড়ায় কেজি) পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ফিতরা হিসাবে প্রদান করতে হবে।[২৪] হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

كُنَّا نَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ-

'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে একছা' খাদ্য দ্রব্য ফিতরা হিসাবে প্রদান করতাম। আর আমাদের খাদ্য দ্রব্য ছিল যব, কিসমিস, পনীর এবং খেজুর (বুখারী)।[২৫]

সুতরাং মূল্য বা অন্যকোন দ্রব্য দানে ফিতরা আদায় হবে না।[২৬]

ঈদের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে ফিতরা আদায় করতে হবে। হযরত ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِىَّ

১৭. *তদেব, আল-মুখতার লিল হাদীছ, পৃঃ ৪৪১; মাজালিসু শাহরি রামাযান, পৃঃ ১৭৩।*
১৮. *আল-ফিক্বহুল মানহাজী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৮।*
১৯. *আল-মুখতার লিল হাদীছ, পৃঃ ৪৪০; মাজালিসু শাহরি রামাযান, পৃঃ ১৭২; আদ-দুরূসুর রামাযানিয়া, পৃঃ ১৮৫।*
২০. *আল-ফিক্বহুল মানহাজী, ১ম খণ্ড,পৃঃ ২২৪-২৫।*
২১. *তদেব, পৃঃ ২২৫।*
২২. *তদেব, পৃঃ ২২২।*
২৩. *আল-মুখতার লিল হাদীছ, পৃঃ ৪০৪; মাজালিসু শাহরি রামাযান, পৃঃ ১৫৯; আদ-দুরূসুর রামাযানিয়াহ, পৃঃ ১৮০।*
২৪. *আল-ফিক্বহুল মানহাজী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩১।*
২৫. *তদেব; আল-ফিক্বহুল মানহাজী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩০-৩১।*
২৬. *তদেব, পৃঃ ২৩১; আদ-দুরূসুর রামাযানিয়াহ, পৃঃ ১৮৩; মাজালিসু শাহরি রামাযান, পৃঃ ১৬১।*

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ– 'মহানবী (ছাঃ) ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বে ফিতরা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী)*। তবে ঈদের ১/২ দিন পূর্বে প্রদান করাও বৈধ। হযরত নাফে' (রাঃ) বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) ঈদুল ফিতরের ১/২ দিন পূর্বে ফিতরা আদায় করতেন *(বুখারী)*। কিন্তু ঈদের ছালাতের পরে ফিতরা দিলে, তা ফিতরা হিসাবে কবুল হবে না; বরং তা হবে সাধারণ দান। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে إِنَّ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ– 'যে ব্যক্তি ছালাতের পূর্বে ফিতরা আদায় করবে তার ফিতরা কবুল হবে। আর যে ছালাতের পরে দিবে সেটা সাধারণ দান হিসাবে গণ্য হবে (আবুদাঊদ ও ইবনু মাজাহ)।[২৭]

ছাদাক্বাতুল ফিতর প্রবর্তনের কারণঃ

(১) দরিদ্রদের প্রতি করুণা এবং তাদেরকে ঈদের দিনে হাত পাতা থেকে বিরত রেখে ধনীদের সাথে তাদেরকেও আনন্দ-উৎসবে শরীক করা। যাতে করে ঈদ হয় সমাজের সকলের জন্য।

(২) 'ছাদাক্বাতুল ফিতর'-এর মাধ্যমে উদারতা ও সহমর্মিতার মত উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়।

(৩) ছিয়াম পালন অবস্থায় ঘটে যাওয়া ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনর্থক কথাবার্তা ও কর্ম এবং পাপ কাজ থেকে ছায়েম (রোযাদার)-কে মুক্ত ও পবিত্র করার জন্যই ছাদাক্বাতুল ফিতর-এর বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِّلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِيْنِ–

অর্থঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিয়াম পালনকারীকে ছিয়াম অবস্থায় সংঘটিত অশ্লীলতা, অনর্থক কর্ম থেকে পবিত্র করার জন্য এবং দরিদ্রদের খাদ্য দানের জন্য ফিতরা ফরয করেছেন' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারাকুৎনী, হাকেম)*।

(৪) ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায়ের মাধ্যমে রামাযান মাসের ছিয়াম পূর্ণরূপে পালন, রাত্রির ইবাদত সমাপন এবং অন্যান্য সৎ আমল সহজ করে দিয়ে আল্লাহ যে সুযোগ দিয়েছেন তার শুকরিয়া আদায় করা হয়।[২৮]

ঈদুল ফিতরের শিক্ষাঃ

অখণ্ড মুসলিম মিল্লাত নানা দল ও মতে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মায়া-মমতা ও ভালবাসা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে পারস্পরিক ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষ ও কলহ-বিবাদ। ঈদুল ফিতর যাবতীয় হিংসা-দ্বেষ ও কলহ-বিবাদ ভুলে গিয়ে ঐক্য ও সংহতির বন্ধন সুদৃঢ় করতে শিক্ষা দেয়। দল ও মত নির্বিশেষে ঈদগাহে সমবেত হয়। একই কাতারে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছালাত আদায় করে। ঈদের ছালাতের এই মহামিলন থেকে মুসলমানগণ 'একই উম্মাহ' হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা লাভ করে থাকে। ঈদগাহে মহামিলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়াই ঈদুল ফিতরের অন্যতম প্রধান শিক্ষা।[২৯]

উপসংহারঃ

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, মুসলিম জাতির আনন্দ-উৎসব 'ঈদ' শুধু অনুষ্ঠান সর্বস্ব নয়; বরং ঈদ পালিত হয় আনন্দ ও কর্মের সমন্বয়ে। এটা অনন্য ভাবধারা ও পৃথক জৌলুস নিয়ে পালিত হয়। তাৎপর্য, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং আচরণে মুসলিম উম্মাহ্র এ ঈদ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। পূত-পবিত্র, ক্লেদ ও খাদ বিমুক্ত অনাবিল পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম মিল্লাতের ঈদ। এ উৎসব ধর্মের নির্মল সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে; থাকে পুণ্যকর্মের সংযোগ। এতে থাকে না কোন হৈ হুল্লোড়, পাপাচার ও ব্যভিচার।

প্রত্যেক মুসলিমকে তাই ঈদুল ফিতরের এই দিনটির মত বছরের প্রতিটি দিন সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে অতিবাহিত করার চেষ্টা করা উচিত। এ দিনের মতই সারা বছর নির্ঝঞ্ঝাট জীবন-যাপনের অঙ্গিকারাবদ্ধ হওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদের সকলকে ঈদুল ফিতরের গুরুত্ব, তাৎপর্য, শিক্ষা অনুধাবন করতঃ সে মোতাবেক চলার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন-

'দীন কাঙ্গালের ঘরে ঘরে আজ দেবে যে নব তাগিদ
কোথা সে মহান শক্তি-সাধক আনিবে যে পুনঃ ঈদ?
ছিনিয়া আনিবে আসমান থেকে ঈদের চাঁদের হাসি
ফুরাবে না কভু যে হাসি জীবনে, কখনো হবে না বাসি।
সমাধির মাঝে গণিতেছি দিন, আসিবেন তিনি কবে?
রোজা এফতার করিব সকলে, সেই দিন ঈদ হবে'।

---

২৭. *তদেব, পৃঃ ১৬৩; আদ-দুরূসুর রামাযানিয়াহ, পৃঃ ১৮৩; আল-মুখতার লিল হাদীছ, পৃঃ ৪০৭।*

২৮. *তদেব, পৃঃ ৪০৫; ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ফিক্বহুয যাকাত (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬ ইং/১৪১৬ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯২১-২৩; আদ-দুরূসুর রামাযানিয়াহ, পৃঃ ১৮১; মজালিসু শাহ্রি রামাযান, পৃঃ ১৬০-৬১।*

২৯. *অগ্রপথিক, জানুঃ ২০০০, পৃঃ ৩৩।*

যাকাত ও ছাদাক্বা

-আত-তাহরীক ডেস্ক

'যাকাত' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে দান মূলতঃ কোন ব্যয় বা ক্ষয় নয়, বরং তা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। 'ছাদাক্বা' অর্থ দান-খয়রাত ঐ দান যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্যঃ

যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ 'আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'।[১]

যাকাতঃ ইবাদতে মালীঃ

ইসলাম মুসলিম উম্মাহ্কে পৃথিবীর বুকে একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। এজন্য যাকাতকে 'ইবাদতে মালী' তথা অর্থ নৈতিক ইবাদত হিসাবে গণ্য করেছে। ছালাত ও ছিয়াম ইবাদতে বদনী বা দৈহিক ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষকে শুদ্ধাচারী ও নীতিবান করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ইবাদতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে আর্থিক প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। সূদ সমাজের অর্থ-সম্পদকে শোষণ করে এক বা একাধিক স্থানে জমা করে। পক্ষান্তরে যাকাত ও ছাদাক্বা পুঁজি ভেঙ্গে দিয়ে তা জনসাধারণ্যে ছড়িয়ে দেয় ও হকদারগণকে ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী বানায়। এর ফলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ 'আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও ছাদাক্বাকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কাফের ও পাপীকে ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ২৭৬)*।

যাকাতের প্রকারভেদঃ

যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১- স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা, ২- ব্যবসায়রত সম্পদ ৩-উৎপন্ন ফসল ৪-গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত ফরয হয়। এর জন্য বছর পূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাবঃ

১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। আল্লামা ইউসুফ কারযাভী বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন, একালে স্বর্ণভিত্তিক নিছাব নির্ধারণ করাই আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয় *(ইসলামের যাকাত বিধান ১/২৫২)*। গহনাও স্বর্ণের যাকাত হিসাবে গণ্য।

২. ব্যবসায়রত সম্পদ -এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। চলতি বাজার দর হিসাব করে নিছাব পরিমাণ হ'লে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব যা হিজাযী ছা' অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা $\frac{১}{১০}$ অংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ'লে নিছফে ওশর বা $\frac{১}{২০}$ অংশ নির্ধারিত।

৪. গবাদি পশুঃ (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পনকারী বাছুর। (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।[২]

যাকাতুল ফিৎরঃ

এটিও ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা' বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলি (আড়াই কেজি) হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্য শস্য হ'তে প্রদান করতে হয়।

(ক) ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[৩]

(খ) উপরোক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, ফিৎরা ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে ফরয। উহার জন্য 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের হিসাবে আনুমানিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাযার) টাকার মালিক হওয়া শর্ত নয়।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় 'গম' ছিল না। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবী মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*

২. *বিস্তারিত নিছাব 'বঙ্গানুবাদ খুৎবা' 'যাকাত' অধ্যায়ে দেখুন। -লেখক।*

৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।*

এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। যাঁরা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তাঁরা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর অনুকরণ করেন মাত্র। ইমাম নববী (রহঃ) একথা বলেন।[৪]

(ঘ) এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহঃ

ইমাম কুরতুবী বলেন, কুরআনে 'ছাদাক্বাহ' শব্দটি মুৎলাক্ব বা এককভাবে এলে তার অর্থ হবে ফরয ছাদাক্বা।[৫] পবিত্র কুরআনে সূরায়ে তওবা ৬০ আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথাঃ

১. ফক্বীরঃ নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী, **২। মিসকীনঃ** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারেনা; মুখ ফুটে চাইতেও পারেনা। বাহ্যিক ভাবে তাকে স্বচ্ছল বলেই মনে হয়, **৩। 'আমেলীনঃ** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, **৪। ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ।** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট, **৫। দাস মুক্তির জন্য।** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*, **৬। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিঃ** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবে, **৭। ফী সাবীলিল্লাহ** বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা। খাতটি ব্যাপক। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বা জিহাদের খাতই প্রধান। আল্লাহ্র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা দান ও বিজয়ী করার জন্য যেকোন ন্যায়ানুগ প্রচেষ্টায় এই খাতে অর্থ ব্যয় হবে, **৮। দুস্থ মুসাফিরঃ** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হ'য়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐগুলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূত ভাবে কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।[৬]

বায়তুল মাল জমা করা সুন্নাত

ফিৎরা ঈদের এক বা দু'দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ'তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তার কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। এটা ফক্বীরদের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে বিতরণের জন্য ছিল না।[৭]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বন্টন করাই হ'ল বায়তুল মাল বন্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বন্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে। কেননা নিজ হাতে নিজের যাকাত বন্টন করার মধ্যে একাধিক খারাবী নিহিত রয়েছে। যেমন ১- এর দ্বারা সীমিত সংখ্যক লোক উপকৃত হয়। ২- স্বজনপ্রীতির আধিক্য হ'তে পারে। ৩- নিজের মধ্যে 'রিয়া' ও অহংকার সৃষ্টি হ'তে পারে। ফলে যাকাত কবুল না হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। ৪- এর দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বড় ধরনের কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। ৫- দেশের অন্যান্য এলাকার হকদারগণ মাহরূম হয়। ৬- যারা আসতে পারে, তারাই পায়। যারা চায় না বা আসতে পারে না, তারা বঞ্চিত হয়। ৭- একাধিক যাকাত দাতার নিকটে সমর্থ লোকেরা ভিড় করে এবং বেশী পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা দৌড়াতে পারে না, তারা বঞ্চিত হয়।

পরিশেষে বলব, বাংলাদেশের ব্যাংক সমূহে মুসলমানদের সঞ্চিত হাযার হাযার কোটি টাকার বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা হারে যদি যাকাত নেওয়া হয় এবং দেশের মোট উৎপন্ন ফসলের $\frac{১}{১০}$ বা $\frac{১}{২০}$ অংশ ওশর হিসাবে আদায় করা হয়, অনুরূপভাবে এলাকার কুরবানী ও ফিৎরা সমূহ স্ব স্ব বায়তুল মালে জমা করা হয় এবং তা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যয়-বন্টন ও বিনিয়োগ করা হয়, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ যাকাতই হ'তে পারে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের স্থায়ী কর্মসূচী। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

নিউ সাত্তার ব্রাদার্স
এখানে সিল্ক শাড়ী, নিজস্ব তৈরী বিভিন্ন
সহ ভ্যারাইটিস
ডিজাইন ধরনের
পোশাক পাওয়া যায়।
সোনাদীঘির মোড়
সাহেব
াহী।

৪. দ্রঃ ফাৎহুলবারী (কায়রোঃ ১৪০৭ হিঃ) ৩/৪৩৮ পৃঃ।
৫. ঐ, তাফসীর ৪/১৬৮।
৬. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬; মির'আত হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ১/২০৫-৬।
৭. দ্রঃ বুখারী, ফাৎহুলবারী হা/১৫১১-এর আলোচনা' মির'আত ১/২০৭।

শামায়েলে মুহাম্মাদী (ছাঃ)

*মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী**

(শেষ কিস্তি)

শিষ্টাচারঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সৎ ও চরিত্রবান।[২৩৮] সকলের চেয়ে বেশী দানশীল এবং সবচেয়ে বাহাদুর।[২৩৯] তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন।[২৪০] উত্তম চরিত্র সমূহের পূর্ণতা বিধানের জন্য তিনি প্রেরিত হন।[২৪১] যখনই তাঁকে দু'টি দুনিয়াবী বিষয়ের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তখনই তিনি সে দু'টির মধ্যে সহজতরটিকে গ্রহণ করেছেন, যদি তাতে পাপের আশংকা না থেকে থাকে। কিন্তু যদি তাতে পাপের আশংকা থাকত তবে তিনি তা থেকে অতিশয় দূরে অবস্থান করতেন। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যক্তিগত (কোন ক্ষতি বা কষ্টের) কারণে কারো উপরে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু যদি আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের মর্যাদা বিনষ্ট করা হ'ত, তবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তিনি তার প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়তেন।[২৪২] তিনি গালমন্দকারীও নন, অশ্লীলভাষীও নন এবং অভিসম্পাতকারীও নন।[২৪৩] তিনি অশ্লীল ও কটুভাষী ছিলেন না, অশ্লীল আচরণও করতেন না। তিনি কখনো বাজারে গিয়ে শোরগোল করতেন না এবং অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেননি। তিনি মানুষকে উদার মনে ক্ষমা করে দিতেন।[২৪৪] হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি দশ বৎসর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে ছিলাম। আমাকে কখনো তিনি উফ্ শব্দটিও বলেননি। কোন কাজ (উল্টো) করে ফেললে জিজ্ঞেস করতেন না যে, কেন করেছ? আর কোন কাজ না করে থাকলেও বলতেন না যে, কেন করনি?[২৪৫]

লজ্জাশীলতাঃ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্তঃপুর বাসীনী কুমারীর চাইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। আর তিনি যখন কোন কিছু অপসন্দ করতেন, তখন তা তাঁর চেহারা দেখেই অনুমান করা যেত'।[২৪৬]

দয়া ও নম্রতাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি অভিসম্পাতকারী হিসাবে প্রেরিত হইনি। আমি রহমত ও দয়া হিসাবে প্রেরিত হয়েছি।[২৪৭] আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে বেশী নিজ পরিবারের জন্য দয়াবান অন্য কোন ব্যক্তিকে আমি দেখিনি'।[২৪৮] তিনি কোথাও সফরে গেলে পিছনে থাকতেন এবং দুর্বলদেরকে সাহায্য করতেন। নিজের সওয়ারীতে পিছনে বসাতেন এবং তাদের জন্য দো'আ করতেন।[২৪৯] মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রাঃ) বলেন, 'আমরা একবার নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হ'লাম। আমরা ছিলাম সমবয়সী যুবক। আমরা তাঁর খেদমতে প্রায় কুড়ি দিন অবস্থান করেছিলাম। তিনি ছিলেন স্নেহপরায়ণ। আমাদেরকে বললেন, 'তোমরা বাড়ী ফিরে যাও এবং লোকজনকে দ্বীনের শিক্ষা দাও'।[২৫০]

নিজের কাজ নিজে করতেনঃ

'তিনি কাপড় সেলাই করতেন, বকরীর দুধ দোহন করতেন এবং নিজের খেদমত নিজে করতেন'।[২৫১] তিনি গাধায় সওয়ার হ'তেন, জুতা মেরামত করতেন, কামীছে নিজে তালি লাগাতেন এবং পশমী চাদর পরিধান করতেন।[২৫২] অন্য লোকেরা নিজ নিজ ঘরে যে কাজ করে থাকেন তিনিও তা করতেন।[২৫৩] নিজের কুরবানীর জন্তু নিজ হাতেই যবেহ করতেন।[২৫৪] যমযমের পানি বহন করতেন।[২৫৫]

বিনয় ও নম্রতাঃ

নবী করীম (ছাঃ) কোন বিধবা বা কোন মিসকীনের সাথে চলতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না।[২৫৬] তিনি ছোটদেরকেও সালাম করতেন।[২৫৭] তিনি মাটিতে বসে পড়তেন, মাটিতে বসে খেতেন, ছাগল বাঁধতেন আর কোন দাস জবের রুটি খাওয়ার জন্য দা'ওয়াত দিলে তাও গ্রহণ করতেন।[২৫৮] এক ব্যক্তি তাঁর সাথে কথা বলতে গিয়ে ভয়ে কাঁপছিল, তিনি তাকে বললেন, 'তুমি স্থির হও, আমি কোন সম্রাট নই। আমিতো এক কুরাইশী মহিলার সন্তান'।[২৫৯]

তিনি বলেন, 'আমি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ, আমি আল্লাহ্র বান্দা এবং রাসূল। আল্লাহ পাক আমাকে যেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন তার চেয়ে উপরে তোমরা আমাকে স্থান দাও- এটা আমি ভালবাসি না।[২৬০] তিনি আরো বলেন, 'তোমরা আমার প্রশংসা করতে অতিরঞ্জিত কর না, যেমন মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) সম্পর্কে করেছিল নাছারারা। আমি একমাত্র আল্লাহ্র বান্দা। তবে তোমরা বলবে, আল্লাহ্র বান্দা এবং রাসূল'।[২৬১]

---

* খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।

২৩৮. মুসলিম হা/২৩১০। ২৩৯. বুখারী হা/২৬২৭।
২৪০. মুসলিম হা/৭৪৬। ২৪১. আহমাদ ২/৩৮১ পৃঃ।
২৪২. বুখারী হা/৩৫৬০, মুসলিম হা/২৩৭২।
২৪৩. বুখারী হা/৬০৩১, আহমাদ ৩/১২৬ পৃঃ।
২৪৪. তিরমিযী হা/২০১৬, আহমাদ, ৬/২৩৬ পৃঃ।
২৪৫. বুখারী হা/২৭৬৭, মুসলিম হা/২৩০৯।
২৪৬. বুখারী হা/৬১০২।
২৪৭. বুখারী, আদবুল মুফরাদ হা/৩২১, মুসলিম হা/২৫৯৯।
২৪৮. মুসলিম হা/২৩১৬, আহমাদ ৩/১১২ পৃঃ।
২৪৯. আবূদাঊদ হা/২৬৩৯, হাকেম ২/১১৫ পৃঃ, হা/২৫৪১।
২৫০. বুখারী হা/৬২৮; মুসলিম হা/৬৭৩।
২৫১. সিলসিলা ছহীহা হা/৬৭১। ২৫২. ছহীহুল জামে হা/৪৯৪৬।
২৫৩. ছহীহুল জামে হা/৪৯৩৭।
২৫৪. আহমাদ ৩/১১৮ পৃঃ; ছহীহুল জামে হা/৪৯৪২।
২৫৫. তিরমিযী, হাকেম, সিলসিলা ছহীহা হা/৮৮৩।
২৫৬. নাসাঈ ৩/১০৮ পৃঃ; হাকেম ২/৬১৯ পৃঃ; ইবনু হিব্বান হা/২১২৯।
২৫৭. মুখতাছারু মুসলিম হা/১৪৩১। ২৫৮. ত্বাবারানী, ছহীহুল জামে হা/৪৯১৫।
২৫৯. ইবনু মাজাহ হা/৩৩১২; সিলসিলা ছহীহা হা/১৮৭৬।
২৬০. বুখারী, তারীখে ছাগীর; মুসনাদে আহমাদ ৩/১৫৩ পৃঃ, সিলসিলা ছহীহা হা/১৫৭।
২৬১. বুখারী হা/৩৪৪৫।

ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতাঃ

মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছালাত আদায় করছিলাম, ইত্যবসরে আমাদের মধ্যে একজন হাঁচি দিল। আমি 'ইয়ারহামুকাল্লা-হু' বললাম। তখন লোকেরা আমার দিকে আড় চোখে দেখতে লাগল। আমি বললাম, আমার মায়ের পুত্র বিয়োগ হোক। তোমরা আমার প্রতি তাকাচ্ছ কেন? তখন তারা তাদের উরুর উপর হাত চাপড়াতে লাগল। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে, তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষ করলেন, আমার মাতা-পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক; আমি তাঁর মত এত সুন্দর করে শিক্ষা দিতে পূর্বেও কাউকে দেখিনি, তাঁর পরেও কাউকে দেখিনি। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি আমাকে ধমক দিলেন না, মারলেন না, গালিও দিলেন না। বরং বললেন, ছালাতে কথা বার্তা বলা ঠিক নয়। বরং তা হচ্ছে- তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠের জন্য।[২৬২]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'একবার এক বেদুঈন মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পেশাব করে দিল। অতঃপর লোকজন এতে হৈচৈ শুরু করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ওকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের স্থানে এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করার জন্য প্রেরণ করেছেন। কঠোর ব্যবহারের জন্য নয়।[২৬৩]

দানশীলতাঃ

আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লোকজনের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল ছিলেন'।[২৬৪]

জাবের (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে কেউ কিছু চাইলে তিনি কোনদিন না বলেননি।[২৬৫] ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, লোকদের মধ্যে নবী করীম (ছাঃ) ছিলেন সর্বাধিক দানশীল এবং রামাযান মাসে জিবরাঈল (আঃ) তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'তেন তখন তিনি অধিকতর দানশীল হয়ে যেতেন। আর জিবরাঈল (আঃ) রামাযান মাসের প্রত্যেক রাত্রিতে তাঁর সাথে মিলিত হ'তেন এবং তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিতেন।[২৬৬]

শিশুদের প্রতি দয়াঃ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে শিশুদেরকে নিয়ে আসা হ'ত। তিনি তাদের জন্য বরকতের দো'আ করতেন এবং কিছু চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন। একবার একটা শিশুকে তাঁর কাছে আনা হ'ল। অতঃপর শিশুটি তাঁর শরীরে পেশাব করে দিল। অতঃপর তিনি পানি আনিয়ে পেশাবের জায়গায় ঢেলে দিলেন।[২৬৭] তিনি উম্মে সালমা (রাঃ)-এর মেয়ে যায়নাবের সাথে খেলা করতেন এবং অনেকবার হে যুয়াইনাব! বলে ডাকতেন।[২৬৮] তিনি কখনো কখনো আনছারীদের সাথে সাক্ষাত করতে যেতেন। তাঁদের ছেলে-মেয়েদেরকে সালাম করতেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলাতেন।[২৬৯] তিনি যখন কোন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন পরিবারের ছেলেরা তাঁকে ঘিরে ধরত।[২৭০]

বিবিধঃ

তিনি সদা সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকির করতেন।[২৭১] আগামী কালের জন্য তিনি কিছু জমা রাখতেন না।[২৭২] তিনি কখনো হাস্য-রসিকতাও করতেন, কিন্তু তাতেও অসত্য কিছু বলতেন না।[২৭৩] কোন খারাপ নাম শুনলে ভাল নাম দিয়ে তা পরিবর্তন করে দিতেন।[২৭৪] কখনো কোন ভয়-ভীতি মনে আসলে বলতেনঃ 'আল্লাহ আল্লাহ রাব্বী লা শারীকা লাহু'।[২৭৫] কোন প্রয়োজন পেশ হ'লে ছালাত আদায় করতেন।[২৭৬] কোন খুশীর খবর পেলে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সেজদা রত হ'তেন।[২৭৭] তাঁর কাছে সব চেয়ে খারাপ চরিত্র ও অপসন্দনীয় ছিল মিথ্যা।[২৭৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বয়সঃ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বৎসর।[২৭৯] মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মৃত্যু বরণ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল তেষট্টি বছর। এরূপভাবে আবুবকর ও উমর।[২৮০]

স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহঃ

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে আমাকেই দেখবে। কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না'।[২৮১]

প্রিয় পাঠক! এই হ'ল শামায়েলুন নবী (ছাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এখনো অনেক দিক রয়ে গেছে যেগুলি আলোচনা করা এই ছোট্ট প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

ওয়া ছাল্লাল্লা-হু ওয়া সাল্লামা আলা সাইয়িদিনা ওয়া নাবিয়িনা ওয়া মাওলা-না মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা 'আলিহী ওয়া আছহা-বিহী ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিইয়াতিহী আজমাঈন। আমীন!!

---

২৬২. *মুসলিম হা/৫৩৭; আবুদাঊদ হা/৯৩০।*
২৬৩. *বুখারী হা/২২০, নাসাঈ ১/৪৮ পৃঃ।*
২৬৪. *বুখারী হা/২৬২৭।* ২৬৫. *বুখারী হা/৬০৩৪।*
২৬৬. *বুখারী হা/৩৫৫৪; মুসলিম হা/২৩০৮।* ২৬৭. *মুসলিম হা/২৮৬।*
২৬৮. *সিলসিলা ছহীহা হা/২১৪১।*
২৬৯. *নাসাঈ, ছহীহুল জামে হা/৪৯৪৭।*
২৭০. *ছহীহুল জামে হা/৪৭৬৪।* ২৭১. *মুসলিম হা/৩৭৩।*
২৭২. *তিরমিযী হা/২৩৬২।* ২৭৩. *তিরমিযী হা/১৯৯০।*
২৭৪. *সিলসিলা ছহীহা হা/২০৭।*
২৭৫. *নাসাঈ, ছহীহুল জামে হা/৪৭২৮।*
২৭৬. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/১১৯২।* ২৭৭. *ছহীহুল জামে হা/৪৭০১।*
২৭৮. *বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহা হা/২০৫১।*
২৭৯. *বুখারী হা/৪৪৬৬; মুসলিম হা/২৩৪৯।*
২৮০. *মুসলিম হা/২৩২৫।* ২৮১. *বুখারী হা/৬৯৯৪।*

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ঈদায়নের ছালাত ১ম হিজরী সনে চালু হয়। ইহা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে উহা আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন।[১] তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন।[২]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[৩] উহা সহ কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[৪] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত।[৫] অবশ্য মুক্তাদীগণ কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন।[৬]

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়।[৭] তার আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।[৮] কোন কোন ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরেও ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করে থাকেন। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী বলেন যে, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। খুৎবা শেষে বসে দু'হাত তুলে সকলকে নিয়ে দো'আ করার রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। বরং এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল।[৯]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[১০] এই দু'দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[১১] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রত্যেকের চাদর না থাকলে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খতীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। ঋতুবতী মহিলারা কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন।[১২] ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دعوة المسلمين কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবা ও নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[১৩]

ঈদায়নের ছালাত আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বৃষ্টির কারণে একবার ব্যতীত সর্বদা ময়দানে পড়েছেন। এই ময়দানটি মদীনার মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা বরাবর পাঁচশো গজ দূরে 'বাত্বহান' সমতল ভূমিতে অবস্থিত।[১৪] সুতরাং বৃষ্টি বা অন্য কোন যরূরী কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব হ'লে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা যাবে।[১৫] কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে মহানগরী বা অন্যত্র মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী আমল। জামা'আত ছুটে গেলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।[১৬]

জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হওয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টিই পড়েছেন। তবে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি'।[১৭]

ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন 'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিন্কা' *(অর্থঃ আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)*।[১৮] এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[১৯] কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকে ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীরঃ প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। এরপরে 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে। তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা সিজদায়ে সহো লাগেনা।[২০]

---

১. *ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩১৭-১৮।*
২. *বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৪।*
৩. *কুরতুবী ১৫/১০৮।* ৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১।*
৫. *নায়ল ৪/২৫১।* ৬. *ঐ ৩/৫৫।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪৩১।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫১; নায়ল ৪/২৫১; ফিক্বহ ১/৩১৯।*
৯. *মির'আৎ ২/৩৩০-৩১।*
১০. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৩৯।*
১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশখাত হা/২০৪৮।*
১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১।*
১৩. *মির'আৎ ২/৩৩১।*
১৪. *ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩১৮-১৯; মির'আৎ ২/৩২৭।*
১৫. *ফিক্বহ ১/৩১৮।* ১৬. *বুখারী, ফৎহসহ ২/৫৫০-৫১।*
১৭. *ফিকহুস সুন্নাহ.১/৩১৬, নায়ল ৪/২৩১।*
১৮. *ফিক্বহ ১/৩১৫।* ১৯. *ফিক্বহ ১/৩২২।*
২০. *মির'আৎ হা/১৪৫৭, ২/৩৩৮-৪১, হাকেম ১/২৯৮।*

বারো তাকবীর সম্পর্কিত কাছীর বিন আব্দুল্লাহ স্বীয় দাদা আমর ইবনু আউফ আল-মুযাসী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছটি নিম্নরূপঃ

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيْدَيْنِ فِي الْأُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِمِيُّ-

অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও শেষ রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[২১] ইমাম মালেক ও আহমাদ তাকবীরে তাহরীমা সহ প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর বলেন। কিন্তু ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট বরং নির্দিষ্ট যে, ওটা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত'।[২২] কেননা তাকবীরে তাহরীমা হ'ল ফরয। আর এটি হ'ল সুন্নাত। দ্বিতীয়তঃ কূফার গভর্ণর সাঈদ ইবনুল 'আছ হযরত আবু মূসা আশ'আরীকে ঈদায়নের তাকবীর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে দিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করেন।[২৩] তিনি নিশ্চয়ই সেখানে তাকবীরে তাহরীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি। তৃতীয়তঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ৭, ৯, ১১ ও ১৩ তাকবীরের আছার সমূহ ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[২৪] চতুর্থতঃ শায়খ আলবানী উক্ত তাকবীর সমূহকে ঈদায়নের সাথে খাছ 'অতিরিক্ত তাকবীর' হিসাবে গণ্য করেছেন।[২৫] অতএব অতিরিক্ত তাকবীর কখনো তাকবীরে তাহরীমার সাথে যুক্ত হ'তে পারে না, যা ফরয। পঞ্চমতঃ উক্ত তাকবীর গুলি ছিল ক্বিরাআতের পূর্বে, ছানার পূর্বে নয়। অথচ তাকবীরে তাহরীমা ছানার পূর্বে হয়ে থাকে। অতএব ঈদায়নের ১২ তাকবীর তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর ছাড়াই হওয়া দলীল সম্মত।

উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন,

حَدِيْثُ جَدِّ كَثِيْرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْئٍ رُوِيَ فِيْ هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ (ص)

'হাদীছটির সনদ 'হাসান' এবং এটিই ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত 'সর্বাধিক সুন্দর' রেওয়ায়াত।[২৬] তিনি আরও বলেন যে, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

لَيْسَ فِيْ هٰذَا الْبَابِ شَيْئٌ أَصَحَّ مِنْ هٰذَا وَبِهِ أَقُوْلُ

'ঈদায়নের ছালাতের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিক আর কোন ছহীহ রেওয়ায়াত নেই এবং আমিও একথা বলে থাকি'।[২৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- এই মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, বারো তাকবীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে 'হাসান' সনদে অনেকগুলি হাদীছ এসেছে। কিন্তু এর বিপরীতে শক্তিশালী বা দুর্বল সনদে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'। হাফেয হায়েমী বলেন, দু'টি হাদীছের মধ্যে যেটির উপরে খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেন, সেটিই অকাট্য। এটা জানা কথা যে, খুলাফায়ে রাশেদীন ১২ তাকবীরের উপরে আমল করতেন। অতএব এটাই আমলযোগ্য *(মির'আৎ ২/৩৪০)*। হানাফী ফিক্হ হেদায়াতে বর্ণিত হয়েছে, যদি ইমাম ৬ তাকবীরের বেশী ১২ তাকবীর দেন, তবে মুক্তাদী তার অনুকরণ করবে। অতএব এটি জায়েয। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাত[২৮] এবং নয় তাকবীর বলে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে[২৯] যে হাদীছ এসেছে, সেটিও মূলতঃ ইবনু মাসঊদের উক্তি। তিনি এটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করেননি। উপরন্তু উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ সকলেই 'যঈফ' বলেছেন।[৩০] সুতরাং ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর সঠিক আমল কি ছিল, সে ব্যাপারেও সন্দেহ থেকে যায়। এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

هٰذَا رَأْيٌ مِّنْ جِهَةِ عَبْدِ اللّٰهِ رضى الله عنه وَالْحَدِيْثُ الْمُسْنَدُ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلٰى أَنْ يُّتَّبَعَ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْقُ،

'এটি আবদুল্লাহ বিন মাস'ঊদের 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল চালু আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম' আল্লাহ সবাইকে তাওফীক্ব দিন'।[৩১]

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। এটি নাজায়েয হ'লে নিশ্চয়ই তাঁরা এটা আমল করতেন না। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৩২]

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ছহীহ হাদীছের উপরে আমলের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতি হওয়ার তাওফীক দান করুন। -আমীন!!

---

২১. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।*
২২. *মির'আৎ ২/৩৩৮।*
২৩. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩।*
২৪. *ইরওয়া ৩/১১২।* ২৫. *ঐ ৩/১১৩।*
২৬. *জামে তিরমিযী (দিল্লীঃ ১৩০৮ হিঃ) ১/৭০ পৃঃ; আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪২, ইবনু মাজাহ (বৈরুতঃ তাবি) হা/১২৭৯।*
২৭. *বায়হাক্বী (বৈরুতঃ তাবি) ৩/২৮৬পৃঃ; মির'আৎ ২/৩৩৯ পৃঃ।*
২৮. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩।*
২৯. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, বোম্বাইঃ ১৯৭৯; ২/১৭৩ পৃঃ।*
৩০. *বায়হাক্বী ৩/২৯০ পৃঃ; নায়ল ৪/২৫৬ পৃঃ; মির'আৎ ২/৩৪৩ পৃঃ; আলবানী-মিশকাত হা/১৪৪৩।*
৩১. *বায়হাক্বী ৩/২৯১ পৃঃ।* ৩২. *মির'আৎ ২/৩৩৮, ৪১ পৃঃ।*

বারো তাকবীর সম্পর্কিত কাছীর বিন আব্দুল্লাহ স্বীয় দাদা আমর ইবনু আউফ আল-মুযাসী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছটি নিম্নরূপঃ

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِى الْعِيْدَيْنِ فِى الْأُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِى الْأَخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِمِىُّ-

অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও শেষ রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[২১] ইমাম মালেক ও আহমাদ তাকবীরে তাহরীমা সহ প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর বলেন। কিন্তু ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট বরং নির্দিষ্ট যে, ওটা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত'।[২২] কেননা তাকবীরে তাহরীমা হ'ল ফরয। আর এটি হ'ল সুন্নাত। দ্বিতীয়তঃ কূফার গভর্ণর সাঈদ ইবনুল 'আছ হযরত আবু মূসা আশ'আরীকে ঈদায়নের তাকবীর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে দিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করেন।[২৩] তিনি নিশ্চয়ই সেখানে তাকবীরে তাহরীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি। তৃতীয়তঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ৭, ৯, ১১ ও ১৩ তাকবীরের আছার সমূহ ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[২৪] চতুর্থতঃ শায়খ আলবানী উক্ত তাকবীর সমূহকে ঈদায়নের সাথে খাছ 'অতিরিক্ত তাকবীর' হিসাবে গণ্য করেছেন।[২৫] অতএব অতিরিক্ত তাকবীর কখনো তাকবীরে তাহরীমার সাথে যুক্ত হ'তে পারে না, যা ফরয। পঞ্চমতঃ উক্ত তাকবীর গুলি ছিল ক্বিরাআতের পূর্বে, ছানার পূর্বে নয়। অথচ তাকবীরে তাহরীমা ছানার পূর্বে হয়ে থাকে। অতএব ঈদায়নের ১২ তাকবীর তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর ছাড়াই হওয়া দলীল সম্মত।

উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন,

حَدِيْثُ جَدِّ كَثِيْرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْئٍ رُوِىَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ (ص)

'হাদীছটির সনদ 'হাসান' এবং এটিই ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত 'সর্বাধিক সুন্দর' রেওয়ায়াত।[২৬] তিনি আরও বলেন যে, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

لَيْسَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ شَيْئٌ أَصَحَّ مِنْ هٰذَا وَبِهِ أَقُوْلُ

'ঈদায়নের ছালাতের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিক আর কোন ছহীহ রেওয়ায়াত নেই এবং আমিও একথা বলে থাকি'।[২৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- এই মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, বারো তাকবীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে 'হাসান' সনদে অনেকগুলি হাদীছ এসেছে। কিন্তু এর বিপরীতে শক্তিশালী বা দুর্বল সনদে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'। হাফেয হাযেমী বলেন, দু'টি হাদীছের মধ্যে যেটির উপরে খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেন, সেটিই অকাট্য। এটা জানা কথা যে, খুলাফায়ে রাশেদীন ১২ তাকবীরের উপরে আমল করতেন। অতএব এটাই আমলযোগ্য *(মির'আৎ ২/৩৪০)*। হানাফী ফিক্হ হেদায়াতে বর্ণিত হয়েছে, যদি ইমাম ৬ তাকবীরের বেশী ১২ তাকবীর দেন, তবে মুক্তাদী তার অনুকরণ করবে। অতএব এটি জায়েয। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাত[২৮] এবং নয় তাকবীর বলে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে[২৯] যে হাদীছ এসেছে, সেটিও মূলতঃ ইবনু মাসঊদের উক্তি। তিনি এটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করেননি। উপরন্তু উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ সকলেই 'যঈফ' বলেছেন।[৩০] সুতরাং ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর সঠিক আমল কি ছিল, সে ব্যাপারেও সন্দেহ থেকে যায়। এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

هٰذَا رَأْىٌ مِّنْ جِهَةِ عَبْدِ اللّٰهِ رضى اللّٰه عنه وَالْحَدِيْثُ الْمُسْنَدُ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَى أَنْ يُتَّبَعَ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْقُ،

'এটি আবদুল্লাহ বিন মাস'ঊদের 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল চালু আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম' আল্লাহ সবাইকে তাওফীক্ব দিন'।[৩১]

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। এটি নাজায়েয হ'লে নিশ্চয়ই তাঁরা এটা আমল করতেন না। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৩২]

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ছহীহ হাদীছের উপরে আমলের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতি হওয়ার তাওফীক দান করুন। -আমীন!!

---

২১. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।*
২২. *মির'আৎ ২/৩৩৮।*
২৩. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩।*
২৪. *ইরওয়া ৩/১১২।* ২৫. *ঐ ৩/১১৩।*
২৬. *জামে তিরমিযী (দিল্লীঃ ১৩০৮ হিঃ) ১/৭০ পৃঃ; আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪২, ইবনু মাজাহ (বৈরুতঃ তাবি) হা/১২৭৯।*
২৭. *বায়হাক্বী (বৈরুতঃ তাবি) ৩/২৮৬পৃঃ; মির'আৎ ২/৩৩৯ পৃঃ।*
২৮. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩।*
২৯. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, বোম্বাইঃ ১৯৭৯; ২/১৭৩ পৃঃ।*
৩০. *বায়হাক্বী ৩/২৯০ পৃঃ; নায়ল ৪/২৫৬ পৃঃ; মির'আৎ ২/৩৪৩ পৃঃ; আলবানী-মিশকাত হা/১৪৪৩।*
৩১. *বায়হাক্বী ৩/২৯১ পৃঃ।* ৩২. *মির'আৎ ২/৩৩৮, ৪১ পৃঃ।*

শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান

*মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৭) গণিত শাস্ত্রে অবদানঃ

গণিত শাস্ত্রের আবিষ্কার, অগ্রগতি ও উন্নয়ন সাধনে মুসলমানদের ভূমিকা অপরিসীম। আল-বিরুনী, ওমর খৈয়াম, আল-খাওয়ারিযমী, আবুল ওফা, নাছিরুদ্দিন তুসী এবং আরও অনেক মনীষী এ শাস্ত্রে কালজয়ী অবদান রাখেন।

কয়েকজন খ্যাতনামা গণিতবিদঃ

আল-খাওয়ারিযমীকে গণিত শাস্ত্রের জনক বলা হয়। অংক শাস্ত্রে শুন্যের জন্মদাতা হ'লেন তিনি। বীজগণিতের আবিষ্কারকও ছিলেন তিনি। তাঁর রচিত 'হিসাব আল-জাবার ওয়াল মুক্বাবালাহ' গ্রন্থের নামানুসারে বীজগণিতের নামকরণ করা হয়েছে 'এ্যালজাবরা' (ALGEBRA)।

এই সুবিখ্যাত গ্রন্থখানি দ্বাদশ শতাব্দীতে মিঃ ক্রেমনার জিরার্ড কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়ে ষোড়ষ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে পঠিত হ'ত। পাটীগণিত বিষয়েও তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত গণিত শাস্ত্রের উন্নয়নে তাঁর অবদান সর্বাপেক্ষা বেশী।

আল-বিরুনীঃ অংক শাস্ত্রের উৎকর্ষতায় আল-বিরুনীর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আল-কানূন আল-মাসঊদ' গণিত শাস্ত্রের বিশ্বকোষ নামে পরিচিত। এতে গণিতের বিভিন্ন দিক যেমন- জ্যামিতি, ত্রিকোনমিতি, ক্যালকুলাস প্রভৃতি বিষয়ের চমৎকার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

ওমর খৈয়ামঃ ওমর খৈয়ামের 'কিতাবুল জিবার' নামক গ্রন্থ ছিল বিশ্বখ্যাত। এতে তিনি ঘন সমীকরণ ও সম্পাদ্য প্রশ্নগুলি সমাধানের আলোচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

আল-বাত্তানীঃ আল-বাত্তানী সর্বপ্রথম ত্রিকোনমিতির অনুপাত প্রকাশ করেন।

নাছিরুদ্দীন তুসীঃ নাছিরুদ্দীন তুসী জ্যামিতি, গোলাকার ত্রিকোনমিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে ১৬টি গ্রন্থ রচনা করেন।

সামগ্রিক বিচারে মুসলিম গণিত বিদদের অবদান অতি প্রশংসনীয় ও কৃতিত্বপূর্ণ। তাঁদের প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলেই আজ গণিত শাস্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

* *সহকারী অধ্যাপক, ইসলামী শিক্ষা, ফযীলা রহমান মহিলা কলেজ, কৌরিখাড়া, পিরোজপুর।*

(৮) রসায়ন বিদ্যায় অবদানঃ

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মত রসায়ন বিদ্যায়ও মুসলিম বিদ্যানগণ মৌলিক অবদান রেখে গেছেন। রসায়ন বিদ্যা (Chemistry) আরবী কিমিয়া বা আলকেমী হ'তে উৎপত্তি লাভ করেছে। এর সূতিকাগার আরব ভূমি এবং চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)-এর স্বর্ণ তৈরীর ফরমুলা দিয়ে আরব জাহানে রসায়ন বিদ্যা চর্চার সূচনা হয়। আলী (রাঃ) পারদ থেকে স্বর্ণ তৈরীর একটি ফরমুলা দিয়েছিলেন। তাহ'ল- 'পারদ ও অভ্র একত্র করে যদি বজ্র বা বিদ্যুৎ সদৃশ কোন বস্তুর সাথে সম্মিলিত করতে পার, তাহ'লে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধীশ্বর হ'তে পারবে'। অর্থাৎ পারদ স্বর্ণে পরিণত হবে এবং তার ফলে প্রভূত ধন সম্পদের অধিকারী হবে।

আলী (রাঃ)-এর পর মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান (৭২২-৮০৪ খ্রীঃ) ছিলেন আরবী কিমিয়ার জন্মদাতা এবং জগতের প্রথম প্রধান রসায়ন বিজ্ঞানী। তাঁকে Father of Modern Chemestry বলা হয়। জাবির বিজ্ঞান নিয়ে দু'হাযারেরও বেশী গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর মধ্যে একমাত্র রসায়ন শাস্ত্রেই প্রায় ৫০০ খানা গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে- (১) কিতাবুল মিয়াতে ওয়াল ইছনা আশারা-১১২ খণ্ডে বিভক্ত। এগুলিতে আল-কেমী বা রসায়ন বিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন (২) কিতাব আর রহমাহ্ (৩) কিতাব আল-তাজমী ওয়াল জিবাক (৪) কিতাবুন্নুর (৫) কিতাবুল জুহাস (৬) কিতাবুন নাবাত (৭) কিতাবুল হাইওয়ান (৮) কিতাবুস সাজায়াসা ওয়াত তাশরীহ্ (The book on pulse and anatomy) ইত্যাদি। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি সকল বিজ্ঞান বিষয়ে বহু গ্রন্থ লিখেছি'।

জাবির ইবনে হাইয়ান বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন। পাতন, উর্দ্ধ পাতন, বাষ্পীকরণ, পরিস্রবণ, দ্রবণ, ভস্মীকরণ, স্ফটিকীকরণ প্রভৃতি পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম নাইট্রিক এ্যাসিড সীসার সঙ্গে মিশিয়ে স্বর্ণ বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি, বস্ত্র ও চর্ম রঞ্জন পদ্ধতি, ওয়াটার প্রুফ কাপড়, লোহার মরিচা রোধক বার্নিশ, লেখার কালি, চুলের বিভিন্ন কলপ, চামড়ার বার্নিশ, আর্সেনিক, সিলভার নাইট্রেড, পটাশ, সোডা, গন্ধক, লিভার অব সালফার, সিল্ক অব সালফার, নাইট্রিক এ্যাসিড, সালফিউরিক এ্যাসিড প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করেন।

জাবির ইবনে হাইয়ান ছাড়াও আবুবকর মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া আর-রাযী একজন শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ ছিলেন। আলকেমী বা রসায়ন সম্পর্কে 'কিতাবুল আসরার' নামে তিনি অতি মূল্যবান একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মিঃ ক্রেমনার জিরার্ড এটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে রসায়ন শাস্ত্রের প্রমাণ্য গ্রন্থ হিসাবে ইউরোপের আলো-বাতাসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি হীরা কষকে শোধন করে

গন্ধ দ্রাবক ও তুঁতে প্রস্তুত করেন। আর-রাযী সর্বপ্রথম পানি থেকে কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরী করার কৌশল আবিষ্কার করে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। যবক্ষার এ্যাসিডের পুনরাবিষ্কারক রূপে ইউরোপের মাটিতে তিনি নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। চিকিৎসাবিদ ইবনে সীনা চিকিৎসা বিষয়ক রসায়ন শাস্ত্রে বিশেষ অবদান রাখেন

(৯) পদার্থ বিদ্যায় অবদানঃ!

বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা পদার্থ বিদ্যায় (Physics) মুসলিম মনীষীদের অজস্র অবদান রয়েছে। হাসান ইবনু আল-হায়সাম (৯৬৫-১০৩৯ খ্রীঃ) মুসলিম জাহানের একজন প্রাতঃস্মরণীয় পদার্থবিদ ছিলেন। স্পেনের কর্ডোভা নগরীতে জন্মগ্রহণকারী এই মহা বিজ্ঞানী বিখ্যাত কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন।

ফাতেমী খিলাফত আমলে ১০০৫ খ্রীষ্টাব্দে আল-হাকিম আমরিল্লাহ কায়রো নগরে 'দারুল হিকমা' (বিজ্ঞান ভবন) স্থাপন করেন। সফল চিকিৎসাবিদ ও বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী হিসাবে চতুর্দিকে হাসান আল-হায়সামের সুনাম ছড়িয়ে পড়লে খলীফা তাঁকে 'দারুল হিকমার' অধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। তিনি আলোক বিজ্ঞানের জনক ছিলেন। আলোক বিজ্ঞান নিয়ে তিনি প্রচুর গবেষণা করে শতাধিক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন।

দৃষ্টি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 'কিতাব আল-মানাযির' তাঁর অমর সৃষ্টি। ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় রচিত বিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থ তিনি আরবীতে ভাষান্তর করেছিলেন। দৃষ্টিশক্তি ও আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ সম্পর্কে গ্রীকদের ভুল ধারণা তিনি খণ্ডন করতে সক্ষম হন। তিনিই প্রথম প্রমাণ করিয়েছেন যে, বাইরের পদার্থ থেকেই আলোকরশ্মি আমাদের চোখে পড়ে; চোখ থেকে বের হয়ে আসা আলো আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না। গ্রীকদের ধারণা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

তিনি কাঁচের গ্লাসে পানি রেখে গবেষণা করতে গিয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাস আবিষ্কার করেন। সূর্য গ্রহণ দেখার পদ্ধতিও তিনিই আবিষ্কার করেন। বায়ু মণ্ডলের ওযন ও চাপের সম্বন্ধ পদার্থ সাধারণ ক্ষেত্রেও বায়ু মণ্ডলের চাপের ফলে ওযনে কেন কম বেশী হয় এবং আকর্ষণ ও বিকর্ষণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি গবেষণা করেন। আইজ্যাক নিউটনের বহু পূর্বেই হাসান মধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দিগন্ত রেখায় আসার পূর্বেই সূর্য ও চাঁদকে দেখতে পাই; আবার অস্তকালে দিগন্ত রেখা পার হয়ে যাবার পরেও স্বল্প সময়ের জন্য আমরা সূর্য ও চন্দ্রকে দেখতে পাই; একথা প্রমাণ করেছেন হাসান আল-হায়সাম।

আব্বাসীয় যুগের বৈজ্ঞানিক আবুল হাসান দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। আবুল হাসান ও আলী ইবনু আমাজুর সর্বপ্রথম চন্দ্র সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ইবনু ইউনুস ফাতেমী খলীফা আল-হাকিম আমরিল্লাহ্‌র আমলে পেণ্ডুলাম আবিষ্কার করে তার দোলনের সাহায্যে সময় নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইবনে সীনা 'তিস'উ রাসায়েলে ফিল হিকমাতে ওয়াত তারিবিয়্যাত' নামক গ্রন্থে পদার্থ বিদ্যা বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যার পৃথক পৃথক আলোচনা করেছেন। যেমন- গতি, শক্তি, শুন্যতা, ওযন, আলোক ও উত্তাপ সম্বন্ধে তিনি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। তাই আমরা বলতে পারি যে, বর্তমান ইলেকট্রোনিক্স ও পরমাণু বিজ্ঞানে চরম উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছার পশ্চাতে মধ্যযুগীয় মুসলিম পদার্থ বিজ্ঞানীদের বহুলাংশে অবদান রয়েছে।

(১০) চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদানঃ

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান বিস্ময়কর, চমকপ্রদ ও সর্বাধিক গৌরবময়। মুসলমানগণ এ বিষয়ে মূল প্রেরণা লাভ করেছেন কুরআন ও হাদীছ হ'তে। মানব ইতিহাসে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেন আল্লাহ্‌র নবী ইদ্রীস (আঃ)।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ ও মহাবিজ্ঞানী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে যেমন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতেন, তেমনি ছাহাবাদেরও তা মেনে চলার পরামর্শ দিতেন। তাঁর পানাহার প্রণালী পোষাক-পরিচ্ছদ, মস্তকের চুল পরিচর্যা, ওযূ ও গোসলের দ্বারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন, প্রস্রাব-পায়খানার পর পবিত্রতা অর্জন পদ্ধতি, ওযূর পূর্বে মিসওয়াক করা ও তার উপর গুরুত্ব প্রদান, ঘুমাতে যাওয়া ও ঘুম থেকে জাগার পর হাত ধোয়া ও ওযূ করা, তৈল, সুগন্ধি ও সুরমা ব্যবহার ইত্যাদি অভ্যাসগুলি অত্যন্ত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্মত এবং চিকিৎসাবিদ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন প্রকার রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে যেসব আলোচনা করেছেন ছহীহ আল-বুখারীর দু'টি অধ্যায়ে 'কিতাবুত্তিব' (চিকিৎসা অধ্যায়) নামে তা সংকলিত হয়েছে। চিকিৎসা অধ্যায়ের একটি হাদীছ হ'ল এই যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহ এমন কোন রোগ অবতীর্ণ করেননি, যার কোন নিরাময়ের উপকরণ তিনি অবতীর্ণ করেননি' *(বঙ্গানুবাদ বুখারী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৯ম খণ্ড, হা/৫১৬৩)*। কুরআনে হাকীমে মধু, দুধ, যয়তুন তৈল প্রভৃতি দ্রব্যকে 'শিফাউললিন্নাস' অর্থাৎ মানুষের জন্য নিরাময়কারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ছহীহ হাদীছে মধু, উটের দুধ ও প্রস্রাব, কাল জিরা, চন্দন কাঠ, সুরমা, জমাট শিশির, চাটাই পুড়ানো ছাই, মদীনার খেজুর প্রভৃতি দ্রব্যাদির ঔষধি গুণ এবং বিভিন্ন রোগে এসকল ব্যবহারের কথা বর্ণিত হয়েছে। ছহীহ বুখারীর চিকিৎসা অধ্যায়ের একটি প্রসিদ্ধ হাদীছ হচ্ছে এই যে, 'কালো জিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ' *(ঐ, হা/৫১৭২)*। এ অধ্যায়ের আরও একটি মশহূর হাদীছ হ'ল এই যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

বলেছেন, 'যখন তোমাদের কারও কোন খাবার পাত্রে মাছি পড়ে, তখন তাকে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দিবে। তারপর ফেলে দিবে। কারণ তার এক ডানায় থাকে শিফা আর অন্য ডানায় থাকে রোগ জীবাণু' *(ঐ, হা/৫২৫৩)*। পরবর্তীতে তাঁর এই হাদীছ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সম্পূর্ণরূপে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা তাই বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী।

রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর তিরোধানের পর উমাইয়া খিলাফত আমলে গ্রীকদের বই-পুস্তক আরবী ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয় এবং তার পরবর্তী যুগে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে মৌলিক গবেষণা ও অমূল্য অবদানের কারণে ইতিহাসের পাতায় যাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হ'লঃ

(ক) **আলী আত-তাবারীঃ** আত-তাবারী ছিলেন খলীফা মুতাওয়াক্কিলের রাজকীয় চিকিৎসক। তিনি 'ফিরদাউস আল-হিকমাহ্ ফিত্তীব' নামে যে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন, তাকে আরবী ভাষায় লিখিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম বিশ্বকোষ বলা হয়।

(খ) **আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া আর-রাযীঃ** আবু বকর আর-রাযী ছিলেন একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম বিজ্ঞানী ও শল্য চিকিৎসাবিদ। তিনি ইরানের জুন্দেশাহপুর ও বাগদাদের রাজকীয় হাসপাতালের অধ্যক্ষ ছিলেন। চিকিৎসাবিদ হিসাবে তিনি এতই খ্যাতিমান ছিলেন যে, এশিয়া ও ইউরোপের সর্বত্র হ'তে রোগী ও শিক্ষার্থী তাঁর নিকট ভীড় জমাত। হাসপাতালে ডাক্তারদের 'ইন্টার্নীশীপ'-এর প্রবর্তক ছিলেন আর-রাযী। তিনি চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক ১০০ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। হাম ও শুটি বসন্ত রোগ সমন্ধে গবেষণামূলক বই 'আল-জুদারী ওয়াল হাসবা' লিখে তিনি মানব ইতিহাসে স্মরণীয় স্থান করে নিয়েছেন। ল্যাটিন ও ইংরেজী ছাড়াও বহু ভাষায় এ গ্রন্থখানি অনুদিত হয়েছে। ইউরোপ সহ আধুনিক বিশ্ব হাম ও বসন্ত রোগের বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসায় মুসলমানদের নিকট চিরঋণী।

মূত্রনালী ও বৃক্কের পাথর রোগ সম্পর্কে আর-রাযী গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর রচিত 'কিতাবুল মানসুরী' ১০ খণ্ডে সমাপ্ত একখানি অমর গ্রন্থ, যা ল্যাটিন, জার্মানী ও ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর ব্যাপক আলোচনা পূর্ণ ২০ খণ্ডে সমাপ্ত বিশ্ব বিশ্রুত গ্রন্থ 'আল-হাবী' রচনা করেন। শিশিলির রাজা প্রথম চার্লস-এর নির্দেশে এ গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয় এবং ১৬ শতক পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে তা পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(গ) **আবু আলী আল-হুসাইন ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রীঃ)ঃ** ইবনে সিনা উজবেকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাবিদ। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর বিস্ময়কর অবদানের জন্য তাঁকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিশারী বলা হয়। তিনি ২৪টি ছোট ও ২১টি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান হ'ল 'কানূন ফিত্তীব' নামক অতুলনীয় গ্রন্থ প্রণয়ন। ডঃ ওলসালার এ গ্রন্থটিকে চিকিৎসা শাস্ত্রের 'বাইবেল' নামে আখ্যায়িত করেছেন। চিকিৎসাবিদ্যায় এর সমকক্ষ গ্রন্থ আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। মানব দেহের বিভিন্ন রোগের উপসর্গ, নিরাময়ের ব্যবস্থা ও চিকিৎসা পদ্ধতি এতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পি, কে, হিট্রির মতে, 'কানূন' গ্রন্থটি ১২ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ হয় এবং এর ফলে গ্যালেন, আর-রাযী ও আল-মাজুসির রচনাবলীর খ্যাতি ম্লান হয়ে যায়। ইউরোপের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঁচ শতাব্দী ধরে 'আল-কানূন' চিকিৎসাবিদ্যার প্রামাণিক পাঠ্য পুস্তক ও পথ নির্দেশক গ্রন্থ হিসাবে চালু থাকে। ইবনে সিনার অপর দু'টি গ্রন্থ হচ্ছে, 'আল-আদাবিয়াতুল কলেবিয়্যান' ও 'কিতাবুশ শিফা'। দর্শন, মনোবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থদ্বয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন তিনি।

(ঘ) **আবুল কাসেম যাহরাবীঃ** সর্বশ্রেষ্ঠ শল্য চিকিৎসাবিদ আবুল কাসেম যাহরাবী স্পেনের শ্রেষ্ঠ নগরী কর্ডোভার শহর তলীর আয-যোহরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। যাহরাবী খলীফা দ্বিতীয় হাকামের শাহী চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বিশ্বখ্যাত কর্ডোভা হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সার্জারী বিভাগের অনেক সংস্কার সাধন করেন। যেমন সার্জিক্যাল বিভাগে মহিলা নার্স নিযুক্ত করে স্ত্রী রোগীদের শালীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রকে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য তিনি একখানি অমর গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেন, যা বিশ্ববাসীর অমূল্য সম্পদ। গ্রন্থখানি হচ্ছে, 'আত-তাসরীফ লিমান আযিযা আন আল তাআলীফ' অর্থাৎ চিকিৎসা বিশ্বকোষ পাঠে অসমর্থদের জন্য সাহায্য পুস্তক। ৩০ খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থে সার্জিক্যাল চিকিৎসা পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার সমন্ধে সচিত্র চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি নিজেই বহু প্রকার সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতির আবিষ্কারক ছিলেন। দাঁত তোলা, পরিষ্কার করা ও দাঁতের গোড়ার গোশ্ত কাটার যন্ত্র, নাকের ছিদ্রে ঔষধ দেওয়ার যন্ত্র, চোখের ছানি অপসারণ করার যন্ত্র, মুত্রনালীর পাথর অপসারণ করার যন্ত্র, ভাঙ্গা হাড় বের করার যন্ত্র, শরীর থেকে বর্ধিত গোশত কেটে ফেলার যন্ত্র, জরায়ুর মুখ প্রশস্ত করার যন্ত্র, মৃত ভ্রুণ বের করার যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করেন। এছাড়া সাধারণ চিকিৎসার বহু প্রকার যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে যাহরাবী জগদ্বাসীর অফুরন্ত কল্যাণ সাধন করেছেন।

(ঙ) **হাসান ইবনুল হায়সামঃ** হাসান ইবনুল হায়সাম ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত দৃষ্টিবিজ্ঞানী। দৃষ্টি বিজ্ঞান বিষয়ে 'কিতাবুল মানাযির' নামক গ্রন্থ চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর অমর অবদান।

(চ) **আলী ইবনুল আব্বাস আল-মাজূসীঃ** আলী ইবনুল

আব্বাস আল-মাজূসী ছিলেন মধ্যযুগীয় একজন প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ। 'কিতাব আল-মালিকী' নামক ১২ খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক নানা দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ল্যাটিন ভাষায় ভাষান্তরিত হয়ে বইটি পাশ্চাত্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল।

(ছ) **ইবনে আল-নাফীসঃ** মানব দেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার সর্বপ্রথম আবিষ্কারক ছিলেন ইবনে আল-নাফীস।

(জ) **ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৮ খ্রীঃ)ঃ** ইবনে রুশদ একজন দার্শনিক হ'লেও ব্যবহারিক চিকিৎসাবিদ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ভেষজ বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেন ও বহু প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কার করেন। তাঁর লিখিত 'আল-কুল্লিয়াত ফিততীব' নামক পুস্তক চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। এতে রোগ, রোগের সাধারণ লক্ষণ ও ভেষজ সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ সবিস্তার আলোচনা রয়েছে।

(ঝ) চক্ষু চিকিৎসাবিদ আলী ইবনে ঈসা রচিত 'তাযকিয়া আল-কাহালিন' এবং আম্মার রচিত 'আলমুনতাখাব ফী ইলাজ আল-আইন' গ্রন্থদ্বয় ল্যাটিন ভাষায় তরজমা হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চক্ষু চিকিৎসার পাঠ্য তালিকা ভুক্ত ছিল। হুনায়েন বিন ইসহাক ছিলেন একজন বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসাবিদ। চক্ষুর বিভিন্ন প্রকার রোগ ও তার প্রতিকার নিয়ে তিনি তাঁর লিখিত গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

শেষ কথায় আমরা বলতে পারি যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও উন্নয়নে মুসলমানদের অবদান অসামান্য। মুসলিম চিকিৎসাবিদদের রচিত গ্রন্থরাজি অনুশীলন ও অধ্যয়নের মাধ্যমেই পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য জগতের চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে চলেছেন। তাই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান মধ্য যুগীয় মুসলিম চিকিৎসা বিদদের নিকট বহুলাংশে ঋণী।

উপসংহারঃ

উপসংহারে বলা যায় যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও মহানবী (ছাঃ)-এর শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় অবাধ বিচরণ করেছেন ও মানব কল্যাণে প্রভূত অবদান রেখেছেন। বিজ্ঞানের কোন ক্ষেত্রেই তাঁদের চিন্তা ও গবেষণা হ'তে বাদ পড়েনি।

যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল একদা মুসলমানদের হাতে; বিলাসিতা ও অলসতার কারণে তা আজ চলে গেছে অন্য জাতির কাছে। এখন ইসলাম ও মুসলমান মানে মনে করা হয় প্রতিক্রিয়াশীল, মৌলবাদী, অবৈজ্ঞানিক। আর বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মানেই হ'ল ইহুদী, খৃষ্টান, ইউরোপ, আমেরিকা। আরব জাহানের নাম শুনলেই এক শ্রেণীর মানুষের গাত্রদাহ শুরু হয়। মনে করে আরব ও আরবের লোকেরা অপদার্থ। অথচ এই আরব জাহানেই একদিন বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল। অনেকের মতে, মুসলমানগণ বিজ্ঞান মনস্ক নয়, তারা বিজ্ঞান বুঝেনা। এরূপ ধারণা পোষণকারীদের প্রসঙ্গে প্রফেসর সার্টন বলেন, The main task of mankind was accomplished by Muslims. The greatest philosopher al Farabi was a Muslim, The greatest mathematician aL-Khwarizmi, Abul kamil and Ibrahim Ibne Sina were Muslims, the greatest geographer and encyclopedic aL-Masudi was a Muslim, the greatest historian al-Tabari was still a Muslim. (Introduction of the histary of science, vol-I, p-624).

অবশ্য মুসলমানগণ এখন আর তাদের অতীত ইতিহাস ও গৌরবময় ঐতিহ্য মনে করে না। তারা ভুলে গেছে পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্যকে। কুরআন ও হাদীছের আদর্শ থেকে মুসলমানরা আজ দূরে সরে গেছে। মৌলিক গবেষণা, চিন্তা-চেতনা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে এখন তারা কেউ বিলাসিতায় মগ্ন, কেউ বিজাতীয় ভাবধারায় অন্ধ। বিদ্বানগণ কুরআন ও হাদীছের গবেষণা পরিত্যাগ করতঃ ফকীহদের রচিত ধর্মীয় কুটতর্কে লিপ্ত। এ অবস্থার অবসান হওয়া আশু প্রয়োজন। কুরআন ও হাদীছ গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের পুনরায় হারানো অতীত ফিরিয়ে আনাই হোক আজ আমাদের দৃপ্ত শপথ। আমীন!

[তথ্য সূত্রঃ তাফসীরে ইবনে কাছীর, অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (ঢাকাঃ তাফসীর পাবলিকেশন্স কমিটি) ১ম, ২য়, ৩য় ও ১৮ শ' খণ্ড; বঙ্গানুবাদ বুখারী শরীফ ৯ম খণ্ড ই,ফা,বা, প্রকাশিত; উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, রচনায়ঃ শাহ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (ঢাকাঃ সোনালী সোপান ৩য় সংস্করণ জুন ২০০১) ১ম পত্র; উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, রচনায়ঃ এ, বিম, এম আব্দুল মান্নান মিয়া (ঢাকাঃ হাসান বুক হাউস) ১ম পত্র; উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, রচনায়ঃ মোহাম্মাদ শামসুল হক ও অন্যান্য (ঢাকাঃ কোরআন মহল) ১ম পত্র পৃভৃতি।]

ঝলক জুয়েলার্স
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ
রৌপ্য অলঙ্কার
প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।
সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনঃ ইসলামী সমাজে একটি জাহেলী প্রথার অনুপ্রবেশ

মুযাফ্ফর বিন মুহসিন।

(২য় কিস্তি)

ছাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়াঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেমন এ আচরণকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং যার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো হয়, তাকেও জাহান্নামের হুমকি দিয়েছেন, তেমনি ছাহাবায়ে কেরামও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে তাঁরই আদর্শ অবলম্বন করেছেন। যেমন- আবূ মুজলিয (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

خَرَجَ مُعَاوِيَةَ على ابن الزبير وابن عامر فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزبير فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لابْنِ عَامِرٍ اجْلِسْ فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجال قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ-

'একদা মু'আবিয়াহ (রাঃ) ইবনু যুবাইর ও ইবনু আমের (রাঃ)-এর নিকট আগমন করলে ইবনু আমের তাঁর উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যান। আর ইবনু যুবাইর (রাঃ) বসেই থাকেন। তখন মু'আবিয়াহ (রাঃ) ইবনু আমেরকে বলেন, তুমি বসে পড়, নিশ্চয়ই আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি কাউকে তার সামনে মূর্তির ন্যায় দণ্ডায়মান হওয়াতে আনন্দবোধ করে, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়'।[৩৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা মু'আবিয়াহ (রাঃ) মজলিসে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, তার আগমনের অপেক্ষায় সবাই দাঁড়িয়ে আছে। এ দণ্ডায়মান অবস্থা অবলোকন করে তিনি বলেন, তোমরা বসে যাও, মনে রেখ, অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার জন্য বনী আদমের দণ্ডায়মান হওয়াকে মনঃপূত ভাবে, তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যায়'।[৩৫] উপরে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এ সংক্রান্ত আচরণ ও সতর্কবাণী এবং ছাহাবীগণের উক্তিসমূহ উল্লেখ করার পর প্রথিতযশা জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিত শায়খ আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) (৬৯১-৭৫১ হিঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'তাহ্যীবুস সুনান'-এ বলেন, فَالْمَذْمُوْمُ الْقِيَامُ لِلرَّجُلِ 'সুতরাং সুস্পষ্ট হ'ল যে, কারো সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া ভর্ৎসিত-নিন্দনীয়, জঘন্য একটি প্রথা মাত্র'।[৩৬]

তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ও পরবর্তী অন্যান্য খ্যতনামা পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়াঃ

ছাহাবীগণ যেমন এ সম্পর্কে প্রতিবাদমুখর ছিলেন, তেমনি তাবেঈগণও ছিলেন এর কট্টর বিরোধী, প্রতিকূলে অবস্থানকারী। যেমন-

(ক) ইবনু আসাকির (৪৯৯-৫৭১ হিঃ) স্বীয় 'তারীখু দিমাশক্ব' গ্রন্থে ছহীহ সনদে বর্ণনা করেন, আওযাঈ (রহঃ) বলেন, ওমর বিন আব্দুল আযীয (৬১-১০১ হিঃ)-এর একজন দেহরক্ষী বলেন,

خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَ نَحْنُ نَنْتَظِرُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قُمْنَا فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوْنِىْ فَلاَ تَقُوْمُوْا وَلَكِنْ تَوَسَّعُوْا-

'একদা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) জুম'আর দিনে আমাদের নিকটে আসলেন। এমতাবস্থায় আমরা সবাই তাঁর অপেক্ষায় ছিলাম। আমরা যখন তাকে দেখলাম তখন সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম। আমাদের দণ্ডায়মান হওয়া দেখে তিনি বলেন, তোমরা যখন আমাকে দেখবে, তখন অবশ্যই দাঁড়াবে না; বরং জায়গা প্রশস্ত করবে'।[৩৭] তাবেঈ আবূ যুর'আহ (রহঃ)ও এরূপ ভূমিকা রাখতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।[৩৮]

(খ) আল্লামা খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিঃ) স্বীয় বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'তারীখু বাগদাদ'-এ বর্ণনা করেন যে, একদা খলীফা মামূন (১৯৮-২১৮ হিঃ/৮১৩-৮৩৩ খৃঃ) স্বর্ণকারদের রাজ দরবারে উপস্থিত করেন। তখন তাদের স্ব স্ব আসবাবপত্র সংগেই ছিল। এক সময় খলীফা মজলিস থেকে বাইরে যান। অতঃপর কিছুক্ষণ বিলম্ব করে পুনরায় মজলিসে প্রত্যাবর্তন করলে ইবনুল জা'দ নামক ব্যক্তি ছাড়া বৈঠকে উপস্থিত অন্যান্য সকল ব্যক্তিই খলীফার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যায়। খলীফা ইবনুল জা'দ-এর উপর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার জন্য দাঁড়াতে কোন্ বস্তুতে

---

৩৪. ছহীহ তিরমিযী হা/২৯১৫; সনদ ছহীহ, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫২২৭; ফাৎহুল বারী ১১/৫৯-৬০ পৃঃ।

৩৫. সিলসিলা ছাহীহা ১/৬২৭ পৃঃ; সনদ ছহীহ, ফাৎহুল বারী ১১/৫৯ পৃঃ।

৩৬. শামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ শরহে আবি দাঊদ (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশঃ ১৪১০ হিঃ ১৯৯০ খৃঃ), ৭ম খণ্ড, ১৪ তম অংশ পৃঃ ৮৫, হা/৫২০৪-এর ভাষ্য। আরো দ্রঃ ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ পৃঃ ৩৫২।

৩৭. ইবনু আসাফির, তারীখু দিমাশাক্ব ১৯/১৭০ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহা ১/৬২৯ পৃঃ।

৩৮. আবু আবদুল্লাহ আল-মাক্বদেসী, আল-আদাবুশ শার'ঈয়াহ (বৈরুতঃ মুওয়াসসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণঃ ১৪১৮ হিঃ), ২/৩৬ পৃঃ।

আপনাকে বাধা দিল, যেরূপ আপনার সাথীরা করেছে। উত্তরে ইবনুল জা'দ বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি হাদীছের কারণে আমীরুল মুমিনীনের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হওয়া থেকে বিরত আছি। তখন খলীফা জিজ্ঞেস করলেন হাদীছটি কি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি তার সম্মানের জন্য অপরের দাঁড়ানোকে পসন্দ করে, তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যায়'। এ হাদীছ শুনে খলীফা মাথা নিচু করে একটু চিন্তা করে মাথা তুলে বললেন, এই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারোরই কাছে কিছু ক্রয় করা যাবে না'। ইবনুল জা'দ বলেন, সেদিন আমি তার কাছে ৩৯ হাযার দীনার মূল্যের জিনিসপত্র বিক্রি করেছি।[৩৯]

(গ) অনুরূপভাবে খলীফা মুতাওয়াক্কিল ... সম্পর্কেও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। একদিন খলীফা একটি ওলামা সমাবেশে হাযির হ'লে সবাই তার জন্য দাঁড়িয়ে যান। শুধুমাত্র আহমাদ ইবনু আদল নামক ব্যক্তি ছাড়া। খলীফা তার না দাঁড়ানোর কারণ জানতে চাইলে খলীফার সম্মানের দিকে লক্ষ্য করে অন্যান্যরা জবাব দেয় যে, তিনি ভালভাবে চোখে দেখেন না। একথা কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই আহমাদ ইবনে আদল তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, আমার চোখে কোন ত্রুটি নেই; বরং আল্লাহ্র মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে আপনার নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আমি দণ্ডায়মান হইনি। অতঃপর হাদীছটি বর্ণনা করলে খলীফা তা অকপটে স্বীকার করেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁর পাশে গিয়ে বসেন।[৪০]

(ঘ) ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮ হিঃ) বর্ণনা করেন, খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী (৩২১-৪০৫ হিঃ) বলেন, আমি একদা আবূ মুহাম্মাদ আবদুর রহমান বিন মারযুবানী (রহঃ)-এর হাদীছের দরসে উপস্থিত হই। তিনি সে যুগের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ছিলেন। এক সময় দরসের উদ্দেশ্যে তিনি বের হ'লেন, তখন আমরা তাঁর অপেক্ষায় বসে ছিলাম। তিনি যখন আমাদের সামনে উপস্থিত হ'লেন, তখন আমরা তাঁর জন্য বৈঠকের শেষপ্রান্ত থেকে দাঁড়িয়ে গেলাম। তৎক্ষণাত তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উচ্চ কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে বসিয়ে দিলেন এবং জাহান্নামের হুঁশিয়ারী সংক্রান্ত হাদীছটি বর্ণনা করলেন।[৪১]

(ঙ) শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমাদ ইবনে তাইমিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ)-কে সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, لم تكن عادة السلف على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس-

অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছাহাবায়ে কেরাম এমনকি খুলাফায়ে রাশেদীনেরও এই অভ্যাস ছিল না যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখামাত্রই দাঁড়িয়ে যেত। যেমনটি বর্তমানে অধিকাংশ লোকই করছে'।[৪২]

(চ) অনুরূপভাবে শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) তাচ্ছিল্য করে বলেন, إنما المنكر أن يقوم واقفا للتعظيم 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট-নোংরা আচরণ হ'ল, কাউকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া'।[৪৩] হাদীছ শাস্ত্রের পণ্ডিতগণও স্ব স্ব যুগে নির্ভীক চিত্তে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। যেমন ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী প্রমুখ খ্যাতনামা মুহাদ্দিছবৃন্দ।[৪৪]

যে উদ্দেশ্য নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়া যায়ঃ

যে সমস্ত উদ্দেশ্য নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়াকে ইসলাম অনুমোদন দিয়েছে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হ'লঃ

(১) সফর হ'তে আগন্তুক মেহমানকে অভিনন্দন জানানো ও মুছাফাহা করার লক্ষ্যে তার দিকে কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া ও পরস্পরে কোলাকুলি করা যায়। যা শাশ্বত বিধান ইসলাম অনুমোদিত। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ নেই। প্রখ্যাত ছাহাবী কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ)-এর সুদীর্ঘ ৫০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাতান্তে সবাইকে জানিয়ে দেন। লোকেরা কা'ব (রাঃ)-কে এই সুসংবাদ দেওয়া ও মুবারকবাদ জানানোর জন্য তার কাছে আসতে থাকে। অতঃপর তিনি বলেন,

إِنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَتَلَقَّانِيَ النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يهنونى بِالتَّوْبَةِ وَيَقُوْلُوْنَ لِتَهْنِئْكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِيْ وَهَنَّانِيْ-

'আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সংগে সাক্ষাতের নিমিত্তে বের হ'লাম। যাওয়ার পথে লোকেরা দলে দলে আমার সাথে সাক্ষাৎ করছিল এবং তওবা কবুল হওয়ার কারণে আমাকে সবাই অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। আর তারা মুখে মুখে উচ্চারণ করছিল যে, তোমার তওবা কবুল করে আল্লাহ তোমাকে

৩৯. খত্বীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ১৩/১৯৩ পৃঃ; সিলসিলা ছাহীহা ১/৬২৮ পৃঃ।
৪০. তারীখু বাগদাদ, সিলসিলা ছাহীহা ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬২৭, হা/৩৫৭-এর আলোচনা।
৪১. বায়হাক্বী, ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ পৃঃ ৩৩৪, হা/৭৪৬-এর ভাষ্য দ্রষ্টব্য।
৪২. শায়খুল ইসলাম আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ, মাজমূ'উ ফাৎওয়া ১/৩৭৪-৭৫ পৃঃ।
৪৩. আবদুল্লাহ বিন বায, মাজমূ'উ ফাৎওয়া ৪/৩৯৪ পৃঃ।
৪৪. ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ পৃঃ ৩৫১; ছহীহ মুসলিম হা/২১৭৭-এর অনুচ্ছেদ।

যে প্রতিদান দিয়েছেন, তার জন্য আমরা তোমাকে জানাই অজস্র সংবর্ধনা। তিনি বলেন, এরূপভাবে যেতে যেতে আমি অবশেষে মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছাহাবায়ে কেরাম বেষ্টন করে রেখেছিলেন। তখন ছাহাবীগণের মধ্য হ'তে ত্বালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ আমাকে মসজিদে প্রবেশ করা দেখেই দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার সংগে মুছাফাহা করলেন এবং আমাকে স্বাগত জানালেন'।[৪৫]

আনাস (রাঃ) বলেন, كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلاَقَوْا تَصَافَحُوْا وَإِذَا قَدِمُوْا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوْا رواه الطبرانى فى الأوسط-

'ছাহাবীগণ যখন পরস্পরে মিলিত হ'তেন, তখন মুছাফাহা করতেন। আর যখন সফর থেকে আগমন করতেন, তখন মু'আনাকা বা কোলাকুলি করতেন'।[৪৬]

শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছগুলি উল্লেখ করার পর বলেন, 'কোন ব্যক্তি মজলিস বা সমাবেশে আগমনের পর তাকে দেখে মজলিসে উপবিষ্ট সকলে দাঁড়িয়ে যাওয়া' আর কোন আগন্তুক মেহমানকে স্বাগত জানানোর লক্ষ্যে এবং মুছাফাহা ও মু'আনাকাহ করতঃ সাথে নিয়ে আসার জন্য তার দিকে কিছু দূর এগিয়ে যাওয়া' এই দু'রকম পদ্ধতিকে অনেকেই পার্থক্য করতে পারেননি। অথচ উভয়ের মাঝে পার্থক্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট'।[৪৭]

উল্লেখ্য যে, এটা শুধু সফরের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ সফর হ'তে আগন্তুক ব্যক্তির সাথে ছাড়া অন্য কারো সাথে মু'আনাকা করা বৈধ নয়। যেমনটি আমাদের দেশে এমনিতেই পরস্পরের মাঝে বার্ষিক ইসলামী জালসায়, জুম'আর দিন বিশেষ করে দুই ঈদের দিনে এই বিদ'আতী প্রথার আমেজ পরিলক্ষিত হয়। যা সত্ত্বর বর্জনীয়।

(২) নিজ স্থানে আগত ব্যক্তিকে বসানোর জন্য স্ব স্থান হ'তে উঠে দাঁড়ানো যায়। তবে এ নিয়ম বৈঠক, মজলিস বা সমাবেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ মজলিসে বসা ব্যক্তি আগমনকারী কোন ব্যক্তিকে স্ব স্থানে বসতে দেওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন এবং মজলিস প্রশস্ত করার কথা বলেছেন।[৪৮] উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন,

كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِىْ مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِىْ مَجْلِسِهَا- رواه أبوداود-

'ফাতেমা (রাঃ) যখনই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসতেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে তার সামনের দিকে এগিয়ে যেতেন, তার হাত ধরতেন, চুম্বন করতেন এবং নিজ স্থানে এনে বসাতেন। আর যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার নিকট যেতেন তখন ফাতেমা (রাঃ)ও দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে এগিয়ে যেতেন, তার হাত ধরতেন, চুম্বন করতেন এবং স্ব স্থানে এনে বসাতেন'।[৪৯]

উক্ত হাদীছগুলির আলোকে শায়খ আবদুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, أن يقوم مقابلا للقادم ليصافحه أو يأخذ بيده ليضعه فى مكان أو ليجلسه فى مكانه... وهو من السنة- 'সুতরাং সফর হ'তে আগন্তুক ব্যক্তিকে অভিনন্দন জানানো ও মুছাফাহা করার লক্ষ্যে অথবা তার হাত ধরে কোন স্থানে বা স্ব স্থানে বসানোর জন্য দাঁড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়। বরং এটা সুন্নাত'।[৫০]

(৩) অসুস্থ, পীড়িত বা দুর্বল-কাহিল ক্ষীণশক্তি ব্যক্তিকে সাহায্যার্থে দাঁড়ানো যায়। যেমনটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَمَّا نَزَلَتْ بَنُوْ قُرَيْظَةَ عَلى حُكْمِ سَعْدٍ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ إِلَيْهِ وَكَانَ قَرِيْبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَنْصَارِ قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ- مُتَّفق عليه-

'যখন বনু কুরাইযা গোত্রের লোকেরা সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ)-এর ফায়ছালা মেনে নেওয়ার শর্তে উপস্থিত হ'ল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সা'দ ইবনে মু'আযকে ডেকে পাঠালেন। আর তিনি অদূরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটেই ছিলেন। সা'দ (রাঃ) গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে যখন মসজিদের নিকট পৌঁছলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনছারগণকে বললেন, তোমরা দাঁড়িয়ে তোমাদের নেতার দিকে এগিয়ে যাও'।[৫১] উক্ত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীগণকে সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার কারণ হ'ল তিনি সে সময় বনু কুরায়যার যুদ্ধে শারীরিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ায় অসুস্থের কারণে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। যার বর্ণনা নিম্নে আসছে।

[চলবে]

---

৪৫. ছহীহ বুখারী ৩/১৫৪-৫৯ পৃঃ, হা/৪৪১৮ 'মাগাযী' অধ্যায়; ছহীহ মুসলিম ৪/২১২০ পৃঃ, হা/২৭৬৯ 'তওবাহ' অধ্যায়।

৪৬. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৩/৪৩৩ পৃঃ; তাবরানী, বায়হাক্বী ৭/১০০; তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৪৩৪ পৃঃ; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছাহীহা ১/২৫১-৫৩ পৃঃ, হা/১৬০-এর ভাষ্য।

৪৭. আলবানী, সিলসিলা ছাহীহা ১/১০৫-৬ পৃঃ; হা/৬৭-এর ব্যাখ্যা।

৪৮. ছহীহ মুসলিম হা/২১৭৭-৭৮ 'সালাম' অধ্যায়, 'আগমনকারীর জন্য মজলিস থেকে কারো উঠে দাঁড়ানো হারাম' অনুচ্ছেদ; ছহীহ তিরমিযী হা/২৭৫০; ছহীহ আবূদাউদ হা/৪৮২৮।

৪৯. আল-মুস্তাদরাক আলাছ-ছাহীহায়েন ৪/৩০৩ পৃঃ, হা/৭৭১৫; ছহীহ আবূদাঊদ হা/৫২১৭; ছহীহ তিরমিযী হা/৪১৪৬; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৮৯ 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ।

৫০. শায়খ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ বিন বায, মাজমূ'উ ফাৎওয়া (রিয়াযঃ আল-মাকতাবুল আরাবিয়াহ আস-সাঊদিয়াহ, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১১ হিঃ), ৪/৩৯৪-৯৫ পৃঃ।

৫১. ছহীহ বুখারী ৪/১৭৫ পৃঃ, হা/৬২৬২; ছহীহ মুসলিম হা/১৭৬৮ 'জিহাদ' অধ্যায়; মিশকাত হা/৪৬৯৫ 'কিয়াম' অনুচ্ছেদ।

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারীঃ একটি সমীক্ষা

*হাফেয মাসউদ আহমাদ**

(৫ম কিস্তি)

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চায় নারীঃ

ইসলামে নারী শিক্ষার প্রতি মোটেও বৈষম্য নেই বরং উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মহানবী (ছাঃ)-এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাণী 'ইক্বরা' দ্বারা সমগ্র মানব-মানবীকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা যদি না জান, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও' *(নাহল ৪৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন, 'পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক ১)*।

জ্ঞান-অন্বেষণকারী ও জ্ঞানীদের সুউচ্চ মর্যাদা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় আরও উন্নতি দান করবেন' *(মুজাদালাহ ১১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন'।[১০৫] আল্লাহ তা'আলা ইলম তথা জ্ঞান-অন্বেষণের প্রতি গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, 'আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে' *(যুমার ৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে পবিত্র কুরআন নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়'।[১০৬]

জ্ঞান অন্বেষণকারীর মর্যাদা ও প্রতিদান উল্লেখ করে প্রিয় নবী (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তাকে বেহেশতের পথ সমূহের একটি পথে পৌঁছিয়ে দেন এবং ফেরেশতাগণ জ্ঞানোন্বেষণকারীর জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন।[১০৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, 'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের কোন পথ অবলম্বন করে, তার দ্বারা আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দেন। যখন কিছু লোক আল্লাহ্র কোন ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র কিতাব পড়ে এবং নিজেদের মাঝে তার মর্ম আলোচনা করে, তখন তাদের উপর নেমে আসে প্রশান্তি, ঢেকে নেয় তাদেরকে আল্লাহ্র রহমত, পরিবেষ্টিত করে তাদেরকে ফেরেশতাকুল'।[১০৮]

অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلَى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ–

'ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে। অতঃপর তা অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে যায়'।[১০৯]

উপরোক্ত প্রামাণ্য আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মানব-মানবীকে ব্যাপকভাবে নির্দেশ, উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত যথাযথ যে, পুরুষের যেমন জ্ঞানার্জনের অধিকার রয়েছে, তেমনি অধিকার রয়েছে নারীর, এ ব্যাপারে কোন বৈষম্য নেই।

ইসলাম নারীকে জ্ঞানান্বেষণের জন্য সীমাহীন উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এই উৎসাহ পেয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) ছয় লক্ষ হাদীছ ও সমস্ত কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, 'হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বহু বিষয় মুখস্থ করে রেখেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর প্রায় পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি খুব বেশী পরিমাণে হাদীছ ও দ্বীনি ইলমের বিভিন্ন বিষয় উদ্ধার করেছেন এবং বহু হুকুম ও আমল আখলাকের কথা নকল করে রেখেছেন। এমনকি বলা হয় যে, দ্বীনের এক চতুর্থাংশ বিধানই তাঁর থেকে বর্ণিত'।[১১০]

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার্র বলেন, 'হযরত উম্মে সালমা সমসাময়িক কালের একজন বড় ফিকাহ শাস্ত্রবিদ ছিলেন'।[১১১] ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহিলাগণ জ্ঞান গবেষণায় যে কতখানি গভীর ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে নিমগ্ন থাকতেন, তা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এক বিবৃতি দ্বারা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, 'নবী করীম

---

* *গ্রামঃ দমদমা, পোঃ পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী।*

১০৫. বুখারী, ফাতহুলবারীসহ, ১ম খণ্ড (কায়রোঃ দারুর রাইয়ান লিত তুরাছ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৯হিঃ/১৯৮৮ইং) পৃঃ ১৯৭।

১০৬. ছহীহ বুখারী ফাৎহুলবারীসহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশঃ ১৯৮৯ইং/১৪১০হিঃ), ৯/৯১ পৃঃ, হা/৫০২৭; মিশকাত হা/২১০৯ 'কুরআনের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

১০৭. আলবানী, ছহীহ সুনানে আবুদাউদ, ২য় খণ্ড (রিয়াযঃ মাকতাবাতিল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশঃ ১৪১৯ হিঃ/১৯৯৮ইং), পৃঃ ৪০৭, হা/৩৬৪১, হাদীছ ছহীহ।

১০৮. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪।

১০৯. ছহীহ সুনানে ইবনু মাজাহ, তাহক্বীক্বঃ আলবানী, ১/৯৫ পৃঃ হা/২৩০।

১১০. ফাৎহুলবারী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৮২-৮৩।

১১১. ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিস ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলামিইয়াহ, তাবি), পৃঃ ৪৫৯।

(ছাঃ)-এর যামানায় আল-কুরআনের একটি আয়াত নাযিল হ'লে আমরা তার ভিতরের হালাল-হারাম ও হুকুম নিষেধাজ্ঞা মুখস্থ করে নিতাম। যদিও ভাষাকে অবিকল মুখস্থ করতে পারতাম না'।[১১২]

ওমর ফারূক (রাঃ) কূফাবাসীদের নিকট এক ফরমানে বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণকে সূরা নূরের তা'লীম দাও এবং ভাল করে শিক্ষাদাও'।[১১৩] হযরত শাফা বিনতে আব্দুল্লাহ বলেন, 'আমি একদিন হযরত হাফছা (রাঃ)-এর নিকট বসেছিলেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি এক যেরূপ লিখা বিদ্যা শিখিয়েছ অনুরূপ কি তুমি সাপ-বিচ্ছুর কামড় দ্বারা সৃষ্ট রোগ নিরাময়ের দো'আ শিক্ষা দিবে না'?[১১৪] এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি পূর্বেই লিখন বিদ্যা শিখেছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) গণিত শাস্ত্রে এতখানি পারদর্শী ছিলেন যে, বড় বড় ছাহাবীগণ তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে মিরাছের মাসআলা ও হিসাব জেনে নিতেন *(মুস্তাদরাক ৪/১১)*। হযরত উরওয়াহ বিন যুবাইর (রাঃ)-এর আরবী ভাষার উপর খুব আধিপত্য ছিল। এ বিষয়ে তাঁর প্রশংসা করা হ'লে তিনি বলতেন, 'হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর তুলনায় আমার কবিত্ব জ্ঞানের কোনই মূল্য নেই। তিনি কথায় কথায় কবিতা দ্বারা প্রমাণ পেশ করতেন'।[১১৫]

জ্ঞানার্জন প্রত্যেক নর-নারীর জন্য আবশ্যক হ'লেও এই বাণীটুকু দ্বারা ধর্মীয় জ্ঞানের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে শিক্ষা দ্বারা মানুষ তার স্রষ্টাকে, সৃষ্টজগতকে, আল্লাহ্র বিধান নিরূপণ করতে শেখে, প্রভুর ইবাদতে উদ্বুদ্ধ হয় এমন জ্ঞানার্জনেরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যে শিক্ষা মানুষকে অন্যায়ের পথে পরিচালিত করে, স্রষ্টার সঙ্গে অপরকে শরীক করতে শেখায় এমন শিক্ষা বর্জনীয়।

নারীকে কুরআন-হাদীছে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী হ'তেই হবে, এমন কথা ইসলাম নারীদের উপর চাপিয়ে দেয়নি। তবে বাহ্যিক প্রয়োজনে বাংলা, অংক, ইংরেজী, ভূগোল, পদার্থ, রসায়ন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান শেখার পাশাপাশি মুসলিম নারীকে ইসলামী আদর্শে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হ'তে এবং পরকালে মুক্তি পেতে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, হালাল-হারাম, পাক-নাপাক ইত্যাদি বিষয়ে যথাসম্ভব জ্ঞানার্জন করতে হবে। ইসলাম প্রত্যেকের জন্যে এতটুকু আবশ্যক করে দিয়েছে।

কোন জাতিকে সম্মানিত, উন্নত, শ্রেষ্ঠ করে গড়ে তুলতে যেমন অতীব প্রয়োজন সুশিক্ষিতা মাতার, তেমনি কোন জাতিকে উচ্ছৃখল, অসভ্য করে ধ্বংসের মুখে নিমজ্জিত করার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হ'ল আদর্শহীন শিক্ষা এবং নৈতিক জ্ঞানহীন দুশ্চরিত্রা নারীর প্রভাব। বোধকরি নেপোলিয়ান তাই বলেছেন, 'আমাকে একজন শিক্ষিতা মাতা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব'।[১১৬] বাস্তব সত্য ও গ্রহণযোগ্য তথ্যটি নিরূপণ করেছেন ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত মনীষী জোসেফ ব্লু। তিনি বলেন, 'যে ছেলেকে মানুষ করতে একজন মায়ের বিশটি বছর সময় লাগে, একটি মেয়ে সেই ছেলেকে বিশ মিনিটের ভিতরে নষ্ট করে দিতে পারে'।[১১৭]

আজ আমাদের সমাজের নারীরা আধুনিকতা ও প্রগতির দোহাই দিয়ে ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণকে উপেক্ষা করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়ে সভ্য, আদর্শ ও মহীয়সী নারী হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর তাই খেয়াল-খুশিমত পোষাক পরে আনন্দে-সগৌরবে অধুনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পানে অধিগামী হয়ে উঠেছেন। ফলে অত্যাধুনিক সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ অন্যায়-অপকর্ম অহরহ ঘটছে।

শিক্ষার্জনের প্রতি বৈষম্য কিংবা অনুৎসাহী করার নিমিত্তে এ বক্তব্য উপস্থাপন নয়; বরং পারতপক্ষে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে চলতে হ'লেও শালীনতা ও সম্পর্ক সৃষ্টির সীমানার দূরত্ব অবশ্যই বজায় রাখতে হবে।

সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি ও মহা অন্যায় সাধিত বাস্তব সত্যটি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞ ডাঃ সাবরিনা কিউ রশীদ বলেন, 'পূর্বে কখনো আমরা ডাক্তাররা এত অধিক সংখ্যক অবিবাহিতা অল্প বয়স্ক (In teens) মেয়েকে গর্ভবতী হ'তে দেখিনি'। তিনি তার প্রবন্ধে আরো বলেন, 'ছাত্র-ছাত্রীদের কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত সৎ (Innocent) থাকে না। এগুলি পরবর্তীতে স্পর্শ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। এ বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যৌন হরমোনের নিঃসরণ হওয়ায় যেকোন স্পর্শ শরীর ও মনে আগুন ধরিয়ে দেয়'।[১১৮]

তাই বোনদের খেদমতে আরয, নিজেকে আদর্শ রমণীরূপে গড়ে পরিবার ও সমাজকে সে অনুযায়ী তৈরীর লক্ষ্যে এবং উভয়কালীন সফলতা লাভের উদ্দেশ্যে দীপ্ত শপথ গ্রহণ করে নিজেকে নৈতিক জ্ঞানে জ্ঞানবর্তী করে পূণ্যবর্তী নারী হ'তে চেষ্টা করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন!

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীঃ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে ধন-সম্পদ মোহরানা ও উত্তরাধিকার-এর অধিকারী করে বিশ্বের বুকে সর্বপ্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। যা পৃথিবীর কোন ধর্ম ও জাতি করেনি। সম্পদে উত্তরাধিকারীতার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'পুরুষদের জন্য অংশ রয়েছে সে সম্পত্তিতে, যা পিতা-মাতা ও নিকট-আত্মীয়রা রেখে যায়; এবং নারীদের

---

১১২. *আকদুল ফরীদ, ১ম খণ্ড, ২৭৬ পৃঃ; ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, পৃঃ ৬৬।*
১১৩. *তাফসীরে কুরতুবী, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ১৫৮।*
১১৪. *আবুদাঊদ, মুসনাদে আহমাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৭২।*
১১৫. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৬০।*
১১৬. *পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়, পৃঃ ৮৪।*
১১৭. *শাহ আব্দুল হান্নান, প্রবন্ধঃ সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শালীনতার সমস্যা, মাসিক দারুস সালাম, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০০২ পৃঃ ১৪।*
১১৮. *ডাঃ সাবরিনা কিউ রশীদ, দৈনিক বাংলাদেশ অবজারভার, ১৪ই মে, ১৯৯৮ইং।*

জন্যও অংশ রয়েছে সে সম্পত্তিতে, যা পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়রা রেখে যায়, হোক তা অল্প কিংবা বেশি। তা অকাট্য নির্ধারিত অংশ' *(নিসা ৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ– 'পুরুষ যা অর্জন করে, তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে, তা তার প্রাপ্য অংশ' *(নিসা ৩২)*।

ইসলামের সোনালী যুগে মেয়েরা বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করত। 'হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ...'যয়নাব (রাঃ) আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীলা ছিলেন। কারণ তিনি স্বহস্তে কাজ করতেন এবং ছাদাক্বাহ করতেন'।[১১৯]

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর আর্থিক অবস্থা যাই হোক না কেন, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব জীবন ধারণের অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা সহ প্রয়োজনীয় চাহিদার ব্যয় নির্বাহ করা স্বামীর কর্তব্য। কেননা আল্লাহ বলেন, 'পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্বশীল, এজন্য যে, তারা তাদের ধন-সম্পদ হ'তে ব্যয় করে' *(নিসা ৩৪)*। স্বামীর অর্থনৈতিক সংগতি বিবেচনায় নিয়ে স্ত্রীর ব্যয়ভার নির্বাহ করতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, 'বিত্তবান ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে' *(তালাক্ব ৭)*।

তবে নারীরা যেহেতু মায়ের জাত, শান্তি, সুখ-সৌন্দর্যসহ সুখের যাবতীয় উপকরণ দিয়ে স্বামী-সংসার, পরিবারকে সুষ্ঠু-সুন্দর করে গড়ে তুলতে নারীরাই অগ্রগামী ও সফলকামী। তাই অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে পুরুষকে ঘরের বাইরে ও নারীকে ঘর-সংসারের কাজের উপযোগী করে সৃজন করা হয়েছে। সুতরাং নারীদের পারিবারিক কাজে নিয়োজিত থাকাই শ্রেয়। এতে তাদের প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও কানাডার 'হলিফ্যাক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের' অধ্যাপক ডঃ আল্লামা জামাল বাদাবী বলেন, 'যদি মাতৃত্ব, শিশু পালন ও ঘর-সংসার রক্ষার জন্য পারিশ্রমিক দেয়ার বিধান থাকত, তাহ'লে একজন স্বামী তার স্ত্রীর পারশ্রমিক দিতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে যেত'।[১২০]

বিশ্বখ্যাত আলেম শায়খ আব্দুল আযীয বিন আল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'নারীরা গৃহের বাইরে কাজে মশগূল হ'লে পুরুষেরা বেকার হয়ে পড়বে। পরিবারে ভাঙ্গন সৃষ্টি হবে, পারিবারিক সৌধ বা কাঠামো ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে এবং সন্তানদের চরিত্র বিনষ্ট হবে। ফলে জাতি হবে ক্ষতিগ্রস্থ এবং আল্লাহ্র কিতাবে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের যে কথা আছে, তা হবে লঙ্ঘিত'।[১২১]

ডঃ মিসেস এডিলেন বলেন, 'আমেরিকার বহু পারিবারিক সমস্যা ও সংকটের কারণ এবং সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধির মূল রহস্য হচ্ছে, পারিবারিক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হেতু নারীর গৃহত্যাগ। ... নতুন প্রজন্মকে অশেষ দুর্গতির হাত থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ হ'ল, নারীর পুনরায় ঘরে ফিরে যাওয়া'। আমেরিকার জনৈক কংগ্রেস সদস্য বলেছেন, 'নিশ্চয়ই নারী রাষ্ট্রের প্রকৃত খেদমত করবে যখন সে গৃহ অভ্যন্তরে অবস্থান করবে, যা কিনা পরিবারের স্তম্ভ'।[১২২]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী জাতি আরও একটি বিষয়ে অধিকারী হয়ে প্রমাণ করেছে যে, ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও যথাযথ স্বত্ব প্রদান করে নারীত্বের পূর্ণতা দিয়েছে। স্ত্রীর উপর স্বামীত্বের অধিকার লাভের জন্য স্ত্রীকে স্বামী যা প্রদান করে, সেটা হ'ল মোহরানা। এটা নিছক দান নয়; বরং শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত স্ত্রীর প্রাপ্য। আল্লাহ বলেন, 'নারীদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে এই শর্তে যে, তোমরা তাদের কামনা করবে অর্থের বিনিময়ে বিয়ে করার জন্য, ব্যভিচারের জন্য নয়। বিয়ের মাধ্যমে যে নারীদের তোমরা সম্ভোগ করবে তাদের দিয়ে দিবে তাদের নির্ধারিত মোহর' *(নিসা ৪)*।

এই আয়াতদ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, মোহরের বিনিময়েই স্ত্রীর উপর পুরুষের স্বামীত্বের অধিকার লাভ হয়ে থাকে এবং মোহর পরিশোধ করা ফরয। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً– 'এবং তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও' *(নিসা ৪)*।

বিবাহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে মোহর এমন একটি বিষয় যা প্রদান করা অপরিহার্য। বিবাহের পর স্পর্শ করার পূর্বেও যদি কেউ স্ত্রীকে তালাক দেয় তবু তাকে মোহর প্রদান করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ–

'আর যদি তোমরা তাদের মোহর ধার্য করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, তবে যে মোহর তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক দিতে হবে' *(বাক্বারাহ ২৩৭)*।

অবশ্য ধন-সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রেও কোন হেরফের করা যাবে না। যে যতটুকু পাবে, তাকে সে অনুযায়ী প্রদান

১১৯. *মুসলিম, ৭ম খণ্ড, ১১৪ পৃঃ।*
১২০. *ডা. আবু খলদুরণ আল-মাহমুদ ও শারমিন ইসলাম অনূদিত, ইসলামের সামাজিক বিধান (ঢাকাঃ দি পাউওনিয়ার ১৯৯৯ইং), পৃঃ ৬১।*
১২১. *কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পারস্পরিক অংশগ্রহণের বিপদ, মাসিক আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০০০ইং, পৃঃ ১২।*
১২২. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।*

করতে হবে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ- 'আল্লাহ তোমাদেরকে সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদের আদেশ করছেনঃ এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান' *(নিসা ১১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। আর তোমাদের সন্তানদের মাঝে (ধন-সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে) ইনছাফ কর'।[১২৩]

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 'দ্বীনী বা অন্য কোন সঙ্গত কারণ থাকলে পিতা কমবেশি করতে পারেন। তবে উক্ত হাদীছের সাধারণ হুকুম অনুযায়ী সন্তানদের দান করার ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা ওয়াজিব এবং এটা না করা অন্যায়'।[১২৪]

তবে বিয়ের ধার্যকৃত মোহরের কিয়দাংশ যদি স্ত্রী ছেড়ে দেয়, তবে স্বামীর জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ। এ মর্মে আল্লাহপাক বলেন, 'স্ত্রীগণ যদি সন্তুষ্ট চিত্তে মোহরানার অংশবিশেষ ছেড়ে দেয়, তাহ'লে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দেভোগ করতে পার' *(নিসা ৪)*। হযরত ওমর (রাঃ) ও কাযী শুরাইহ (রহঃ)-এর মতে, 'স্ত্রী যদি মোহরের কিয়দাংশ বা সম্পূর্ণ মাফ করে দিয়েও যদি পুনরায় তা দাবি করে, তবে স্বামী তা পরিশোধ করতে বাধ্য। কারণ, দাবি করার অর্থ হ'ল এই যে, স্ত্রী তা সন্তুষ্টচিত্তে ছেড়ে দিতে রাযী নয়'।[১২৫]

ইসলামই বিশ্বের বুকে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বৈপ্লবিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। এ সম্বন্ধে ওবায়দুল হক মিয়া বলেন, 'ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী জাতি পৈতৃক সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত ছিল। এমনকি স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের কোন অধিকার ছিল না। একমাত্র আল-কুরআনই নারী জাতির এ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। পিতার সম্পত্তিতে, স্বামীর সম্পত্তিতে এবং পুত্রের সম্পত্তিতে তাদের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে। উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পত্তিতে অংশ নির্ধারণ করে পবিত্র কুরআন নারী জাতির ইয্যত-আবরু ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য স্থায়ী সমাধান দিয়েছে'।[১২৬]

[চলবে]

১২৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৩০১৯।
১২৪. নায়ল ৭/১২৭-১৩০; ফিকহুস সুন্নাহ ৩/৩১৯।
১২৫. তাফহীমুল কুরআন, ১ম খণ্ড, টীকা নং ৭, পৃঃ ৩২২।
১২৬. আল-কুরআন সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, পৃঃ ২২।

মাসিক 'আত-তাহরীক' পড়ুন!
যুগ-জিজ্ঞাসার দলীলভিত্তিক

মাতা-পিতা ও সন্তানঃ একের প্রতি অপরের হক্ব, অধিকার ও কর্তব্য

*আব্দুল কাদের বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব**

মহান আল্লাহ মাতা-পিতার হক্ব ও অধিকার এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এরশাদ করেন, 'তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে তোমাদের উপর এ আদেশ যে, কেবল মাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং মাতা-পিতার প্রতি ইহসান করবে' *(বনী ইসরাঈল ২৩)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানব সন্তানকে তার মাতা-পিতার জন্য দো'আ শিক্ষা দেন এভাবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ), তুমি আমার মাতা-পিতার প্রতি অনুগ্রহ কর, যেমনভাবে তারা শৈশবে আমার প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করেছেন' *(বনী ইসরাঈল ২৪)*।

মাতা-পিতা সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মত। তাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম। সূরা বণী ইসরাঈলের ২৩ নং আয়াত পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্র ইবাদতের পর পরই মাতা-পিতার হক্ব বা অধিকার পূরণ করতে হবে। আল্লাহ কুরআন মজীদে একাধিকবার নির্দেশ দিয়েছেন মাতা-পিতার খেদমত করতঃ তাদের স্নেহভাজন হওয়ার জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হউক, ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হউক, ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হউক। ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ব্যক্তি ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে কিংবা তাদের মধ্যে একজনকে জীবিত পেল অথচ তাদের খেদমত করতঃ তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করতে পারল না।[১]

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদতের পরই মাতা-পিতার খেদমত ও তাদের (শরী'আত সম্মত) আদেশ-নিষেধ পালন করতে বলেছেন, সেহেতু প্রত্যেক সন্তানের দৃঢ়তার সাথে অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, তাদের প্রতি মাতা-পিতার হক্ব ও অধিকার কত গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী- যা সন্তানের জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বক্ষণ পালন করা একান্ত কর্তব্য।

মাতার হক্ব বা অধিকারঃ

আল-কুরআনের ভাষ্য মতে বুঝা যায় যে, সন্তানের প্রতি মাতা ও পিতার হক্ব বা অধিকার সমমানের। মূলতঃ এটা আল্লাহ তা'আলার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। কিন্তু এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রতিপন্ন হয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা। যেমন- 'কোন এক ছাহাবী এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল

আল-যাহরা, কুয়েত।
১. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১২।

(ছাঃ)! আমি (আমার মাতা-পিতার মধ্যে) কার বেশী খেদমত করব? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমার মায়ের'। ছাহাবী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কার? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমার মায়ের'। ছাহাবী (তৃতীয় বার) জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কার? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমার মায়ের'। ছাহাবী পুনরায় (চতুর্থ বার) জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কার ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)? এবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার বাবার'।[২]

উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পিতার চেয়ে মাতার হক্ব বেশী। আর এটা সাধারণ জ্ঞানেও উপলব্ধি করা যায়। কেননা-

প্রথমতঃ সন্তান গর্ভে ধারণ করেন মা। বহুবিধ কষ্টের বিনিময়ে স্বীয় রক্তের বিন্দু বিন্দু কণা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমায় সন্তানকে পেটের ভিতর তিলে-তিলে গড়ে তোলেন মা। সন্তান মায়ের গর্ভে জন্ম নেয় আল্লাহ তা'আলার অসীম সৃষ্টিকৌশল ও নৈপুণ্যে। 'পিতার পৃষ্ঠদেশ ও মাতার পাঞ্জরাস্থির মধ্য হ'তে সবেগে নির্গত (শুক্রকীট ও ডিম্বানু) থেকে' *(ত্বারেক ৬-৭)*।

অতঃপর মহান প্রভুর অপার অনুগ্রহ ও সৃষ্টি নৈপুণ্যে সন্তান মাতৃগর্ভে পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত লালিত হয়। এরপর সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে কোন এক নির্ধারিত সময়ে মা সন্তান প্রসব করেন। সন্তান জন্মের সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে সন্তান জন্মদান, লালন-পালন অতঃপর প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়তঃ সন্তান প্রসবকালীন গর্ভপাত যন্ত্রণা ভোগ করেন মা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে পৃথিবীতে অবতরণ কালে মা তীব্রতর প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করেন, যা কেবলমাত্র পৃথিবীর মা জাতিই সবিশেষ অবগত। গর্ভপাতের মৃত্যুসম যন্ত্রণা সহ্য করে, জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে মা সন্তান প্রসব করে থাকেন। অতঃপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে মায়ের কোলে এলে মা সন্তানের মুখ দেখে কিছুক্ষণ পূর্বের তীব্রতর প্রসব যন্ত্রণা অতি সহজেই ভুলে যান। আর এটা মহান আল্লাহ্‌র একান্ত দয়া ও অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

তৃতীয়তঃ সন্তানকে দুগ্ধ দান করেন মা। সন্তান জন্মের পর সে লালিত হয় মায়ের দুধ খেয়ে মায়ের কোলে। পৃথিবীতে দু'একটি ঘটনা এর ব্যতিক্রম থাকলেও সেগুলি প্রকৃতই ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। মূলতঃ তাতেও রয়েছে সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমা ও নিদর্শন। সন্তান পৃথিবীতে আগমনের পর যখন সে পৃথিবীর কোন খাদ্য ও পানীয় খেতে পারে না, তখন সে তার (একমাত্র খাদ্য ও পানীয়) মায়ের বুকের দুধ খেয়ে জীবন ধারণ করে। আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে মা তার দেহের রক্ত নিংড়ানো ফসল দিয়ে সন্তানের জন্য খাদ্যের সুব্যবস্থা করেন। অতঃপর সন্তান মায়ের অক্লান্ত শ্রম, কষ্ট ও ত্যাগের বিনিময়ে আস্তে-ধীরে বেড়ে উঠে মায়ের কোলে। এভাবে সন্তান পরিণত হয় শিশু-কিশোরে। এরপর সময় পেরিয়ে সে পদার্পণ করে যৌবনে, অতঃপর শুরু হয় তার অন্য জীবন।

আর তখন পৃথিবীর বেশীর ভাগ সন্তান তার মাকে ভুলে যায় এবং যখন তারা জীবন ও যৌবনের প্রয়োজনে যুগল ধারণ করে, তখনতো প্রায় সব সন্তানই মা ও বাবাকে বেমা'লুম ভুলে যায়। এটাই বর্তমান পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবতা।

পিতার হক্ব ও ভূমিকাঃ

পিতা একাধারে সন্তানের জন্মদাতা, প্রতিপালনকারী ও যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহকারী। সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ-মমতা, ত্যাগ ও অবদান অপরিসীম।

প্রথমতঃ সন্তানের জন্মদাতা পিতা। সন্তান জন্মদানে মূলতঃ পিতার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মা সন্তান গর্ভে ধারণ করলেও মায়ের পাশা-পাশি বাবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। সন্তান মাতৃগর্ভে থাকাকালীন স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে শারীরিক ও সাংসারিক বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করে থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ সন্তান ও পরিবারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন পিতা। একজন পিতা তার দৈনন্দিন জীবনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ও রোজগারের বিনিময়ে স্বীয় পরিবার ও সন্তানের প্রতিপালন, শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য-বস্ত্র সহ যাবতীয় নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করেন। সন্তান প্রতিপালনের ব্যয়ভার ও দায়িত্ব এককভাবে পিতার উপর।

তৃতীয়তঃ পিতা সন্তানের শ্রেষ্ঠ অভিভাবক। পিতা এক বুক আশা-আকাংখা নিয়ে নিজ শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে সন্তানকে গড়ে তোলেন তার মনের মত করে। সন্তানকে সৎ, মহৎ, সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য পিতা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা করে থাকেন। এক্ষেত্রে পিতা কখনও হন সার্থক, আবার হয়ত কখনও হন ব্যর্থ। তবে প্রকৃত সত্য ও বাস্তব এই যে, সন্তান প্রতিপালন ও সুযোগ্য করে গড়ে তুলতে পিতার বিন্দু পরিমাণ অবহেলা ও প্রচেষ্টার ত্রুটি থাকে না।

প্রত্যেক সন্তানকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, শিশু-কিশোর ও যৌবনে তাদের প্রতি পিতার কি ধরনের অবদান ছিল। পিতা কত কষ্টের বিনিময়ে তাদের লালন-পালন ও ব্যয়ভার বহন করেছেন। তাই প্রত্যেক সন্তানের একান্ত কর্তব্য পিতার অবদান এবং (সন্তানের দ্বারা পিতার) আশা-আকাংখা অনুধাবন করে তা পূরণ করা।

মাতা-পিতা ও সন্তান একের প্রতি অপরের হক্ব, দায়িত্ব ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মাতা-পিতার প্রতি যেমনি রয়েছে সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ঠিক তেমনিভাবে সন্তানের প্রতিও রয়েছে মাতা-পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হ'ল।-

২. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১১।*

প্রথমতঃ সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

(১) সন্তান মাতৃগর্ভে আসার পর থেকেই মাতা-পিতার প্রতি প্রাথমিক দায়িত্ব অর্পিত হয়। যেমন এসময় মা নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করবেন, ছালাত-ছিয়াম, পর্দা সহ ইসলামী বিধি-বিধান যথাযথভাবে মেনে চলবেন এবং অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করবেন। আর এসব কাজে পিতা সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

(২) অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের পর পিতা-মাতার কর্তব্য হ'ল ভাল অর্থবোধক ইসলামী নাম রাখা এবং (সামর্থ্য থাকলে) সপ্তম দিনে আক্বীকা করা।

(৩) সন্তান প্রতিপালন তথা তার জীবন ধারণের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করা।

(৪) বয়স বৃদ্ধির সাথে-সাথে তাদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে যথাসম্ভব তা পূরণ করা।

(৫) চার/পাঁচ বৎসর বয়স থেকেই সন্তানদের ইসলামী বিধি-বিধান (কালেমা, তাওহীদ, ছালাত) শিক্ষা দেওয়া।

(৬) সৎ অভ্যাস, সৎ চরিত্র, সত্যবাদিতা, পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দেওয়া। মিথ্যা কথা বলা ও ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত রাখা এবং কোন ধরনের মিথ্যা আশ্বাস না দেওয়া।

(৭) বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা শিক্ষা দেওয়া। পিতা-মাতা ও শিক্ষকগণের প্রতি অনুগত হওয়ার শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নির্দেশ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া।

(৮) শিক্ষা-দীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা এবং ইসলামী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রদান ও উৎসাহিত করা।

(৯) প্রত্যেক সন্তানকে ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা।

(১০) সন্তান যতদিন পর্যন্ত উপযুক্ত কর্মক্ষম হয়ে গড়ে না উঠে, ততদিন পর্যন্ত তাদের যাবতীয় খরচ ও ব্যয়ভার বহন করা।

(১১) পরিণত বয়সে উপনীত হ'লে তাদের জন্য যথোপযুক্ত বিয়ের ব্যবস্থা করা।

(১২) মেয়ে সন্তানদের সাত বৎসর বয়স থেকেই পর্দা ও ছালাতের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং শরী'আত সম্মত ঢিলাঢালা পোষাক পরিধান করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

(১৩) ধূমপান, চলচ্চিত্র, অশ্লীল ম্যাগাজিন পাঠ ইত্যাদি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ ও নির্দেশ দেয়া এবং সাধ্যমত বিরত রাখা।

(১৪) ছালাত, ছিয়াম (মেয়েদের জন্য পর্দা) সহ বিভিন্ন বিষয়ে হালাল-হারাম, শিরক-বিদ'আত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতঃ তা পরিত্যাগ করা, ইসলামী বিধি বিধান মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করা এবং প্রয়োজনে তাতে বাধ্য করা।

উপরোক্ত বিষয় সমূহের প্রতি প্রত্যেক পিতা-মাতা সতর্কতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন এবং স্বীয় সন্তানদের প্রয়োজনীয় আদেশ-উপদেশ, শিক্ষা ও নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে যথোপযুক্ত করে গড়ে তুলবেন। তবেই ইনশাআল্লাহ পিতা-মাতা সন্তানের দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতে প্রকৃত লাভবান ও সফলকাম হ'তে পারবেন।

মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

মাতা-পিতা একাধারে সন্তানের জন্মদাতা, লালন-পালনকারী এবং শ্রেষ্ঠ অভিভাবক। তাই প্রত্যেক সন্তানের একান্ত কর্তব্য সর্বদা তাদের প্রতি সৎ ও সুমধুর আচরণ করা, তাদের অনুগত হওয়া এবং তাদের খেদমত ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। শিশু-কিশোর অবস্থায় সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার যেমনি দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে, ঠিক তেমনি সন্তান বড় হয়ে কর্মক্ষম হ'লে মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায়। প্রত্যেক সন্তান তার মাতা-পিতার প্রতি যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য (অবশ্য) পালন করবে সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'লঃ

(১) মাতা-পিতার প্রতি সর্বদা সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে, যেন মাতা-পিতা তাদের কোন কথা বা কাজে অসন্তুষ্ট না হন। তাদের সামনে এমন কোন কথা বা কাজ করা যাবে না, যাতে তারা মনে কষ্ট পান। সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় তাদের সাথে মিষ্ট ভাষায় নিম্নস্বরে কথা বলতে হবে।

(২) যে কোন কারণে বা কাজে মাতা-পিতাকে অবহেলা করা যাবে না। তাদের কথা ও মতামতকে অবহেলা না করে প্রাধান্য দিতে হবে।

(৩) সন্তানের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে শিশু-কিশোর ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত মাতা-পিতার করণীয় অবদান স্মরণ রাখতে হবে। আর যখন মাতা-পিতা বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হবেন, তখন তাদের প্রতি সন্তানের করণীয় কাজ দায়িত্ব পূর্বানুরূপ হবে। এতে অবহেলা করা যাবে না।

(৪) মাতা-পিতা যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হবেন, তখন তাদের ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদি দায়িত্ব সন্তানের উপর। কেননা এ অবস্থায় মাতা-পিতা দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে, তাদের শারীরিক সর্বময় ক্ষমতা হ্রাস পায়। তারা তখন আর আয় উপার্জনে সক্ষম হন না। এ অবস্থায় সন্তান মাতা-পিতার অভিভাবক হয়ে নিজ সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী তাদের জন্য পৃথিবীতে জীবন-যাপনের অনুকূল ব্যবস্থা করবে।

পৃথিবীতে জীবন যাপনের জন্য মানবীয় চাহিদা যেমন-খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদি পূরণ হওয়া বা পূরণ করা একান্ত প্রয়োজন। এসব চাহিদা পূরণ না হ'লে যেমনিভাবে পৃথিবীতে জীবন যাপন অসম্ভব এবং বিভিন্ন

প্রথমতঃ সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

(১) সন্তান মাতৃগর্ভে আসার পর থেকেই মাতা-পিতার প্রতি প্রাথমিক দায়িত্ব অর্পিত হয়। যেমন এসময় মা নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করবেন, ছালাত-ছিয়াম, পর্দা সহ ইসলামী বিধি-বিধান যথাযথভাবে মেনে চলবেন এবং অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করবেন। আর এসব কাজে পিতা সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

(২) অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের পর পিতা-মাতার কর্তব্য হ'ল ভাল অর্থবোধক ইসলামী নাম রাখা এবং (সামর্থ্য থাকলে) সপ্তম দিনে আক্বীকা করা।

(৩) সন্তান প্রতিপালন তথা তার জীবন ধারণের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করা।

(৪) বয়স বৃদ্ধির সাথে-সাথে তাদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে যথাসম্ভব তা পূরণ করা।

(৫) চার/পাঁচ বৎসর বয়স থেকেই সন্তানদের ইসলামী বিধি-বিধান (কালেমা, তাওহীদ, ছালাত) শিক্ষা দেওয়া।

(৬) সৎ অভ্যাস, সৎ চরিত্র, সত্যবাদিতা, পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দেওয়া। মিথ্যা কথা বলা ও ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত রাখা এবং কোন ধরনের মিথ্যা আশ্বাস না দেওয়া।

(৭) বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা শিক্ষা দেওয়া। পিতা-মাতা ও শিক্ষকগণের প্রতি অনুগত হওয়ার শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নির্দেশ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া।

(৮) শিক্ষা-দীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা এবং ইসলামী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রদান ও উৎসাহিত করা।

(৯) প্রত্যেক সন্তানকে ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা।

(১০) সন্তান যতদিন পর্যন্ত উপযুক্ত কর্মক্ষম হয়ে গড়ে না উঠে, ততদিন পর্যন্ত তাদের যাবতীয় খরচ ও ব্যয়ভার বহন করা।

(১১) পরিণত বয়সে উপনীত হ'লে তাদের জন্য যথোপযুক্ত বিয়ের ব্যবস্থা করা।

(১২) মেয়ে সন্তানদের সাত বৎসর বয়স থেকেই পর্দা ও ছালাতের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং শরী'আত সম্মত ঢিলাঢালা পোষাক পরিধান করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

(১৩) ধূমপান, চলচ্চিত্র, অশ্লীল ম্যাগাজিন পাঠ ইত্যাদি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ ও নির্দেশ দেয়া এবং সাধ্যমত বিরত রাখা।

(১৪) ছালাত, ছিয়াম (মেয়েদের জন্য পর্দা) সহ বিভিন্ন বিষয়ে হালাল-হারাম, শিরক-বিদ'আত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতঃ তা পরিত্যাগ করা, ইসলামী বিধি বিধান মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করা এবং প্রয়োজনে তাতে বাধ্য করা।

উপরোক্ত বিষয় সমূহের প্রতি প্রত্যেক পিতা-মাতা সতর্কতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন এবং স্বীয় সন্তানদের প্রয়োজনীয় আদেশ-উপদেশ, শিক্ষা ও নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে যথোপযুক্ত করে গড়ে তুলবেন। তবেই ইনশাআল্লাহ পিতা-মাতা সন্তানের দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতে প্রকৃত লাভবান ও সফলকাম হ'তে পারবেন।

মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

মাতা-পিতা একাধারে সন্তানের জন্মদাতা, লালন-পালনকারী এবং শ্রেষ্ঠ অভিভাবক। তাই প্রত্যেক সন্তানের একান্ত কর্তব্য সর্বদা তাদের প্রতি সৎ ও সুমধুর আচরণ করা, তাদের অনুগত হওয়া এবং তাদের খেদমত ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। শিশু-কিশোর অবস্থায় সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার যেমনি দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে, ঠিক তেমনি সন্তান বড় হয়ে কর্মক্ষম হ'লে মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায়। প্রত্যেক সন্তান তার মাতা-পিতার প্রতি যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য (অবশ্য) পালন করবে সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'লঃ

(১) মাতা-পিতার প্রতি সর্বদা সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে, যেন মাতা-পিতা তাদের কোন কথা বা কাজে অসন্তুষ্ট না হন। তাদের সামনে এমন কোন কথা বা কাজ করা যাবে না, যাতে তারা মনে কষ্ট পান। সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় তাদের সাথে মিষ্ট ভাষায় নিম্নস্বরে কথা বলতে হবে।

(২) যে কোন কারণে বা কাজে মাতা-পিতাকে অবহেলা করা যাবে না। তাদের কথা ও মতামতকে অবহেলা না করে প্রাধান্য দিতে হবে।

(৩) সন্তানের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে শিশু-কিশোর ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত মাতা-পিতার করণীয় অবদান স্মরণ রাখতে হবে। আর যখন মাতা-পিতা বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হবেন, তখন তাদের প্রতি সন্তানের করণীয় কাজ দায়িত্ব পূর্বানুরূপ হবে। এতে অবহেলা করা যাবে না।

(৪) মাতা-পিতা যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হবেন, তখন তাদের ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদি দায়িত্ব সন্তানের উপর। কেননা এ অবস্থায় মাতা-পিতা দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে, তাদের শারীরিক সর্বময় ক্ষমতা হ্রাস পায়। তারা তখন আর আয় উপার্জনে সক্ষম হন না। এ অবস্থায় সন্তান মাতা-পিতার অভিভাবক হয়ে নিজ সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী তাদের জন্য পৃথিবীতে জীবন-যাপনের অনুকূল ব্যবস্থা করবে।

পৃথিবীতে জীবন যাপনের জন্য মানবীয় চাহিদা যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদি পূরণ হওয়া বা পূরণ করা একান্ত প্রয়োজন। এসব চাহিদা পূরণ না হ'লে যেমনিভাবে পৃথিবীতে জীবন যাপন অসম্ভব এবং বিভিন্ন

অসুবিধার সম্মুখীন, তেমনি তা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের ক্ষেত্রেও বাধা বা অন্তরায়। তাই সন্তান মাতা-পিতার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য চাহিদা পূরণ করবে, যাতে করে মাতা-পিতা সন্তুষ্টচিত্তে ও নির্বিঘ্নে অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী, তাঁর আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান বান্দাদ জন্য অত্যন্ত সহজ ও সহায়ক।

(৫) মাতা-পিতার বন্ধুদের সাথেও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন সহ সবার সাথে সুন্দর সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

(৬) সর্বদা তাদের (শরী'আত সম্মত) আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে। তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না। তাদের বিরুদ্ধাচরণ করলে তারা মনে দুঃখ পাবে। আর মাতা-পিতার মনে অব্যাহত দুঃখ দিলে তাদের নাফরমান তথা বিরাগভাজন হবে, এটা কবীরা বা মস্তবড় গুনাহ। এসব গুনাহ বা পাপ তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া ব্যতীত মাফ হবে না।

(৭) সাধারণত ছেলে সন্তানেরা বিয়ের পর তাদের স্ত্রীর কথা ও মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে মাতা-পিতাকে অবহেলা করে থাকে এবং তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চায়। এটা মারাত্মক ভুল ও জাহেলিয়াত। প্রত্যেক সন্তানকে স্মরণ রাখতে হবে যে, স্ত্রী বা নিজ সন্তানের চেয়েও মাতা-পিতার হক্ব অধিকতর বেশী। এ হক্ব পূরণ করতে কিঞ্চিত পরিমাণও ত্রুটি বা অবহেলা করা যাবে না।

(৮) সন্তানের জন্য মাতা-পিতা আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ নে'মত। তাদের সন্তুষ্টির মাঝেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। তাই প্রত্যেক সন্তানকে (আল্লাহ্র ইবাদত ও) মাতা-পিতার খেদমত করতঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।

(৯) মাতা-পিতার মৃত্যুর পর সন্তান আল্লাহকে রাযী-খুশী করানোর লক্ষ্যে ধৈর্যধারণ করবে। তাদের ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করবে এবং যথাশীঘ্র দাফনের ব্যবস্থা করবে।

(১০) তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিছগণ 'মীরাছ' অনুযায়ী সুষ্ঠু বন্টন করে নিবে। কেউ কাউকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবে না এবং কারো প্রতি অন্যায় বা যুলুম করবে না।

(১১) মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের ক্ষমা, নাজাত ও মুক্তির জন্য সর্বদা আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করবে। আল্লাহ মানব সন্তানদের মাতা-পিতার জন্য দো'আ শিক্ষা ও নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ কর, যেমনি তারা শৈশবে আমার প্রতি স্নেহ ও দয়া করেছেন' (বনী ইসরাঈল ২৪)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, সৎ ও আল্লাহভীরু সন্তানের দো'আ আল্লাহ গ্রহণ করেন। আর সাধ্যানুযায়ী তাদের জন্য দান-ছাদাক্বা করবে।

উপসংহারঃ

মাতা-পিতা সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মত। প্রত্যেক সন্তানের একান্ত কর্তব্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাদের আদেশ-নিষেধ পালন ও খেদমত করতঃ তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর কোন সন্তানের পক্ষেই তাদের যথাযথ ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। সন্তানের জীবনের সমগ্র শ্রম, কষ্ট-ক্লেশ ও উপার্জন তাদের জন্য উৎসর্গ করে দিলেও তাদের ঋণ কিঞ্চিত পরিমাণও পরিশোধ হবে না। অতঃপর প্রত্যেক সন্তানের জন্য অবশ্য করণীয় হ'ল, মাতা-পিতার হক্ব ও অধিকার সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞানার্জন ও উপলব্ধি করে তাদের সেবা, খেদমত ও আদেশ-নিষেধ যথাযথ পালন করা।

পরিশেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার নিকট সবিনয় প্রার্থনা- তিনি যেন আমাদের সবাইকে তাঁর আদেশ-নিষেধ সঠিকভাবে পালন করতঃ মাতা-পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার তাওফীক্ব দান করেন। আমীন!

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

*পাঠক নন্দিত ও বহু আকাংখিত **'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?'** বইটি বর্ধিত কলেবরে ৪র্থ সংস্করণ হোয়াইট প্রিন্টে বের হয়েছে। বহু তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ এই অমূল্য বইটির প্রতি কপির হাদিয়া ২০.০০ (বিশ) টাকা মাত্র। নিজে খরিদ করুন এবং অন্যকে উপহার দিন। আহলেহাদীছের প্রকৃত পরিচয় জানতে হ'লে বইটি আজই সংগ্রহ করুন। একত্রে ১০ কপি ও তার উর্ধ্বে নিলে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।*

প্রাপ্তিস্থানঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, কাজলা, রাজশাহী।

বিঃ দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পুনঃমুদ্রণ হয়েছে। হাদিয়া ৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র।

টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরার বিধান

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারীর ছালাত হবে নাঃ

টাখ্নুর নীচে কাপড় পরলে তার ছালাত আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হবে না। হাদীছে এসেছে-

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلم يَقُوْلُ مَنِ اسْبَلَ إِزَارَهُ فِىْ صَلاَتِهِ خُيَلاَءَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ حِلٍّ وَلاَ حَرَمٍ-

'ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি ছালাত অবস্থায় স্বীয় কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরবে, সে হালাল অবস্থায় থাকুক বা হারাম অবস্থায় থাকুক তাতে আল্লাহ্র কিছু যায় আসে না। অর্থাৎ সে ছালাত আদায় করুক বা না করুক তাতে আল্লাহ্র কিছু যায় আসে না'।[১৮]

উপস্থাপিত হাদীছে বুঝা যাচ্ছে, পরিধেয় বস্ত্র টাখনুর নীচে পরিধানকারীর ছালাত আল্লাহ্র নিকট গ্রহণীয় হয় না। মহান আল্লাহ তার ছালাতের কোন মূল্য দেন না। যার ছালাত স্বীয় প্রভুর নিকট অগ্রহণীয় তার পরিণাম ক্বিয়ামতের দিন খুবই জটিল হবে। তাকে ভোগ করতে হবে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি।

কতটুকু লম্বা কাপড় পরিধান করা যাবে?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জাবির ইবনে সুলাইমকে উপদেশ দানকালে বলেন, ইযার বা তহবন্দ হাঁটুর নীচে অর্ধেক পর্যন্ত উঠাবে। এতদূর যদি উঠাতে তোমার বাধা থাকে তাহ'লে অন্ততঃ টাখনু পর্যন্ত উঠাবে। কারণ এটা হচ্ছে অহংকারের অন্তর্গত। আর আল্লাহ অহংকার পসন্দ করেন না।[১৯]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলমানের লুঙ্গি, পায়জামা হাঁটু ও পায়ের গিঁটের মাঝামাঝি স্থানে (নিছফে সাক্ব) থাকা বাঞ্ছনীয়। আর এই নিছফে সাক্ব তথা পায়ের গিঁটের মাঝামাঝি থাকা দূষণীয় নয়। টাখনুর নীচে যেটুকু থাকবে, তা জাহান্নামে যাবে। যে অহংকারের বশবর্তী হয়ে লুঙ্গি, পায়জামা নীচের দিকে ঝুলিয়ে দেয় (ক্বিয়ামতের দিন) আল্লাহ তার প্রতি ফিরেও তাকাবেন না।[২০]

আবু দারদা বলেন, একদা হযরত ইবনে হানযালিয়া আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু দারদা তাঁকে বললেন, এমন কিছু কথা আমাদের বলুন, যাতে আমরা লাভবান হ'তে পারি এবং আপনার ক্ষতি না হয়। তিনি জবাবে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'খুরাইম উসাইদী কি চমৎকার ব্যক্তি যদি তার চুল বেশী লম্বা না হয় এবং তার ইযার (পরিধেয় বস্ত্র) টাখনুর নীচে না পরে'! কথাটি খুরাইমের কানে পৌঁছে গেল। তিনি দ্রুত ছুরি নিলেন এবং নিজের চুল কান পর্যন্ত কেটে ফেললেন এবং নিজের ইযারটি হাঁটু ও টাখনুর মাঝখানে অর্ধাংশ পর্যন্ত উঠিয়ে নিলেন।[২১]

উপরোক্ত হাদীছগুলিতে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের পরিধেয় বস্ত্র হবে খুব জোর টাখনু পর্যন্ত। টাখনুর মাঝামাঝি পর্যন্তও যদি কাপড় চলে যায় তবে তা দূষণীয় নয়। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মুমিনের ইযার (লুঙ্গি, প্যান্ট, পায়জামা) পায়ের অর্ধনলা পর্যন্ত থাকা চাই। তবে উহার নীচে টাখনু বা গিরার মধ্যবর্তী পর্যন্ত হওয়াতে কোন দোষ নেই। কিন্তু টাখনুর নীচে যা যাবে তা জাহান্নামে যাবে। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ ইযার হেঁচড়িয়ে চলে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।[২২]

ইবনু আসাকির বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) টাখনুর উপরে কাপড় পরিধান করতেন, যার হাতা আঙ্গুল পর্যন্ত লম্বা ছিল।[২৩] হাদীছগুলির আলোকে বলা যায়, কাপড় পায়ের অর্ধনলা পর্যন্ত পরা সুন্নাত, টাখনুর উপর পর্যন্ত পরতে

---

* আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

১৮. মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবাণী, ছহীহ আবূদাঊদ (বিয়াযঃ মাকতাবা আল-মা'আরেফ, ১৪১৯ হিজরী, ১৯৯৮ ইং), হা/৬৩৭, ১/১৮৯-১৯০ পৃঃ।

১৯. আবূদাঊদ ও তিরমিযী। তিরমিযী ছহীহ সনদে বর্ণনা করে বলেন, হাদীছটি হাসান ছহীহ। গৃহীতঃ রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ২৭৭।

২০. আবূদাঊদ ছহীহ সনদে। গৃহীতঃ রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ২৭৯।

২১. আবূদাঊদ হাসান সনদে উদ্ধৃত করেছেন। তবে কায়েস ইবনে বিশরের হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে শক্তিমত্তা ও দুর্বলতার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে এবং ইমাম মুসলিমও তাঁর থেকে হাদীছ উল্লেখ করেছেন। দ্রঃ রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ২৭৯।

২২. আবূদাঊদ ও ইবনু মাজাহ। গৃহীতঃ মিশকাত, পৃঃ ৩৭৪।

২৩. বুখারী। গৃহীতঃ শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল হালীম বিন আব্দুর রহীম, মিরক্বাত, (দিল্লিঃ কুতুবখানা ইশা'আতুল ইসলাম, তাবি), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৯।

কোন অসুবিধা নেই এমনকি টাখনুর মাঝামাঝি পর্যন্তও পরা যায়। তবে টাখনুর মাঝামাঝি পর্যন্ত কাপড় পরলে অসাবধানতা বশতঃ বারংবার টাখনুর নীচে ঝুলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। বিধায় এ থেকে বেঁচে থাকা ও সতর্ক দৃষ্টি রাখাই শ্রেয় এবং টাখনুর উপরে কাপড় পরাই সর্বাধিক উত্তম।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধ হুবহু পালন করা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা বর্জন কর' *(হাশর ৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাস্তব জীবনে টাখনুর উপরে কাপড় পরেছেন এবং সকলকে পরতে বলেছেন। সাথে সাথে টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরতে নিষেধ করেছেন। এ আয়াতটির উপর লক্ষ্য করেও এহেন গর্হিত কাজ যথাশীঘ্র বর্জন করা উচিৎ।

অহংকারই পতনের মূলঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরোক্ত বাণীগুলিতে বারংবার অহংকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ অহংকার বড় পাপের অন্তর্ভুক্ত। অহংকারীদের সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দাম্ভিক অহংকারীকে পসন্দ করেন না' *(নিসা ৩৬)*। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তির অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'।[২৪] তিনি অন্যত্র বলেন, 'অহংকার হ'ল হক্বকে বাতিল করা এবং মানুষকে হেয় জ্ঞান করা'।[২৫] হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'মহান আল্লাহ বলেন,[২৬] 'অহংকার আমার চাদর ও শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গি স্বরূপ। অতএব, যে ব্যক্তি এই দু'য়ের কোন একটিকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব'। অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব'।[২৭]

দুর্ভাগ্য যে, বর্তমান সমাজে যারা টাখনুর উপরে কাপড় পরিধান করে তাদেরকে অনেক সময় বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হয়। কোন কোন সময় কিছু অপ্রত্যাশিত কথাবার্তাও শ্রবণ করতে হয়। বন্ধু-বান্ধবরা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। অধিকাংশ মানুষ তাকে ভিন্ন চোখে দেখে। তাকে অসামাজিক, কাটমোল্লা, মৌলবাদী ইত্যাদি অনাকাংখিত বিশেষণে বিশেষিত করতেও অনেকে কসুর করে না।

পক্ষান্তরে যারা টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে তাদেরকে এসব সমস্যার তেমন সম্মুখী হ'তে হয় না। ফলশ্রুতিতে এমনিতেই তাদের অন্তরে অহংকার তথা গর্বের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। সাথে সাথে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী ব্যক্তি নিজে নিজে মনে করে, টাখনুর উপর কাপড় পরিধান কারীর চেয়ে তাকে বেশী দেখতে ভাল লাগছে। যাতে অহংকার ও লোক দেখানো তথা 'রিয়া' এর পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং যারা বলে থাকেন, আমরা টাখনুর নীচে অহংকারের জন্য কাপড় ঝুলিয়ে পরি না, এমনিতেই তা পরে থাকি। তাদের এ ধরনের হীন মন্তব্য আর চলে না। তাদের এটা চতুরতা মাত্র। এ ধরনের যুক্তি একান্তই অসার। এ ধরনের যুক্তির আশ্রয় না নিয়ে ইসলামের বিধানকে শ্রদ্ধা সহকারে পালন করা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক। এরূপ যুক্তির আশ্রয় নিতে গিয়েই মুসলিম সমাজ আজ প্রকৃত ইসলাম হ'তে বহু দূরে ছিটকে পড়েছে। তাদের মাঝে অসংখ্য ছোট বড় শিরক ও বিদ'আত ঢুকে পড়েছে। এই সুযোগে বিধর্মীরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করার সুযোগ পেয়ে বসেছে। সুতরাং আসুন! আর নয় যুক্তি-তর্কের কাঁদা ছোড়া-ছুড়ি; বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকৃত ব্যাখ্যার দিকে ফিরে আসি।

একটি শিক্ষণীয় গল্পঃ

ত্বাহের মুনীর একজন ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত লোক ছিলেন। তিনি বলেন, আমি একবার আমেরিকা (মিসিগান স্টেট) ভ্রমণে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখতে পেলাম একটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (Health Centre)। আমার বন্ধু বললেন, এখানে চল; তোমাকে একটি মজাদার জিনিষ দেখাচ্ছি। আমরা গিয়ে পৌঁছলাম সেই কমপ্লেক্সে। তার মধ্যে রয়েছে অনেক বিভাগ। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় আমরা পোশাক বিভাগে পৌঁছলাম। সেখানে এক স্থানে লেখা রয়েছে 'স্যালোয়ার

---

২৪. মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৪৩৩।
২৫. মুসলিম। তদেব।
২৬. এটি হাদীছে কুদসী। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সনদ সহকারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হ'তে যা বর্ণনা করা হয় তাকে হাদীছে কুদসী বলা হয়। দ্রঃ আব্দুল করীম মুরাদ ও আব্দুল মুহসীন আল-আব্বাদ, মিন আতয়াবিল মিনহে ফি ইলমিল মুছতালাহ (মদীনাঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ১৪১১ হিঃ), পৃঃ ৬।
২৭. মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৪৩৪।

(পোশাক) টাখনুর উপরে পরিধান করুন। ইহা দ্বারা টাখনু ফুলে যাওয়া, যকৃত ও উন্মাদনা রোগ থেকে রক্ষা পাবেন'। এই দেখে তো আমি চমকে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এই সেন্টার কি মুসলমানদের? বলল, না। এটাতো খ্রিষ্টানদের একটি গবেষণা কেন্দ্র।

এখানে তারা স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা চালায়, যার মধ্যে কিছু ইসলামী বিষয়াবলীও গবেষণাধীন রয়েছে। স্যালোয়ার টাখনুর নীচে পরিধান করলে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ধমনী আবৃত থাকে বলে দেহে উপরোক্ত পরিবর্তনাদি সৃষ্টি হয়।[২৮]

এ গল্প থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। বিধর্মীরা নিছক বৈষয়িক ক্ষেত্রে লাভবান হওয়ার জন্য আধুনিককালে গবেষণা করে বিষয়টি উদ্‌ঘাটন করেছে। তাদের উদ্দেশ্য স্রেফ রোগ মুক্তি। কিন্তু মানবতার মহান শিক্ষক নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) আজ থেকে চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বেই এ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এ থেকে বেঁচে থাকতে বলেছেন। কঠোর হুঁশিয়ারী বাণী এবং এর ভয়াবহতার সাথে সাথে শেষ পরিণাম সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। যদি আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী ও আধুনিক কালের গবেষণা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতঃ টাখনুর নীচে কাপড় পরা থেকে নিজেকে বিরত রাখি, তাহ'লে আমাদের তথা মুসলমানদের ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় দিক থেকে উপকৃত হওয়া যাবে। বৈষয়িক ক্ষেত্রে দুনিয়াবী জীবনে কিছু রোগ থেকে মুক্তি এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ করে শেষ দিবসের ভয়াবহ পরিণতি জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের আশা রাখতে পারি।

আর অন্যরা শুধুমাত্র বৈষয়িক জীবনে কিছু রোগ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আমাদের সম্পদ থেকে অন্য জাতিরা উপকার নিয়ে থাকে কিন্তু আমরা উপকার নিতে পারি না। এখানেই আমাদের চরম ব্যর্থতা। তাছাড়াও বিভিন্ন ডাক্তার ও গবেষকদের নিকট থেকে শুনা যায়, টাখনুর নীচে কাপড় পরলে পুরুষের যৌন ক্ষমতা হ্রাস পায়। এসব বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে হ'লেও আমাদের ইসলামী বিধানকে শ্রদ্ধাভরে পালন করা উচিৎ। এই ধূলির ধরাতে ইসলামের শুভাগমন ঘটেছে মানবতার কল্যাণ, মুক্তি ও আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য। ইসলামের নিকট থেকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধর্মের সকল জাতির লোক আদর্শ নিয়ে উপকৃত হ'তে পারে।

এজন্যই অনেক বিধর্মী পণ্ডিত ইসলাম সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা শ্রবণান্তে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এ প্রসঙ্গে দু'একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে তুলে ধরলাম। শ্রী মানবেন্দ্র নাথ বলেন, "Learning from the Muslim Europe became the Leader of modern civilization." অর্থাৎ মুসলিম শিক্ষার প্রভাবেই ইউরোপ আধুনিক সভ্যতার নেতা হ'তে পেরেছে'।[২৯] মুসলমানদের থেকে শিক্ষা নিয়ে ইউরোপ হ'ল সভ্যতার নেতা এবং শিক্ষকরাই রইল পিছিয়ে। গুরু নানক বলেন, 'বেদ ও পুরাণের যুগ চলে গেছে, এখন দুনিয়াকে পরিচালিত করার জন্য কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ। ... মানুষ যে অবিরত অস্থির এবং নরকে যায় তার একমাত্র কারণ এই যে, ইসলামের নবীর প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নেই'।[৩০] সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেন, 'একমাত্র কুরআনই সত্য এবং মানবকে সুখ শান্তির পথে পরিচালিত করতে সক্ষম'।[৩১]

কাপড় পরিধানের ব্যাপারে মেয়েদের বিধানঃ

ইতিপূর্বের আলোচনাতে একথা পূর্ণ শশীর ন্যায় প্রস্ফুটিত হয়ে গেছে যে, টাখনুর নীচে কাপড় পরা মহাপাপ। যার শেষ পরিণাম জাহান্নাম। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন থেকে যায় এই বিধান কি নারী-পুরুষ সকলের জন্য? এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, না। টাখনুর উপর কাপড় পরার বিধান শুধু পুরুষের জন্য, মেয়েদের জন্য নয়। মেয়েদের সমস্ত শরীর বস্ত্রাবৃত রাখতে হবে। এমনকি তাদেরকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে।

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী নিম্নরূপঃ উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমাহ (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন 'মেয়েরা নিজেদের কাপড়কে (পোশাক বা বোরকা) কতটুকু নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিবে? তখন উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, 'তারা স্বীয় পদতালুর সামনে, অর্থাৎ গোড়ালের নীচে রেখে কাপড় পরবে'। উম্মুল মুমিনীন পুনরায় প্রশ্ন করলেন যে, 'যখন তারা লম্বা কদমে হাঁটবে (তখন কাপড় তো উঠে যাবে, সে সময় কি করবে?) উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তারা কখনও এক হাতের

---

২৮. মূলঃ ডাঃ মুহাম্মাদ তারেক মাহমুদ, বঙ্গানুবাদঃ হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান (ঢাকাঃ আল-কাওছার প্রকাশনী, ১৪২০ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৮।

২৯. গোলাম আহমাদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস (বর্ধমানঃ বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, অষ্টম মুদ্রণঃ ২০০০ইং), পৃঃ ১৯।

৩০. তদেব।

৩১. তদেব, পৃঃ ১৮।

বেশী লম্বা কদমে হাঁটবে না'।[৩২] এই হাদীছ স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, মেয়েদের টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করতে হবে।

আধুনিক বিজ্ঞানেও প্রমাণিত যে, মেয়েদের টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করাই বেশী ফলদায়ক। 'মহিলারা যদি খোলা পা বিশিষ্ট পায়জামা বা টাখনুর উপর কাপড় পরিধান করে তাহ'লে তাদের নারী জনিত Hormone এর হ্রাস বৃদ্ধির ফলে শরীরের ভিতর ফুলে যাওয়া (Vaginal Inflammation) কোমর ব্যথা, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, খিচুনী ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়'।[৩৩] সমাজ ও জীবন ব্যবস্থাকে নিষ্কলুষ, ঝামেলামুক্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার জন্যেই আল্লাহ তা'আলা এই পর্দা ব্যবস্থাকে অবধারিত করে দিয়েছেন। কেননা এরই মাধ্যমে মহিলারা থাকতে পারে সকল প্রকার সামাজিক ফিৎনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলার উর্ধ্বে এবং তারা একটি আদর্শ মুসলিম উম্মাহ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

কবি আল্লামা আব্দুর রহমান আল-কাশগিরী বলেছেন-

وأخلاق الوليد تقاس حسنًا

بأخلاق النساء الوالدات –

অর্থাৎ সন্তানের চরিত্রের ভালমন্দ যাচাই হয় তার জন্ম দানকারিণী মাতার চরিত্রের ভিত্তিতে।[৩৪] এ প্রসঙ্গে সম্রাট নেপোলিয়ন বলেছেন, "Give me a good mother, I shall give you a good nation" অর্থাৎ আমাকে একটি ভাল মা দাও, আমি তোমাকে একটি ভাল জাতি উপহার দিব।[৩৫] সত্যিই ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে ত্বরান্বিত করতে, সুখ, শান্তি, পারস্পরিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য মায়েদের ভাল হওয়ার বিকল্প কোন পন্থা নেই। বিধায় মা বোনদের ইসলামী লেবাস পরিধান করা উচিৎ।

সমাপনিঃ

টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা বড় পাপ সমূহের অন্তর্ভুক্ত, এতে সন্দেহের লেশ মাত্র অবকাশ নেই। কাপড় ঝুলিয়ে পরার ব্যাপারে পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় ক্ষেত্রে ক্ষতির অন্ধ যমপুরীতে নিক্ষেপ করেছে। তারা আমাদের মাঝে বিষয়টিকে এমন তুচ্ছভাবে উপস্থাপন করেছে, যেন এটি নিতান্তই স্বাভাবিক। যার ফলশ্রুতিতে আমরা সর্বস্তরের জনসাধারণ এটিকে আধুনিক সভ্যতা বলে গ্রহণ করতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করি না। মূলতঃ তাদের টার্গেট ইসলাম ও মুসলিম জাতি। যার কারণে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে প্রচার মিডিয়ার মাধ্যমে গুরুত্বহীন বলে প্রচার করায় মুসলিম জাতি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে স্বাগত জানাতে গিয়ে পড়েছে বিপাকে। দিনে দিনে মুসলিম জাতি অধঃপতনের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে সেদিকে তারা কোন ভ্রুক্ষেপ করছে না। শারঈ বিধান ও ইসলামী সভ্যতাকে উপেক্ষা করে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিকতার গড্ডালিক প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়ায় বিশ্বব্যাপি মুসলিম জাতি আজ হুমকির সম্মুখীন। সারা বিশ্বে আজ তারা বিধর্মীদের রোষাণলে দগ্ধিভূত হচ্ছে। আজ তারা তাদের কাছে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অবহেলিত।

সারা বিশ্বে তাদের হাতে প্রহৃত হচ্ছে। সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রমাণহীনভাবে সন্ত্রাস দমনের ভূয়া প্রসঙ্গ তুলে তারা পাখির মত মুসলমানদের হত্যা করে চলেছে। ভুখা-নাঙ্গা মুসলমানদের উপর চলছে অত্যাচারে স্টীম-রোলার। তাদের তাজা রক্তে বিভিন্ন দেশের মাটি আজ সিক্ত, রঞ্জিত। তাদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা হচ্ছে। লাখ-লাখ শিশু সন্তান পুষ্টিহীনতায় পরপারে পাড়ি জমাচ্ছে। ক্ষুৎপিপাসায় নীরবে, নিভৃতে অশ্রুসিক্ত নয়নে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তাদের আর্তচিৎকারে সভ্য বিশ্বের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা মুসলমানরা বেখবর। একেবারে অচেতন ভাবে নিজ নিজ কর্ম ব্যস্ততায় ডুবে আছি।

মুসলমানদের এহেন দূরাবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় দলমত নির্বিশেষে সকল তরীকা, ইজমকে উপেক্ষা করে একমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করতঃ এক প্লাটফর্মে ঐক্যদ্ধ হওয়া। পাশ্চাত্য নোংরা সভ্যতাকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে ইসলামী সভ্যতাকে সাদরে গ্রহণ করা। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, সর্বক্ষেত্রে ইসলামের নীতিতে ঢেলে সাজানো। সকল স্বার্থদ্বন্দ্ব ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র যমীনে একমাত্র আল্লাহ্‌র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা। পরিশেষে আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলামী বিধান অনুযায়ী জীবন গড়ার তাওফীক দিন। আমীন!!

---

৩২. *আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ। গৃহীতঃ ছহীহ আবুদাউদ, হা/৪১১৭ ও ৪১১৯; ছহীহ তিরমিযী, হা/১৭৩৬; মিশকাত হা/৪৩৩৪ ও ৪৩৩৫, 'লেবাস অধ্যায়', তোহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৩৩ পৃঃ।*

৩৩. *সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ১৩৯।*

৩৪. *মুসলিম বোন কে তোমাকে পর্দার আদেশ দিয়েছেন? ভাষান্তরঃ শাহওয়ালী উল্লাহ বিন রমীয শাহ্ (ঢাকাঃ ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারী ১৯৯৭ইং), পৃঃ ১৩।*

৩৫. *তদেব, পৃঃ ১৪।*

চিকিৎসা জগৎ

শিশুর দুধ তোলা ও গা মোচড়ানো

*ডাঃ মুহাম্মাদ মনছুর আলী**

শিশুর দুধ তোলা সহ গা মোচড়ানো অনেকের নিকট সাধারণ বলে মনে হয়। কিন্তু এর কারণ অনেকেই বুঝেন না। এই অতিরিক্ত কোঁথ দেওয়া ও গা মোচড়ানোর জন্য নাভী বাহিরে ঠেলে আসে। এতে 'অ্যাম্বিলিক্যাল হার্নিয়া' সৃষ্টি হ'তে পারে। এই অবস্থা সৃষ্টি হ'লে নাড়ী নাভীর ভিতরে ঢুকে গিয়ে চাপ সৃষ্টি করে। ফলে বায়ু চলাচল বন্ধ হয়ে পেটে ব্যথা সৃষ্টি হয়। এতে শিশু অত্যন্ত কান্নাকাটি করে। শিশুর মা-বাবারা বিচলিত হয়ে পড়েন। যার জন্য অনেকে ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। আবার অনেকে গ্রাম্য কবিরাজের নিকটে গিয়ে শিরক বা বিদ'আতের মত অপরাধমূলক কাজও করে থাকেন।

এ রোগের মূল কারণ শিশুর খাদ্য গ্রহণ। এতে কোন জ্বিন-ভূতের আছর নেই। মূলতঃ বাচ্চার জন্মগ্রহণের পরপরই যে খাদ্য বাচ্চাকে খাওয়ানো হয় তা থেকে এর সূচনা। নিম্নে এ রোগের কারণ ও চিকিৎসা আলোচিত হ'ল-

(ক) মায়ের সমস্যাঃ

১. শিশুর জন্ম দিনের ২/১ দিনের মধ্যে মায়ের স্তনে দুধ আসে না।

২. এই সময় বাচ্চাকে অন্য দুধ খাওয়াতে হয়।

৩. অধিকাংশ মায়ের স্তন ফুলে যায় ও ব্যথা হয়।

৪. স্তনে অত্যধিক দুধ সঞ্চয় হয়, যা খাওয়া মাত্র শিশুর পেটে ব্যথা শুরু হয়।

৬. মায়ের দুধ অত্যধিক পাতলা ও নীল বর্ণের হয়।

৬. প্রথম ও অনভিজ্ঞ মায়েরা শিশুকে শায়িত অবস্থায় দুধ খাওয়ায়, যার ফলে শিশুর পেটে বাতাস ঢুকে।

৭. মায়ের একটি স্তনে শিশু দুধ খেতে শুরু করলে অন্য স্তন দিয়ে শির শির করে অত্যন্ত বেগের সাথে দুধ আসে, যা খেতে দিলে শিশুর দম বন্ধ হয়ে যায়।

৮. অনেক মায়ের স্তনের বোটা ফাটা হয় ও চুলকায়।

(খ) শিশুর সমস্যা/লক্ষণাবলি নিম্নরূপঃ

১. শিশু মায়ের অথবা অন্য কোন দুধ খাওয়া মাত্র বমি করে।

২. শিশুর বমি চাপ চাপ ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

৩. অত্যন্ত গা মোচড়ায় ও কান্নাকাটি করে।

৪. পেটের ব্যথায় শিশুর পিছনে ভাঁজ হয়ে যায়।

৫. শিশুর দু'হাতের আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ ভাবে সামনে ভাঁজ হ'তে পারে।

৬. পেটে অত্যধিক বায়ু জমে, ফলে খেতে চায় না।

৭. বার বার সামান্য পায়খানা ও কুন্থন হয়।

৮. কান্নাকাটি করে।

৯. জিহ্বায় সাদা প্রলেপ পড়ে।

১০. পায়খানার দ্বারসহ আশপাশের অংশ লাল হয়ে যায়।

১১. সব সময় সবুজ/পীত বর্ণের রস পড়ে।

১২. শিশুর পায়খানা কিছু সময় থাকার পরে মাটিতে বা ন্যাকড়াতে সবুজবর্ণ হয়ে যায়।

১৩. পায়খানাতে আমাশয় থাকে ও টক গন্ধ হয়।

১৪. শিশুর প্রস্রাব কম হয় এবং ঘুমাতে চায় না।

১৫. অত্যধিক কুন্থন ও গা মোচড়ানোর ফলে নাভী ফুলে উঠে এবং পেঁকে পুঁজ হয়।

১৬. অনেক সময় শিশুর 'হিক্কা' হ'তে দেখা যায়।

সতর্কতাঃ

(১) চিকিৎসা শুরুর পূর্বেই উপরোক্ত লক্ষণগুলি লক্ষ্য করতে হবে।

(২) মায়ের আক্রান্ত কোন স্তনের দুধ খাওয়ানো যাবে না।

(৩) শায়িত অবস্থায় দুধ খাওয়ানো যাবে না।

(৪) দুধ খাওয়ানোর সময় শিশুর মাথা সামান্য কাত অবস্থায় খাওয়াতে হবে।

(৫) জোরপূর্বক দুধ খাওয়ানো যাবে না।

(৬) ফিডার খাওয়ার সময় বাতাস যেন শিশুর পেটে প্রবেশ না করে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(৭) ফিডারের নিপলে রোগ-জীবাণু সহজেই মারা যায় না। কাজেই চামচ দ্বারা দুধ খাওয়ানো উচিৎ।

(৮) গরু বা ছাগলের দুধ পাতলা করে খাওয়াতে হবে।

(৯) বাচ্চাকে শয়নের সময় মাথা সামান্য উঁচু করে রাখতে হবে।

(১০) অতিরিক্ত কুন্থন ও গা মোচড়ানোর জন্য যদি নাভী ঠেলে বার বার বাইরে আসে, তবে নরম বেল্ট তৈরী করে নাভী আস্তে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করিয়ে বেল্ট আটকে রাখতে হবে। যাতে নাড়ী নাভীর ভিতর দিয়ে বার বার আসতে না পারে।

উল্লেখ্য যে, শিশুকে 'নযর লেগেছে' বলে একটা কথা সমাজে প্রচলিত আছে। সেজন্য পায়খানা হচ্ছে। এটা

* ডি,এইচ,এম এস; তাহেরপুর বাজার, রাজশাহী।

আমাদের ভুল ধারণা। কাজেই মাথায় কাল ফোটা ও গলায় লাল, নীল রঙের সূতা না বেঁধে দ্রুত অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাঃ

(ক) এ রোগের সঙ্গে যেহেতু মায়ের দুধের সম্পর্ক জড়িত। সেকারণ প্রথমতঃ মাকে চিকিৎসা দিতে হবে।

(১) **Bryonia alb** শক্তি **30, 200**ঃ প্রসবের পরে ২/১ দিনের মধ্যে যদি স্তনে দুধ সঞ্চয় কালে স্তন স্ফীত, লাল বর্ণ, উত্তপ্ত, বেদনা যুক্ত ও শক্তভাব হয়ে জ্বর আসে। সঙ্গে মাথা ব্যথা থাকে এবং নড়াচড়া করতে সমস্যা হয়। এছাড়া স্তন উঁচু করে ধরে রাখলে আরাম বোধ হয় এরূপ লক্ষণে মাকে **Bryonia alb** ব্যবহার করতে হবে।

(২) **Puls 30, 200** ঃ মায়ের স্তনে যদি অতিরিক্ত দুগ্ধ সঞ্চয় হয়, শিশু একটি খেতে শুরু করলে অন্যটি ঝরে পড়ে এবং দুধের রং লাল ও পাতলা হয়, তবে মাকে **Puls 6** অথবা **30** শক্তি ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া লক্ষণ অনুসারে **Cal Cerb, Phosphorus. Lac Canai** প্রভৃতি ঔষধও মাকে খাওয়ানো যাবে।

খ. শিশুর চিকিৎসাঃ

শিশুর চিকিৎসার ক্ষেত্রে মাকে যদি ঔষধ খেতে দিতে হয়, তবে মায়ের সঙ্গে মিল রেখে শিশুকেও ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

(১) **AETUSA CYNAPIUM 30 শক্তিঃ** শিশু যদি দুধ খাওয়া মাত্র বমি করে, গা মোচড় দিয়ে চাপ চাপ দুগ্ধ তুলে দেয়, পানির মত সবুজ আমাশয় যুক্ত পায়খানা করে, আদৌ দুগ্ধ খেতে চায় না, ঝিমিয়ে পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে 'ইথুজা' ব্যবহার করা যায়।

(২) **Phosphorus 30, 200**ঃ শিশু দুগ্ধ তোলা সহ অত্যধিক গা মোড়ানো, সবুজ আমাশয় যুক্ত পায়খানা, পায়খানার দ্বার লাল এবং ঘা হয়ে যাওয়া, পায়খানা অনবরত চুইয়ে পড়া, কান্নাকাটি করা এবং না খাওয়া ইত্যাদি লক্ষণে **Phosphorus** ব্যবহার্য।

(৩) **Sulpher 30, 200 শক্তিঃ** নোংরা ও শীতকাতর মায়ের সন্তান, যারা বেশ কিছুদিন ধরে এ রোগে ভুগছে। দুগ্ধ তোলা, গা মোচড়ানো, আমায়শ যুক্ত সবুজ বিভিন্ন রকমের পায়খানা, টক গন্ধ যুক্ত বমন, শরীরের বিভিন্ন স্থানে চর্মরোগ ইত্যাদি লক্ষণে 'সালফার' সেব্য।

এ ছাড়া **এপিসমেল, ইপিকাক, পডোফাইলাম এ্যালো** প্রভৃতি ঔষধও লক্ষণ অনুসারে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কবিতা

ঈদের খুশী

-মুহাম্মাদ এবাদত আলী শেখ
বৈশাখী ষ্টোর
পাংশা বাজার, রাজবাড়ী।

সন্ধ্যাকাশে উঠলো হেসে
ঈদের সোনার চাঁদ
জাগলো পুলক সবার মনে
ছুটলো খুশীর বাঁধ।
রাত পোহালে ঈদের মাঠে
ঈদের জামা'আত হবে
এক কাতারে দাঁড়িয়ে মোরা
পড়বো ছালাত সবে।
গোশত পোলাও ফিরনী পায়েশ
খাবো সবার সাথে।
মজার মজার খাবার দেব
ইয়াতীম দুখির হাতে।
ধনী গরীব নাই ভেদাভেদ
সবাই আপন জন
ঈদের দিনে সবার ঘরে
সবার নিমন্ত্রণ।
এ যেন এক জান্নাতী সুখ
আল্লাহ্‌র সেরা দান,
লক্ষ কোটি শুকরিয়া তাই,
আল্লাহ মেহেরবান।
সারা বছর থাকত যদি
ঈদের দিনের মত
বলতে পার এখন মোদের
কেমন মজা হত?

***

ঈদুল ফিতরের প্রত্যাশা

-মুহাম্মাদ শাহ্‌জাহান আলী
দৌলতপুর, খুলনা।

ফিৎরাতের ধর্ম ইসলাম
ছিয়ামের ঈদ তাই ঈদুল ফিতর বলে পরিচিত।
কিন্তু আজ প্রশ্ন জাগে
কি ত্যাগ কি ফিৎরাত প্রদর্শন
করতে পারছে এর অনুসারীগণ?
দেশাত্মবোধ বর্জিত জাতির
ঈদুল ফিতর কি তাৎপর্যমণ্ডিত হবে?
দেশী পণ্যের পরিবর্তে
বিদেশী পণ্য প্রীতি যাদের মজ্জাগত।
উৎপাদন বিমুখতা যাদের
নিত্যনৈমিত্তিক চেতনা
যাদের বুদ্ধিজীবীগণ পরকিয়া প্রেমকে
জায়েয বলে ঘোষণা করে গর্ববোধ করে,
সে জাতির ঈদ অর্থবহ হবে কি?
অপসংস্কৃতির উৎকর্ষতায়

যাদের প্রচেষ্টার অন্ত থাকে না,
সমাজদ্রোহীতা-রাষ্ট্রদ্রোহীতা মূলক কর্মে
যাদের চৈতন্য বিন্দুমাত্র দংশিত হয় না,
তারা কি ছিয়াম-সংযমের
জাতি বলে স্বীকৃত হ'তে পারে?
জাতীয় পৌরুষ বিপন্ন হ'লে
সে কওমের ছিয়াম-সংযম
মাত্রাতিরিক্তভাবে হ্রাস পাবেই।
তাই হে আল্লাহ, এ পুণ্যময় দিনে
তোমার নিকট জানাই অন্তরের
আকুল নিবেদন!
তুমি নতুন করে আমাদের
প্রজ্ঞা দাও, জ্ঞান দাও-
দাও বিবেক ও সংযম।
যাতে জাতি পুনঃরায় ফিরে পায়
তার অতীত ঐতিহ্য।

***

ঈদের ছড়া

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ, পাংশা, রাজবাড়ী।

ঈদের খুশী ঈদের খুশী
ঈদের খুশীর ধুম
খুশী ভরা ঈদ নিশিথে
নেই অনেকের ঘুম।
ঈদের খুশী ঈদের দিনে
কেউ ধরেছে বায়না
কেউ বা ক্ষণেক অভিমানে
ঈদে কিছুই চায়না।
এমন দিনে হচ্ছে কারো
কোর্মা পোলাও রান্না
চাই না সে ঈদ যে ঈদে রয়
অনাথ শিশুর কান্না।

ক্বিয়ামত

শহীদুল মুলক
মুলক ভিলা, লক্ষীপুর, রাজশাহী।

ইসরাফীলের শিংগা ফুঁকার সাথে সাথে
এই দুনিয়ার আয়ু যাবে শেষ হয়ে।
কবরে শায়িত মানুষগুলি আচানক উঠে জেগে
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ছুটাছুটি করবে চারিদিকে।
মানুষের কৃতকর্মের বিচার যখন হবে শুরু,
ভয়-ভীতিতে তাদের হিয়া কাঁপতে থাকবে দুরু দুরু।
সূর্য সেদিন আসবে পুনর্জীবিত মানবকুলের মাথার উপরে,
প্রচণ্ড তাপে বিপথগামীদের মাথার মগজ ফুটবে টগবগ করে।
নবী-রাসূলগণের হেদায়াতের কথা তখন তাদের পড়বে মনে ঘনঘন,
নবীগণের নির্দেশিত পথে না চলায় তারা এর সুফল পাবে না কোন।
হতাশা ও অনুশোচনায় তাদের মাথা ঘুরপাক খাবে,
বিচারের ফল ভোগ ছাড়া তাদের কোন উপায় নাহি রবে।
হে মুসলিম ভাই! সময় থাকতে ভাবো কথা ক্বিয়ামতের,
পরিত্রাণ যদি পেতে চাও, চলো সবাই পথে দ্বীন ইসলামের।

মহিলাদের পাতা

নারীদের দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব

*মুসাম্মাৎ আখতার বানু**

মানব সমাজে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমনকি জাতির মেরুদণ্ড হচ্ছে শিক্ষা। সুতরাং কোন জাতি শিক্ষা ব্যতীত উন্নতি লাভ করতে পারে না। সভ্যতা ও সম্মানের প্রথম ধাপই হ'ল শিক্ষা। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি 'অহি'র প্রথম বাণী ছিল إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক্ব ১)*।

ইসলামের পূর্বে গোটা দুনিয়া ছিল অন্যায়, অবিচার ও অশ্লীলতায় ভরপুর। কিন্তু ইতিহাসে সে যুগকে চরিত্রহীনতা ও কুকর্মের যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়নি; বরং বলা হয়েছে জাহেলিয়াত বা মূর্খতার যুগ। কাজেই বুঝা গেল সমস্ত অন্যায় ও চরিত্রহীনতার মূল হচ্ছে মূর্খতা। পক্ষান্তরে ইসলামের মূল নে'মত হচ্ছে শিক্ষা। সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে আল্লাহ পাক তার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি এরশাদ করেছেন وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ- 'তিনি আদমকে শিক্ষা দিলেন সমস্ত কিছুর নাম, অতঃপর সেগুলি পেশ করলেন ফেরেশতাদের কাছে' *(বাক্বারাহ ৩১)*। অর্থাৎ আদম (আঃ) ও ফেরেশতাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রতিযোগিতা হ'ল। প্রতিযোগিতায় আদম (আঃ) বিজয়ী হ'লেন। তাঁর মাথায় পরানো হ'ল খিলাফতের মহামুকুট। তারপর আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'হে আদম! তুমি তোমার সঙ্গিনী সহ জান্নাতে বসবাস কর' *(বাক্বারাহ ৩৫)*। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, প্রথমে হয়েছে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা এবং পরে হয়েছে জান্নাতে থাকার ব্যবস্থা। এ থেকে বুঝা গেল আল্লাহ তা'আলার কাছে শিক্ষার মর্যাদা অগ্রগণ্য। শিক্ষা ব্যতীত মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।

মুসলমান নারী-পুরুষ প্রত্যেকের ইসলামী জ্ঞানার্জন আবশ্যক। কেননা পুরুষ কিংবা মহিলা উভয়ের ধর্মীয় সচেতনতা লাভ এবং আখলাক ও চরিত্রগত দিকের উন্নতি এবং ছোটদের সাথে স্নেহ বাৎসল্য ব্যবহার, বড়দের প্রতি আদব-ক্বায়দা ও সালাম সূচক আচরণ অবহিত হওয়া উভয়ের জন্য সমানভাবে বাঞ্ছনীয় ও একইরূপ কর্তব্য। বরং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মেয়েদের জন্য পুরুষের চাইতে অধিক। কেননা ভবিষ্যত প্রজন্মের শিক্ষার হাতেখড়ি তাদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তাই জাতির শিক্ষা একমাত্র মেয়েদের উপর নির্ভরশীল। মা যদি মূর্খ হয় তবে ভবিষ্যত

* *আরবী প্রভাষক, পলিকাদোয়া মহিলা দ্বি-মুখী আলিম মাদরাসা, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।*

প্রজন্মও বহুলাংশে মূর্খই হয়ে থাকে। অবশ্য কারো ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'লে অন্য কথা। মা যদি শিক্ষিতা হন তবে তার সন্তানেরা শিক্ষিত ও আলিম হবে, একথা স্বাভাবিকভাবে বলা যায়। এজন্য ইসলামে সন্তান জন্মের সাথে সাথে শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সর্বপ্রথম তার কানে আযান দেওয়ার নিয়ম রাখা হয়েছে। যাতে রয়েছে তাওহীদ, রিসালাত ও ইবাদতের শিক্ষা। আযানের মাধ্যমে প্রতিটি মৌলিক বিষয়ের যেমনি শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে তেমনি "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ" অর্থাৎ 'কল্যাণের দিকে আস' 'আহ্বানের মাধ্যমে শিক্ষার ফলাফলও জানিয়ে দেওয়া হয়। এ সকল বিষয়াবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে শিক্ষার মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

আব্দুর রহমান খাঁন ছিলেন কাবুলের গভর্ণর। তার দ্বারা আমীর দোস্ত মুহাম্মাদের একটি ঘটনা নিম্নরূপঃ

কোন বৈরী শক্তি তার রাজ্যে আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করার জন্য তিনি স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। দু'তিন দিন পর এমন খবর এল যে, শাহাজাদার পরাজয় আসন্ন, সৈন্যদের নিয়ে তিনি পিছনে হটে আসছেন। আর শত্রুবাহিনী ধাওয়া করে তার পিছু পিছু আসছে। এ খবর শুনে আমীরের মন খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন, একে তো পরাজয়ের গ্লানি, দ্বিতীয়তঃ পুত্রের দুর্বলতা ও অক্ষমতার স্মৃতি এবং ৩য় হ'ল লোকজনের হেয় প্রতিপন্ন করার ভাবনা।

বাদশাহ ঘরে এসে তার স্ত্রীর কাছে সমস্ত ঘটনা শোনালেন। স্ত্রী বললেন, পুরা ঘটনাই অবাস্তব ও মিথ্যা। বাদশাহ বললেন, গুপ্তচরের রিপোর্ট কি করে তা মিথ্যা হ'তে পারে? কিন্তু বেগম ছাহেবা একেবারেই মানছেন না যে, তার ছেলে পরাজিত হয়েছে। একথা বিশ্বাসই করলেন না তিনি। বেগম ছাহেবার কথাকে অবজ্ঞা করে প্রাসাদ থেকে বের হয়ে গেলেন বাদশাহ। দ্বিতীয় দিন খবর পেলেন, ঐ খবর সত্যিই মিথ্যা ছিল। বাস্তব ঘটনা হ'ল তার পুত্র যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরছেন।

শুনে বেগম ছাহেবা আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলেন। বাদশাহ বেগমকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কিভাবে জানলে যে, শাহজাদার পরাজয় হয়নি? তোমার কাছে এমন কি প্রমাণ ছিল, যার দ্বারা তুমি গোটা হুকূমতকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছ? বেগম বললেন, কিছুই না আল্লাহ তা'আলা আমার ইযযত রেখেছেন। এটা আমার একটা গোপন রহস্যের ব্যাপার। যা আমি প্রকাশ করতে চাই না। বহু পীড়াপীড়ির পর বেগম ছাহেবা বললেন-

'এ ছেলে যখন আমার গর্ভে আসে, তখন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমার পেটে যেন সন্দেহযুক্ত কোন খাদ্য না যায়। কারণ হালাল খাদ্যের দ্বারা উত্তম চরিত্র তৈরী হয়; আর হারাম খাদ্যের দ্বারা চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। এ শাহজাদা আমার গর্ভে নয় মাস থাকা অবস্থায় খাদ্যের কোন একটা দানাও আমি এমন ভক্ষণ করিনি, যা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পর্যন্তও হ'তে পারে। এজন্য তার চরিত্র খারাপ হ'তে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং এমন আখলাকের পরিচয় হ'ল- যুদ্ধে গেলে শাহাদত বরণ। অন্য দিকে যুদ্ধের মাঠ থেকে পিঠ দেখিয়ে আসা হ'ল অসৎ চরিত্রের লক্ষণ। এজন্য আমার বিশ্বাস ছিল শাহজাদা শহীদ হয়ে যেতে পারে কিন্তু ময়দান থেকে পলায়ণ করে আসবে না। শুধু তাই নয়; বরং এ শাহজাদার যখন জন্ম হয়, তখন থেকে অদ্যাবধি আমি কোন সন্দেহ যুক্ত বস্তু আহার করিনি, যাতে উক্ত হারাম খাদ্যবস্তু দ্বারা শরীরে দুগ্ধ সঞ্চার না হয় এবং এর প্রভাব শাহজাদার উপর না পড়ে। তাছাড়া যখন আমি তাকে দুধ পান করাতাম, তখন আমি ওযূ করে দুই রাক'আত ছালাত পড়ে নিতাম, যেন শাহজাদার চরিত্র খুব ভাল হয়। এজন্য আমি আপনার হুকূমতের সকলের কথাকে মিথ্যা ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে কিছু মাত্র সংশয়ান্বিত হইনি এবং আমার বিশ্বাস থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইনি'।

প্রিয় বোন! আমীর দোস্ত মুহাম্মাদ এর স্ত্রী আরাম-আয়েশের মধ্যে থেকেও মুত্তাক্বী হ'তে পারলেন। অথচ আজকাল আমাদের মা বোনেরা সাধারণ পরিবারে থেকে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারেন না কেন? মুত্তাক্বী হবার পথে এদের তো কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। অতএব আমাদেরকেও দ্বীনী শিক্ষার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তওফীক দিন! আমীন!!

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

উত্তরবঙ্গের স্বনামধন্য আলেম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার মুহাদ্দিছ, দারুল ইফতা, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর অন্যতম সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রণীত বহু তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ আকর্ষণীয় প্রচ্ছদে

আইনে রাসূল (ছাঃ) দো'আ অধ্যায়

বইটি প্রকাশ হয়েছে।

[বইটিতে দৈনন্দিন জীবনে পঠিতব্য দো'আ সমূহ ছাড়াও হাত তুলে দো'আ করার পক্ষে পেশকৃত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ, দো'আ সম্পর্কে পৃথিবী বিখ্যাত মনীষীদের বক্তব্য, হাত তুলে দো'আ করার বৈধ স্থান সমূহ, দো'আ কবুলের সময় ও স্থান, দো'আ করার আদব বা বৈশিষ্ট্য, কুরআন মজীদ হ'তে গুরুত্বপূর্ণ দো'আ সমূহ ইত্যাদি সটীকা বর্ণিত হয়েছে।]

প্রাপ্তিস্থানঃ (১) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ', কাজলা, রাজশাহী (২) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী (৩) শামসুন বই ঘর, গাবতলী, বগুড়া (৪) কালাই আহলেহাদীছ কমপ্লেক্স, জয়পুরহাট (৫) লালবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, দিনাজপুর (৬) বায়ুন্দি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মেহেরপুর (৭) জালিবাগান হাফেযিয়া মাদরাসা, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

বইটির হাদিয়াঃ ২৫.০০ টাকা মাত্র।

সোনা পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর দাদার নামঃ

দিনাজপুর থেকেঃ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (সম্পর্ক নির্ণয়)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. নিজেই।
২. আপন বোন।
৩. ফুফু ও ভাতিজি।
৪. আপন ভাই।
৫. ফারহানার।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. ব্যাঙ।
২. গিরগিটি।
৩. বাঁশ।
৪. ধুন্দল কাঠ থেকে।
৫. চতুর্দিকে বাতাসের চাপ থাকার কারণে।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কুরআন)

১. মহান আল্লাহ কাদের উপর এবং কেন ছিয়াম ফরয করেছেন?
২. আরবী (হিজরী) ১২ মাসের মধ্যে পবিত্র কুরআনে মাত্র একটি মাসের নাম উল্লেখ আছে। তার নাম কি? কোন সূরার কত নম্বর আয়াতে এর প্রমাণ আছে?
৩. ক্বদরের রাতের মর্যাদা ১০০০ মাসের চেয়েও বেশী। কুরআনের কোন সূরার কত নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে?
৪. এমন দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে- যার জন্য রামাযানের ছিয়াম ছেড়ে দিয়ে অন্য সময় পালন করা যায়। কারণ দু'টি কি এবং কোথায় এর প্রমাণ আছে?
৫. পবিত্র কুরআন কোন মাসে এবং কেন নাযিল করা হয়েছে? প্রমাণ সহকারে উত্তর দাও।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১.হিজরী, বাংলা ও ইংরেজী বৎসর কত দিনে যায়?
২. প্রতি বছর পবিত্র রামাযান মাস কত দিন সামনে অথবা পিছনের দিকে যায়?
৩. ইসলামী বিধান মতে ঈদ কয়টি ও কি কি?
৪. কোন্ ছালাতের আগে ও পরে কোন নফল ছালাত নেই এবং আযান ও ইক্বামত নেই?
৫. কুরআনে চারটি সম্মানিত মাসের উল্লেখ আছে এবং হাদীছে এ চারটি মাসের নাম উল্লেখ আছে। এগুলি কি কি?

❐ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণিদের জন্য পরিচালকের চিঠি

আদরের বন্ধুরা!

সালাম ও শুভেচ্ছা নিয়ো। সুন্দর সাজানো বাগানে সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মত তাজা প্রাণবন্ত ও অর্বাচীন তোমরা তাই না! আশা করি ইতিমধ্যে তোমরা রামাযানের ছিয়াম নিয়মিত পালন করে যাচ্ছ। তোমাদের অনেকের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আবার কারো পরীক্ষা রামাযানের পর অনুষ্ঠিত হবে। তাই প্রস্তুতি নিতে ভুলবে না কিন্তু। তোমাদের সকলকে চরিত্র গঠনের জন্য এ বরকতময় ও কুরআন নাযিলের মাসে ধৈর্য, সেবা ও আনুগত্যের প্রশিক্ষণ নিতে হবে। আর সুন্দর চরিত্র গঠনের সর্বোত্তম কৌশল হ'ল হাসিমুখে সকলের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলা। কারো উপর বৃথা রাগ না করা এবং কাউকে গালি না দেওয়া। তোমাদের প্রিয় 'সোনামণি' সংগঠন এ দেশের শিশু-কিশোরদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে চরিত্র গঠনের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ সংগঠন তোমাদেরকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিকে ঘৃণা করতে শিখায় ও চির সবুজ নির্মল ঝর্ণাধারার মত উচ্ছল, নিষ্কলুষ জীবনের বাণী শুনায়।

তোমাদের জন্য কিছু নির্দেশনাঃ

১. তোমরা সকলে কুরআন শিখবে। নিয়মিত ছালাত ও ছিয়াম পালনে সচেষ্ট হবে।

২. 'সোনামণি' সংগঠনের আলোকে নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক, সোনামণি সমাবেশ এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবে।

৩. তোমাদের মাতা-পিতা, মুরব্বীসহ পরিচালক ও উপদেষ্টাদের নির্দেশ যথাযথ পালন করবে এবং নতুন নতুন এলাকায় দায়িত্বশীলদের সাথে সফর করবে। অতঃপর সুন্দর, অনাবিল, সত্যাশ্রয়ী মানুষ ও সমাজ তথা দেশ গড়তে তোমাদের মত সকল শিশু-কিশোরদেরকে সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) হাতছানি দিয়ে ডাকছে ছাপ্পান্ন হাযার বর্গ মাইলের এ দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে।

পরিশেষে রামাযানের এই পবিত্রতম দিনে আল্লাহ আমাদের সকল কল্যাণকর ও শুভ প্রচেষ্টা তথা সোনামণি সংগঠনকে কবুল করুন।

❐ তোমাদের ভাইয়া
মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান

সোনামণি প্রশিক্ষণ

বাগমারা, রাজশাহী ১ নভেম্বর, শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে স্থানীয় বেনীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০ জন সোনামণি ও ৪০ জন সুধী ও উপদেষ্টার উপস্থিতিতে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাষ্টার নিযামুল হক।

আলহাজ্জ ফায়যুদ্দীন আহমাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে চরিত্র গঠন এর উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র উপযেলার 'সোনামণি' পরিচালক সুলতান মাহমূদ, শাখা পরিচালক মামূনুর রশীদ ও সহ-পরিচালক বায়েযীদ হোসাইন প্রমুখ।

গোদাগাড়ী, রাজশাহী॥ ৮ নভেম্বর, শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে নলত্রী দারুল আমান ইসলামিয়া মাদরাসায় ২০০ জন 'সোনামণি' ও ৫ জন দায়িত্বশীলের উপস্থিতিতে হাবীবুল্লাহ-এর কুরআন তেলাওয়াত ও ছফেদা খাতুনের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র শাখার প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ আব্দুল মতীন ও সহ-পরিচালক আমীর হামযা। বৈঠক পরিচালনা করেন শাখা পরিচালক শহীদুল্লাহ।

ইচ্ছে করে

-মুহাম্মাদ হাসানুয্যামান
৮ম শ্রেণী
আদর্শ দাখিল মাদরাসা
ছাতিয়ান, গাংনী, মেহেরপুর।

আমার শুধু ইচ্ছে করে
কুরআন-হাদীছ পড়তে
জ্ঞান-গরীমা শিক্ষা করে
সত্য পথে চলতে।
আম্মা বলেন কুরআন-হাদীছে
কি পেয়েছ মণি?
আমি বলি ইহা একটি
অধিক জ্ঞানের খনি।
রোজ হাশরে ক্বিয়ামতে
মুক্তি যদি চাও
কুরআন-হাদীছের জ্ঞানের খনি
সঙ্গী করে নাও।
***

স্বদেশ-বিদে

স্বদেশ

ধূমপানে বাংলাদেশীরা দরিদ্র নয়

-সমীক্ষা রিপোর্ট

বাংলাদেশে শুধুমাত্র পুরুষ ধূমপায়ীরা বছরে যে পরিমাণ অর্থ ধূমপানের পেছনে ব্যয় করে তার পরিমাণ এ দেশের গৃহায়ন ব্যয়ের তুলনায় ৫ গুণ, স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়কৃত অর্থের ১৮ গুণ এবং শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের চেয়ে ২০ গুণ বেশী। এছাড়া বাংলাদেশে মহিলা ধূমপায়ীরা যে অর্থ ব্যয় করেন তার পরিমাণ মাথাপিছু গৃহায়ন ব্যয়ের সমান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে মাথাপিছু ব্যয়ের ৩ গুণ বেশী। 'পাথ কানাডা' নামক কানাডা ভিত্তিক একটি সংগঠনের এক সমীক্ষায় এ তথ্য পাওয়া গেছে।

'বাংলাদেশে দরিদ্রদের উপর ধূমপানের অর্থনৈতিক প্রভাব' শীর্ষক উক্ত সমীক্ষায় বলা হয়েছে, দেশটিতে ধূমপান না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হ'লে ক্ষুধার্ত শিশুর সংখ্যা এক কোটি ৫ লাখ হ্রাস পাবে এবং প্রতিদিন পুষ্টিহীনতার দরুন ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর সংখ্যা বর্তমান হারের চেয়ে ৩৫০টি হ্রাস পাবে।

দেশে দুর্বল শাসনের জন্য বছরে ১০ হাযার কোটি টাকা ক্ষতি

গত ১৪ অক্টোবর সোমবার 'নিউজ নেটওয়ার্ক' সিরডাপ মিলনায়তনে 'সুশাসন ও জবাবদিহিতা' শীর্ষক একদিন ব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে। 'নিউজ নেটওয়ার্ক' সম্পাদক শহীদুয্যামান-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথির ভাষণে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদূদ আহমাদ বলেন, 'সুশাসনের জন্য আইনের শাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষমতাবানদের মধ্যে আইনের উর্ধ্বে চলে যাবার প্রবণতা রয়েছে। সরকার আইনের উর্ধ্বে উঠার এ প্রবণতা বন্ধ করতে চায়। এজন্য ইতিমধ্যে 'দ্রুত বিচার' আইন করে সংক্ষিপ্ত সময়ে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কয়েক মাসে এ আইনের আওতায় ৬৮০টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে'।

বিশেষ অতিথির ভাষণে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ ফ্রেডরিক টেম্পল বলেন, 'দুর্বল শাসন গরীব লোকদের জন্য ভোগান্তি নিয়ে আসছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেবা প্রদানের দুর্নীতি ও অদক্ষ শাসনের কারণে ধনীদের তুলনায় গরীবদের সেবা পেতে অনেক বেশী ব্যয় করতে হচ্ছে'। তিনি বলেন,'প্রতিবছর সুশাসনের অভাবে শতশত কোটি ডলারের ক্ষতি হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরের অদক্ষতার জন্য বছরে ক্ষতি হচ্ছে সাড়ে ৫ হাযার কোটি টাকা। বছরে ৩০ থেকে ৪৫ কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে ক্রয়ে দুর্নীতির কারণে। দুর্নীতি ও অদক্ষতার কারণে শুল্ক ও আয়কর থেকে বঞ্চিত হ'তে হচ্ছে বছরে ৩ হাযার কোটি টাকার'।

অপর বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সিপিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সংসদকে কার্যকর করা না গেলে অপশাসনের উপর সভা-সেমিনার করে কোন অগ্রগতি হবে না'।

দেশে ২০১০ সালের পর খাদ্য সংকটের আশংকা

গত ১৬ অক্টোবর, বুধবার ঢাকায় 'কৃষি গবেষণা কাউন্সিল' (বার্ক) মিলনায়তনে কৃষি সচিব আইয়ুব কাদরীর সভাপতিত্বে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'পানিঃ খাদ্য নিরাপত্তার উৎস' শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষি বিশেষজ্ঞরা আগামী ২০১০ সালের পর দেশে ব্যাপক খাদ্য সংকটের আশংকা প্রকাশ করে বলেন, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমদানী করতে হবে এবং কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে বাংলাদেশের পরিচিতিও মুছে যাবে। তারা দেশে ধান চাষ বৃদ্ধিকে একটি অশুভ সংকেত হিসাবে মন্তব্য করে বলেন, উচ্চ ফলনশীল চাষ করতে গিয়ে বর্তমানে যেভাবে সেচের উদ্দেশ্যে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করতে হচ্ছে এবং ভারত উজানে নদ-নদীর পানি প্রত্যাহার করছে তাতে আগামী এক দশক পরেই বাংলাদেশে কৃষি সেচের জন্য প্রচণ্ড পানি সংকট দেখা দেবে। আর এই পানি সংকটের কারণেই মূলত বাংলাদেশের কৃষি ব্যাপক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। ফলে পর্যাপ্ত পানির অভাবে অনেক প্রধান ফসলের চাষও বন্ধ করে দিতে হ'তে পারে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিশেষজ্ঞরা কৃষিনীতি, খাদ্যনীতি, পানিনীতি, ভূমিনীতি ও পরিবেশনীতির মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে নদী অববাহিকাভিত্তিক পানি পরিকল্পনা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং উচ্চ সেচ-নির্ভর ধান চাষকেই সর্বাধিক গুরুত্ব না দিয়ে কম সেচপ্রবণ ফসল ও মাছ-মাংস, ফলমূল, ডিম, দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নযর দেওয়ার আহ্বান জানান। সেমিনারে বক্তব্য রাখেন কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতীউর রহমান নিযামী, খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল-নো'মান, কৃষি প্রতিমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (ফাও) বাংলাদেশ প্রতিনিধি বুই থী লেন প্রমুখ।

সিলেটে দেশের প্রথম ঝুলন্ত সেতু নির্মিত হচ্ছে

সিলেটের সুরমা নদীর উপর বাংলাদেশের প্রথম ক্যাবল সেতু (ঝুলন্ত সেতু) নির্মিত হ'তে যাচ্ছে। ১৯৩৬ সালে নির্মিত বর্তমান কীন ব্রিজের স্থলে এই সেতু নির্মাণ করা হবে। এতে প্রায় ৫৫ কোটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয় হবে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (একনেক)-এর নির্বাহী কমিটির সভায় গত ২৩ অক্টোবর এই প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান আগামী মার্চ মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে সেতুটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থায়নে এই ব্রিজটি নির্মিত হবে। ৩০৫ মিটার দীর্ঘ এই সেতুতে ৩টি স্প্যান থাকবে। মূল স্প্যানের দৈর্ঘ্য হবে ১১৫ মিটার। এছাড়া ৭৫ মিটার করে ২টি স্প্যান থাকবে। ব্রীজটির উপরতলার ডেক হবে আরসিসি আকারের। ১৮ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট এই সেতুর উভয় দিকে দেড় মিটার করে ফুটপাত, রিকশা-ভ্যান ও মোটর সাইকেল চলাচলের জন্য সাড়ে তিন মিটার করে রাস্তা এবং অন্যান্য যানবাহন চলাচলের জন্য সাড়ে সাত মিটার রাস্তা থাকবে। ভবিষ্যতে সেতুর প্রস্থ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা থাকবে। সেতুর উত্তর পার্শ্বের এপ্রোচ রোড সিলেট জজকোর্ট, সরকারী অগ্রগামী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং দাড়িয়াপাড়া হয়ে আলিয়া মাদরাসা রোডের সাথে মিলিত হবে।

আগামী ৫০ বছরে এদেশে কৃষি আবাদ বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা

বর্তমান সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ২৭ অক্টোবর কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে দেশের খ্যাতনামা কৃষি বিশেষজ্ঞরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য কৃষি জমির পরিমাণ দ্রুত কমে যাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, বর্তমানে প্রতি বছর ২ লাখ একর করে কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ৫০ বছর পর বাংলাদেশ থেকে কৃষি আবাদ পুরোপুরি উঠে যাবে।

কৃষি জমির সংকটের কারণে দেশে শস্য বহুমুখীকরণ সম্ভব হচ্ছে না উল্লেখ করে তারা বলেন, কোন দীর্ঘমেয়াদী ও সমন্বিত পরিকল্পনা ছাড়াই চলছে এ দেশের কৃষি ব্যবস্থা। ফলে কেবল ধানের চাষ বৃদ্ধি পেলেও অন্যান্য ফসলের চাষ কমে যাচ্ছে এবং প্রতিবছর বাংলাদেশকে কয়েক হাযার কোটি টাকার কৃষিজাত খাদ্য সামগ্রী আমদানী করতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই খাদ্য সামগ্রী আমদানী আরো বৃদ্ধি পাবে বলে তারা মন্তব্য করেন।

আদালতে মামলার পাহাড়

ঢাকার সিএমএম কোর্টে ১১ হাযার মামলার সাক্ষী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না

দেশের আদালতগুলিতে মামলার পাহাড় জমে আছে। দেওয়ানী, ফৌজদারী, ম্যাজিষ্ট্রেট সব রকম আদালতেই জমে আছে মামলার স্তূপ। প্রতিদিনই মামলার ফাইলের স্তূপ বাড়ছে। আদালতে মামলার চাপ কমাতে সরকার আদালতের বাইরে 'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান' চালু করতে যাচ্ছে। একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারী মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে 'দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল' গঠন করা হচ্ছে।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমাদ জানান, আদালতগুলিতে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় জমে থাকা মামলা নিষ্পত্তি করতে ৮৬ বছর সময় লাগবে। গত জুলাই মাস পর্যন্ত আদালতগুলিতে জমে থাকা মামলার সংখ্যা হচ্ছে ৯ লাখ ৬৮ হাযার ৩০৫। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী মামলা হচ্ছে ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতগুলিতে। ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতগুলিতে জমে থাকা মামলার সংখ্যা ৩ লাখ ৯৬ হাযার ৯০৫। এর মধ্যে ৯৯ হাযার ৪৩টি মামলা মহানগরীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে রয়েছে।

দেশের জজ কোর্টগুলিতে ফৌজদারী মামলার সংখ্যা হচ্ছে ৯৫ হাযার ৬৮৯। দেওয়ানী মামলার সংখ্যা ৪৪ হাযার ৫১৮। হাইকোর্ট বিভাগে বিচারের অপেক্ষায় থাকা মামলার সংখ্যা ১ লাখ ২৭ হাযার ২৪৪। আপীল বিভাগে বিচারের অপেক্ষায় থাকা মামলার সংখ্যা ৪ হাযার ৯৪৬।

জানা গেছে, শুধুমাত্র ঢাকার সিএমএম আদালতে ১১ হাযার মামলার সাক্ষী পাওয়া যাচ্ছে না। এর মধ্যে হত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই, এসিড নিক্ষেপসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাও রয়েছে। সাক্ষীর অভাবে এসব মামলার শুনানি হচ্ছে না। বছরের পর বছর এসব মামলা ঝুলে রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১১ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্ত্রীসভা কক্ষে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক বৈঠকে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল বিল ২০০২ অনুমোদিত হয়েছে। তবে দ্রুত বিচারের আওতা থেকে মজুতদারীর অপরাধকে বাদ দেওয়া হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, বিস্ফোরক ও মাদক সংক্রান্ত মোট ৫টি গুরুতর অপরাধের দ্রুত বিচারে ট্রাইব্যুনাল গঠন সংক্রান্ত সম্প্রতি জারিকৃত অধ্যাদেশে সংশোধনীসহ আইন উক্ত বৈঠকে অনুমোদন করা হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত দায়রা জজ নিয়োগ এবং যেকোন মামলা ট্রাইব্যুনালে প্রেরণের সরকারী ক্ষমতায় বিধি আইনে সংশোধন করা হয়েছে। এখন কেবলমাত্র কর্মরত যেলা জজদের ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করা যাবে।

মাদরাসার আলিম, ফাযিল ও কামিল শ্রেণীকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার পরিকল্পনা

মাদরাসার আলিম, ফাযিল ও কামিল শ্রেণীকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশের জন্য একটি মন্ত্রীসভা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ১১ নভেম্বর মন্ত্রীপরিষদের নিয়মিত বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মন্ত্রীসভা কমিটির সদস্য মনোনয়ন দেবেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। জানা যায়, ১১ নভেম্বর সোমবার মন্ত্রীসভার বৈঠকের নির্ধারিত এজেণ্ডা অনুযায়ী আলিম, ফাযিল ও কামিল মাদরাসার পরীক্ষা, সার্টিফিকেট ইত্যাদি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে সাধারণ শিক্ষার সমমান প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী ড. ওছমান ফারূক প্রস্তাব উত্থাপন করলে এ বিষয়ে বেশ কিছু সময় আলোচনা হয়। প্রস্তাবের পক্ষে দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদ। আরো কয়েকজন মন্ত্রী এ আলোচনায় অংশ নেয়ার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বিষয়টি আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ পেশের জন্য একটি মন্ত্রীসভা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন সভার সভাপতি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

বিদেশ

ভারত-ইসরাঈল সামরিক ও গোয়েন্দা সম্পর্কের বিস্তৃতি ক্রমশই বেড়ে চলেছে

ইসরাঈলের সাথে ভারতের সামরিক সম্পর্কের বিস্তৃতি ক্রমশই বেড়ে চলেছে। একই সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে ইন্টেলেজিন্সি খাতে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা। অত্যাধুনিক সমর সরঞ্জাম, গোয়েন্দা উপকরণ সরবরাহ এমনকি অপ্রচলিত মারণাস্ত্র তৈরীতেও দু'হাত খুলে ভারতকে সহায়তা করছে ইসরাঈল। এছাড়া বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র আধুনিকীকরণেও ভারত পাচ্ছে ইহুদী রাষ্ট্রের টেকনিক্যাল সাপোর্ট। সার্বিক সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে 'ডিফেন্স জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ' (JWG)।

আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা সাময়িকী "Janes Defence Weekly"-এর গত ২ অক্টোবর ২০০২ সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ভারত-ইসরাঈল সামরিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক অবস্থান নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। জানা গেছে, সামরিক পর্যায়ে ইসরাঈলের সাথে ভারত ব্যাপক সমঝোতায় উপনীত হয়েছে। সমঝোতার অংশ হিসাবে ভারত সম্প্রতি ইসরাঈল থেকে ১ হাযার ২২টি বহনযোগ্য (man protable) রাডার ও ৩০টি ব্যাটলফিল্ড সার্ভেই ল্যান্স রাডার সিস্টেম (BSRs) সংগ্রহ করেছে, যার মূল্যমান ৩৩০ কোটি রূপী। তথ্য মতে, গত আগষ্টে ভারতের সাথে এ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ইসরাঈলী EL-OP কোম্পানীর সাথে। চুক্তি অনুযায়ী ভারত ১০ কিঃ মিঃ দূরের টার্গেট চিহ্নিতকরণে সক্ষম লংরেঞ্জ অবজার্ভেশন এণ্ড রিকনাইস্যান্স সিস্টেমস (LOROS)ও সংগ্রহ করেছে ৮০ কোটি রূপীর বিনিময়ে। 'জেনস ডিফেন্স উইকলী' ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে আরো জানিয়েছে যে, ভারত ৩০০টি টি-৭২ ট্যাংক ও ৩০০টি রাশিয়ান BMP সৈন্যবাহী সাঁজোয়া যানে সংযুক্ত করার জন্য ৬শ' থারমাল ইমেজিং স্ট্যাণ্ড এ্যালোন সিস্টেম্স (TISAS) ক্রয়ের ব্যাপারে ইসরাঈলের সাথে চুক্তি সম্পাদনের শেষ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এতে খরচ পড়বে ৬ হাযার কোটি রূপী।

সমরোপকরণ সরবরাহের পাশাপাশি ইসরাঈল ভারতীয় কোম্পানীগুলিকে প্রযুক্তিও হস্তান্তর করছে বলে জানা গেছে। 'জেনস ডিফেন্স উইকলী'র দেয়া তথ্য মতে, ৩ বছর পূর্বে বহনযোগ্য রাডার তৈরীর জন্য ইসরাঈল ভারতের ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডকে প্রযুক্তি হস্তান্তর করে। এছাড়া ক্ষেপণাস্ত্র, হাইড্রোজেন বোমা ও স্যাটেলাইট তৈরীর ক্ষেত্রেও ইসরাঈল থেকে ভারত পর্যাপ্ত সহযোগিতা পেয়ে আসছে বলে এ যাবত বিভিন্ন প্রতিরক্ষা সাময়িকীতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী 'ইসরাঈল এয়ার ক্রাফট ইণ্ডাস্ট্রিজ' (IAI) 'হিন্দুস্তান এ্যারোনটিকস্ লিমিটেড'-এর সাথে যৌথভাবে ভারতীয় বিমান বাহিনীর জঙ্গী বিমানের উন্নয়ন সাধনে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে 'আইএআই' বিশেষজ্ঞগণ ভারতীয় ১শ' ২৫টি মিগ-২১ ও ৪০টি এসইউ-৩০ জঙ্গী বিমানে উন্নত এভিয়নিক্স ও উইপন সিস্টেম সংযোজনে সহায়তা প্রদান করছে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ায় ইসরাঈলের সরব উপস্থিতি ও সম্পৃক্ততা এই অঞ্চলের সামরিক ভারসাম্য রক্ষায় প্রভাব ফেলবে বলে বিশেষজ্ঞগণ আশংকা প্রকাশ করছেন।

এঙ্গোলায় গৃহযুদ্ধে ১০ লাখ লোক মারা গেছে

এঙ্গোলায় গৃহযুদ্ধে ১০ লাখ লোক মারা গেছে এবং ৪০ লাখ লোক বাস্তুহারা হয়েছে। এছাড়া ৪ লাখ পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গত ২৭ বছরে এঙ্গোলায় সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলে দেশব্যাপী এই হতাহত ও বাস্তুহারার ঘটনা ঘটেছে। সেখানে কার্যরত একটি বেসরকারী সংস্থা 'ডক্টরস উইদাউট বর্ডার' উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেছে।

লুয়াণ্ডায় গত ১০ অক্টোবর প্রাপ্ত এক রিপোর্টে বলা হয়, আফ্রিকা ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত হওয়ার পর এঙ্গোলায় গৃহযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী ও চরম সহিংসতার ফলে দেশের সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ বা বিভক্তির সৃষ্টি হয়। 'ডক্টরস্ উইদাউট বর্ডার' নামক এনজিওটি এঙ্গোলায় গত ১৯ বছর থেকে কাজ করে আসছে। সংস্থাটি খাদ্যদ্রব্য ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর সাহায্য বৃদ্ধি করার জন্য এঙ্গোলা সরকার ও এনিজওদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। ২৭ বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধের অবসানের জন্য চলতি বছর ৪ এপ্রিল এঙ্গোলা সরকার ও ন্যাশনাল ইউনিয়নের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৭৫ সালে পর্তুগাল থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর হ'তে সারাদেশে গৃহযুদ্ধের বিস্তার ঘটে।

যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীর সংখ্যা হ্রাস পেলেও মুসলমানের সংখ্যা বেড়েছে

যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীর সংখ্যা এক যুগ আগের তুলনায় ৫% কমে গত বছর ৫২ লাখ হয়েছে। 'জ্যুইস কম্যুনিটি'র জরিপ প্রতিবেদনে এই তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। ইহুদীদের মধ্যে ৪১ বছর বয়সের পুরুষই বেশী। এছাড়া মোট মহিলার ৩০ বছর থেকে ৩৪ বছর বয়সীর অর্ধেকেরই কোন সন্তান নেই। পক্ষান্তরে এক যুগ আগের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানের বসতি অনেক বেড়েছে। বর্তমানে মুসলমানের সংখ্যা ৭০ লাখেরও বেশী।

স্বল্প ব্যয়ে আরো ১০ বছর বেঁচে থাকা যাবে

-বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা

'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা'র এক গবেষণা রিপোর্টে জানানো হয়, পৃথিবীর সব জায়গার মানুষই কিছু নিয়ম মেনে চললে খুব সহজে ও তুলনামূলক কম খরচে আরো ৫ থেকে ১০ বছর বেশী বেঁচে থাকতে পারে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এভিডেন্স এণ্ড ইনফরমেশন ফর পলিসি বিষয়ক নির্বাহী পরিচালক ডঃ ক্রিস্টোফার মারে বলেন, আমাদের বিদ্যমান জ্ঞান ও সহজলভ্য উপায়-উপকরণের সাহায্যে তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত সময়ে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আনা সম্ভব। তিনি বলেন, দশটি ঝুঁকির মধ্যে ৫টি বিশ্বজনীনঃ উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপান, মদ, উচ্চ কোলেষ্টরল ও অস্বাভাবিক মোটা হওয়া। এসবের মধ্যে অনেকগুলি নিয়ন্ত্রণ করা তুলনামূলকভাবে সহজ। ডঃ ক্রিস্টোফার মারে বলেন, তামাক ও মদের উপর উচ্চহারে করারোপ এবং প্রকাশ্য স্থানে ধূমপান ও মদ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এগুলি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর পন্থা। যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়া হ'লে ২০২০ সালের মধ্যে ৯০ লাখ লোকের মৃত্যু হবে বলে তিনি জানান। উচ্চ রক্তচাপে প্রতিবছর ৭১ লাখ লোক মারা যায়। উল্লেখ্য, প্রতি বছর বিশ্বে ৫ কোটি ৬০ লাখ লোক মারা যায়। এদের প্রায় ৬২ ভাগ স্ট্রোকে এবং ৪৯ ভাগ উচ্চ রক্তচাপজনিত হার্ট এ্যাটাকে মারা যায়। উচ্চ কোলস্টেরলে বছরে ৪৪ লাখ লোক মারা যায়। এক্ষেত্রে ১৮ ভাগ স্ট্রোকে এবং ৫৬ ভাগ হৃদরোগে মারা যায়।

এ বছর বিশ্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ ৫,৬০০ কোটি ডলার

এ বছর জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গোটা বিশ্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৫ হাযার ৬শ' কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। জাতিসংঘের পরিবেশ পরিবর্তন প্রতিরোধ কমিটির (ইউএনএফসিসিসি) বৈঠকে গত ২৯ অক্টোবর এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। সূত্র জানায়, এ বছর পাঁচ শতাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে এশিয়ায় ১৯৫টি, আমেরিকায় ১৪৯টি, ইউরোপে ৯৯টি, অস্ট্রেলিয়ায় ৪৫টি ও আফ্রিকায় ৩৮টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছে।

১১ সেপ্টেম্বরের পর যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম গ্রহণ করেছে ৪৭ হাযার

ইসলাম একটি বৈজ্ঞানিক ধর্ম। এ কারণে পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা ক্রমবর্ধমান হারে ইসলাম কবুল করছে। মুম্বাইভিত্তিক ইসলামী গবেষণা ফাউণ্ডেশনের সভাপতি ডাঃ যাকির আব্দুল করীম নাইক এ কথা বলেন। তিনি বলেন, চরম ইসলাম বিরোধী প্রচারণা সত্ত্বেও গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০০২ সালের জুলাই পর্যন্ত ৪৭ হাযার আমেরিকান ইসলাম গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাগ নারী।

টাইম ম্যাগাজিনের খবরে বলা হয়, বিগত দেড়শ বছরে ইসলামকে হেয়প্রতিপন্ন করতে ৬০ হাযার পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তার পরেও ইসলাম-ই দ্রুত প্রসার লাভ করছে।

রাজশাহী শহরে যে সব স্থানে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কাজলা, রাজশাহী।

২. রোকেয়া বই ঘর, ষ্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. রেলওয়ে বুক ষ্টল, রেলষ্টেশন, রাজশাহী।

৪. বই বীথি, জামান সুপার মার্কেট, রাজশাহী।

৫. ফরিদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া, (রূপালী ব্যাংকের নীচে) রাজশাহী।

৬. কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, কাসিম বিল্ডিং সাহেব বাজার (সমবায় মার্কেটের বিপরীতে)।

৭. ন্যাশনাল লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।

মুসলিম জাহান

ইরাকে গণভোট

সাদ্দাম একশত ভাগ ভোটে বিজয়ী

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইন গত ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত গণভোটে শতকরা একশত ভাগ ভোট পেয়ে আগামী ৭ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ১৬ অক্টোবর ইরাকের বিপ্লবী কমাণ্ড কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ইয্যত ইবরাহীম বাগদাদে জনাকীর্ণ এক সাংবাদিক সম্মেলনে গণভোটের ফলাফল ঘোষণা করে বলেন, 'আল্লাহ তাঁকে হেফাযত করুন এবং তাঁকে রক্ষার ভার আল্লাহ্র উপর। শতকরা ১০০ ভাগ ভোট পেয়ে তিনি বিজয়ী হয়েছেন'।

ইয্যত ইবরাহীম বলেন, গণভোটে এক কোটি চৌদ্দ লাখ পয়তাল্লিশ হাযার ছয়শ' আটত্রিশ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সাদ্দাম হোসাইনকে আগামী ৭ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছেন।

নির্বাচনে প্রার্থী একজন হ'লেও 'হ্যাঁ' অথবা 'না' যে কোন একটির পক্ষে রায় দেয়ার নির্বাধ সুযোগ ছিল। কিন্তু 'না'র পক্ষে কোন ভোট পড়েনি। এর আগে ১৯৯৫ সালের গণভোটে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইনের ক্ষমতায় থাকার পক্ষে বা 'হ্যাঁ'র পক্ষে ভোট পড়েছিল ৯৯.৯৬%। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইনের পক্ষে ভোটারদের এই নিরঙ্কুশ রায় বা সমর্থন থেকে আবারও প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইনের কোন বিকল্প নেই। ইরাকী জনগণের কাছে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইন কেবল অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতাই নন, জাতীয় বীরও। জাতীয় প্রশ্নে এই নেতা ও বীরের পেছনে তারা ইস্পাত-কঠিন প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে, ভোটের রায় সে সত্যতাই বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে। এ গণভোটে প্রতিফলিত রায় প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে ক্ষমতাচ্যুত করার মার্কিন অভিলাষকে কেবল প্রত্যাখ্যানই করেনি, যেকোন মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়তে ইরাকী জনগণ যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, সেটাও প্রশ্নাতীত করে দিয়েছে।

এবারের গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে উৎসবের আমেজে। মিছিল করে, শ্লোগান দিয়ে ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে গিয়েছে এবং ভোট প্রদান করেছে। কোথাও কোথাও গুলী ছুঁড়ে উল্লাস প্রকাশ করে অনেকে ভোট দিয়েছে। দেহ থেকে রক্ত ঝরিয়ে অনেকে ব্যালট পেপারে সেই রক্ত দিয়ে 'হ্যাঁ'র পক্ষে চিহ্ন এঁকেছে। কেউ কেউ রক্তের আঁকরে লিখেছে, 'না'আম না'আম- সাদ্দাম'।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট পদে আরো ৭ বছরের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর ইরাকী নেতা সাদ্দাম হোসাইন তাঁর কৃতজ্ঞতা ও মহানুভবতার নিদর্শন হিসাবে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। ঘোষণায় বলা হয়, দেশের সকল রাজনৈতিক বন্দী ও বিভিন্ন ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত আসামীরা এই ঘোষণার আওতায় মুক্তি পাবে। অভিযুক্ত ও দেশে-বিদেশে পলাতক ভিন্নমতাবলম্বী সকলকেও ক্ষমা করা হয়েছে। শর্ত আরোপ করা হয়েছে শুধু খুনের অভিযোগে গ্রেফতারকৃত ও দণ্ডিতদের ক্ষেত্রে। ডিক্রীতে বলা হয়েছে, নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজনরা যদি ক্ষমা করে তাহ'লে তারাও মুক্তি পাবে।

ইরাক সম্পর্কে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত মানতে সঊদী আরব বাধ্য নয়

-প্রিন্স সুলতান

সঊদী আরবের দ্বিতীয় উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা ও বেসামরিক পরিবহণ মন্ত্রীর দায়িত্বে নিয়োজিত প্রিন্স সুলতান দুবাই সফর শেষে এমবিসি টেলিভিশনে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে বলেন, 'জাতিসংঘ কিংবা নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহের বিরোধিতা করতে আমাদের সামর্থ্য নেই। কিন্তু এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা আমাদের উপর বাধ্যতামূলক নয়'। তিনি বলেন, 'প্রতিবেশী ইরাকের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত মার্কিন সামরিক হামলায় সঊদী আরব কোন ধরনের সহায়তা প্রদান করবে না। আরব ও মুসলিম বিশ্বে সঊদী আরবের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। পবিত্র কা'বা ঘর ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্মস্থান সঊদী আরবে। তাই সঊদী আরব অন্যের স্বার্থে তার এই বিশেষ মর্যাদা পরিত্যাগ করবে না'। প্রিন্স সুলতান বলেন, 'কোন পক্ষকে খুশি করার জন্য সঊদী আরব তার অবস্থান পরিবর্তন করবে না'। তিনি বলেন, 'পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক বিদ্যমান'।

আক্রান্ত হ'লে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার জন্য ইরাকী ধর্মীয় নেতাদের ফৎওয়া জারি

যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার ফৎওয়া জারি করেছেন ইরাকের মুসলিম নেতারা। তারা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা বাগদাদের উপর সামরিক অভিযান চালালে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হবে।

গত ১২ অক্টোবর বাগদাদে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় নেতাদের এক সম্মেলনে এই ফৎওয়া জারি করা হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ৪৫০ জন ধর্মীয় নেতা বলেন, বাগদাদ আক্রান্ত হ'লে শয়তান আমেরিকান প্রশাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। যারা ইরাক আক্রমণের প্রতি সমর্থন দেবে তাদের বিরুদ্ধে এই জিহাদ প্রযোজ্য হবে। সম্মেলনে ইরাকের প্রতি সমর্থন ও ইরাকীদের পাশে দাঁড়িয়ে জিহাদ করার জন্য আরব ও ইসলামী দেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদেরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে বয়কটের বিষয়টিও ফৎওয়ায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নিষেধাজ্ঞার কারণে দু'মাসে ইরাকে ৩০ হাযার লোকের মৃত্যু

জাতিসংঘ নিষেধাজ্ঞার ফলে গত জুলাই ও আগষ্ট মাসে ইরাকে প্রায় ৩০ হাযার লোক মারা গেছে। ইরাকী স্বাস্থ্যমন্ত্রী উমিদ মেধাত মুবারক গত ১০ অক্টোবর এ কথা বলেন। ইরাকের স্যাটেলাইট টেলিভিশনে প্রচারিত এক বিবৃতিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন রোগ-বালাই এবং প্রতিদিনের ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের ফলে গত জুলাই ও আগষ্ট মাসে ইরাকে প্রায় ৩০ হাযার লোকের মৃত্যু হয়েছে। ইতিপূর্বে গত ২৮ সেপ্টেম্বর প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি আরো জানান, ১২ বছর আগে ইরাকে জাতিসংঘ নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে মোট ১৭ লাখেরও বেশি লোকের মৃত্যু হয়েছে। ইরাকী স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, উপসাগরীয় যুদ্ধকালে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের ইউরেনিয়াম সংবলিত বিস্ফোরক

ব্যবহার এখনো ইরাকে ব্যাপক ক্যান্সার ও জন্মগত ত্রুটির কারণ হয়ে রয়েছে।

ফিলিস্তীনী পার্লামেন্টে নবগঠিত মন্ত্রীসভা অনুমোদিত

ফিলিস্তীনী নেতা ইয়াসীর আরাফাতের গঠিত ১৯ সদস্যের নয়া মন্ত্রীসভা ফিলিস্তীনী পার্লামেন্টে অনুমোদিত হয়েছে। গত ২৯ অক্টোবর ফিলিস্তীনী পার্লামেন্টের এক অধিবেশনে ভাষণ দানকালে ইয়াসীর আরাফাত তার নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের কথা ঘোষণা করেন। এদিকে মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা এই আভাস দিয়েছেন যে, আরাফাতকে নেতৃত্ব থেকে বিদায় দিলে মধ্যপ্রাচ্যে সহিংসতা বেড়ে যাবে। তার অনুপস্থিতিতে কট্টর ফিলিস্তীনীরা ক্ষমতা দখল করবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ যখন আরাফাতকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন তখন সিআইএ কর্মকর্তারা এই আভাস দিলেন।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ইরাক সম্পর্কিত মার্কিন প্রস্তাব অনুমোদিত

যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাব গত ৮ নভেম্বর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়েছে। এই প্রস্তাবে ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র নির্মূলে ইরাককে শেষ সুযোগ দিয়ে বলা হয়েছে, ইরাক প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ না করলে তাকে মারাত্মক পরিণতি ভোগ করতে হবে। ব্রিটেনের সমর্থন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রণীত খসড়ায় ইরাককে প্রস্তাবটি পুরোপুরি মেনে নেয়ার জন্য ৭দিন সময় দেয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রস্তাবের শর্ত অনুযায়ী ২৩ দিনের মধ্যে ইরাককে তার যাবতীয় গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র সম্পর্কে একটি ঘোষণা প্রকাশ করতে হবে। প্রস্তাবের একটি ধারায় বলা হয়েছে, জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকদের ইরাকে কাজ শুরু করার সর্বোচ্চ ৬০ দিনের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদে রিপোর্ট জমা দিতে হবে এবং প্রস্তাব পাস হবার ১০ দিনের মধ্যে অস্ত্র পরিদর্শকদের একটি অগ্রবর্তী দল ইরাক যাবে।

প্রস্তাবে ইরাক সংকট নিরসনে নিরাপত্তা পরিষদের জন্য সীমিত ভূমিকা পালনের সুযোগ রাখার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ইরাকে একতরফা হামলা চালানোর দ্বারও উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। তবে প্রস্তাবের শর্তে অস্ত্র পরিদর্শনের সময় ইরাকের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা এবং অস্ত্র পরিদর্শকদের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা দেয়ার শর্তে ইরাকে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

এই প্রস্তাবে ইরাকে অস্ত্র পরিদর্শনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকদের পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এই ক্ষমতার আওতায় অস্ত্র পরিদর্শক দল প্রেসিডেন্সিয়াল প্রাসাদসহ ইরাকের সর্বত্র অবাধ ও নিঃশর্তে তল্লাশি চালাতে পারবে।

ইরাক সংক্রান্ত প্রস্তাবের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, ইরাককে নিরস্ত্রীকরণে জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্রের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। তিনি বাগদাদকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, ইরাক প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ না করলে যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রদের নিয়ে ইরাকের বিরুদ্ধে দ্রুত সামরিক অভিযান চালাবে।

তুরস্কের নির্বাচনে ইসলামপন্থী দলের নিরঙ্কুশ বিজয়

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে ৬ দলীয় ইসলামী জোট মুত্তাহিদা মজলিসে আমল (এমএমএ)-এর আশাতীত ফলাফলে যতটুকু বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছিল, তার চেয়ে বেশী বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে তুরস্কে ইসলামপন্থী 'জাস্টিস এণ্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি'র বিপুল বিজয়ে। তুরস্কে সাধারণ নির্বাচনে জাস্টিস এণ্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি প্রদত্ত ভোটের ৩৪ দশমিক ২ শতাংশ পেয়েছে। এ পরিমাণ ভোটের ভিত্তিতে দলটি ৫৫০ আসনের পার্লামেন্টে ৩৬২টি আসন পেতে যাচ্ছে। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ২৭৫টি আসন। পাকিস্তানে ৩৪২ আসনের পার্লামেন্টে ইসলামপন্থী এমএমএ জোট যেখানে পেয়েছে ৪৯টি আসন সেখানে তুর্কী পার্লামেন্টের ৫৫০ আসনের ৩৬২টি আসনে জাস্টিস এণ্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির জয়লাভ শুধু বিস্ময়কর নয়, অবিশ্বাস্যও বটে।

অন্যদিকে আধুনিক তুরস্ক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা কামাল আতাতুর্কের রিপাবলিকান পিপলস পার্টি প্রায় ২০ শতাংশ ভোট পেয়ে পার্লামেন্টের ১৭৯টি আসন পেয়েছে। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা অবশিষ্ট ১০টি আসনে জিতেছে। অন্যদিকে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বুলেন্দ এচিভিটের নেতৃত্বাধীন ত্রিদলীয় কোয়ালিশনের শোচনীয় নির্বাচনী বিপর্যয় ঘটেছে। এচিভিটের নিজ দল ডেমোক্রেটিক লেফট পার্টি এবং শরীক দু'টো দল মাদার ল্যাণ্ড পার্টি ও ট্রুপাথ পার্টি ১০ শতাংশের অনেক কম ভোট পাওয়ায় পার্লামেন্টের একটি আসনও পায়নি। উল্লেখ্য, তুরস্কের সংবিধান অনুযায়ী কোন দলকে পার্লামেন্টে আসন লাভ করতে হ'লে ১০ শতাংশ ভোট পেতে হয়।

জেনিন ও নাবলুসে ইসরাঈল যুদ্ধাপরাধ করেছে

-এ্যামনেষ্টি

গত এপ্রিলে পশ্চিম তীরের জেনিন ও নাবলুস শহরে সেনা অভিযান চালানোর সময় ইসরাঈল নির্বিচারে হত্যাসহ বহু যুদ্ধাপরাধ করেছে। মানবাধিকার গ্রুপ 'এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল' গত ৪ সেপ্টেম্বরের এক রিপোর্টে একথা জানায়। রিপোর্টে বলা হয়, ইসরাঈলী সেনাবাহিনী যেসব কাজ করছে তাতে যুদ্ধাপরাধের সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ইসরাঈল সেখানে নির্বিচারে হত্যা, নির্যাতন এবং বন্দীদের সাথে অমানবিক আচরণ, খেয়াল-খুশিমত শত শত বাড়ী-ঘর গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

নিপুন কারুকাজ ও গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই
শতরূপার অঙ্গীকার

শতরূপা জুয়েলারী হাউস

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

সর্বাধুনিক অলংকার নির্মাতা ও বিক্রেতা

মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোন- ৭৭৫৪৯৫।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সৌরজগতের এক নতুন সদস্যের সন্ধান লাভ

গত ৪ জুন সৌরজতের এক নতুন সদস্য তথা সূর্যকে প্রদক্ষিণরত এক নতুন গ্রহের মত বস্তুর সন্ধান পেয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজির জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাইকেল ব্রাউন ও তার সহকর্মী চাদউইক ট্রুজিলো। এটি সৌরজগতের সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ প্লুটোর চেয়েও একশ' ৫০ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'কোয়ার'। ১৯৩০ সালে প্লুটো আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা সৌরজগতে এই প্রথম এতবড় বস্তুর সন্ধান পেলেন। 'কোয়ার'-এর ব্যাস এক হাযার ২শ' ৮০ কিলোমিটার (প্রায় ৮শ' মাইল)। পৃথিবীর চেয়ে 'কোয়ার'-এর ব্যাস মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ। প্রতি ২৮৮ বছরে বস্তুটি একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এর আকার প্লুটোর প্রায় অর্ধেক হ'লেও নবম গ্রহটির উপগ্রহ জারন-এর চেয়ে বড়।

প্লুটোর বাইরে কথিত কুইপার বেল্ট-এ 'কোয়ার'-এর অবস্থান। এই বেল্টে বরফ ও শিলায় তৈরী অসংখ্য ছোট ছোট বস্তু সূর্যকে প্রদক্ষিণরত রয়েছে। যেসব বিজ্ঞানী প্লুটোকে ঠিক গ্রহ বলে মানতে চান না, 'কোয়ার'-এর আবিষ্কার তাদের অবস্থানকেই শক্তিশালী করেছে বলে অনেকে মনে করেন।

উল্লেখ্য যে, এ সন্ধান কাজে বিজ্ঞানীরা ক্যালিফোর্নিয়ার পালোমার মানমন্দিরে অবস্থিত টেলিস্কোপ ব্যবহার করেন। পরে হাবল টেলিস্কোপের মাধ্যমে অনুসরণ করেন বস্তুটির গতিপথ।

বিশ্বের সবচে' লম্বা মানুষ

'ফোরার' নামের এক আলজেরীয় নাগরিক বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা মানুষ। তার উচ্চতা ২ দশমিক ৪৪ মিটার (৮ ফুট)। আলজেরীয়ার বার্তা সংস্থা 'এপিএস' একথা জানায়। ফোরার ১৯ অক্টোবর তিজি ও জো শহরের এক মেলায় বলেন, যেভাবে পারি সেভাবেই আমি আমার জীবন চালিয়ে নিচ্ছি। ফোরারকে (২৯) ঘিরে দাঁড়িয়েছিল বিপুল সংখ্যক ছেলে-মেয়ে ও অন্যান্য কৌতুহলী লোকজন। তার পায়ে ছিল অনেক বড় সাইজের জুতা এবং পরনে ছিল বিশেষভাবে তৈরী পোশাক। ফোরার-এর ওযন ১৮০ কেজি।

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম হাতঘড়ি ফোন

সম্প্রতি জাপানের এনটিটি পার্সোনাল হ্যাণ্ডিফোন সিষ্টেম (পিএইচএস)-এর অনুকরণে সবচেয়ে ক্ষুদ্র রিষ্টওয়াচ বা হাতঘড়ি ফোন তৈরী করা হয়েছে। ৩০ ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের এই ফোনটির ওযন ৪৫ গ্রাম। সোয়াচ এবং স্যামস মটোরোলা কোম্পানীও এ ধরনের হাতঘড়ি ফোন তৈরী করছে। স্যামসাংয়ের সিডিএমএ ভিত্তিক এবং ৭৭ ঘন সেন্টিমিটারের হাতঘড়ি ফোনটির ওযন ৫০ গ্রাম। এতে রয়েছে ২৫০টি কনট্রাক্ট ফোন বুক।

যে পোশাক পরিধানকারীকে অদৃশ্য করে রাখবে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সৈন্যদের জন্য এক বিশেষ ধরনের পোশাক তৈরী করতে যাচ্ছে, যে পোশাক পরিধান করার পর পরিধানকারীকে প্রায় অদৃশ্য করে রাখবে। এই পোশাক বা ইউনিফরমের কাজ শুধু সৈন্যকে প্রায় অদৃশ্য করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়-বুলেটের আঘাত বা অন্য কোন আঘাতের ফলে ক্ষত সৃষ্টি হ'লে ব্যথানাশক বা মলম হিসাবেও কাজ করবে। এছাড়া এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে লাফ দেওয়ার ক্ষেত্রেও এ পোশাক সহায়তা করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক নির্মাতারা এ নিয়ে গবেষণার পর মে মাস থেকে এ পোশাক তৈরীর কাজে নেমে পড়ার কথা। এ পোশাক তৈরী কাজে অংশ নিচ্ছেন ১০০ জন ছাত্র ও ৩৫ জন অধ্যাপক। এ পোশাক তৈরী কাজে পেন্টাগণ ব্যয় করবে ৫ কোটি মার্কিন ডলার।

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম ও দ্রুতগতির ট্রানজিষ্টর

১ লাখ ট্রানজিষ্টর একত্র করে তার পুরুত্ব যদি একটি পাতলা কাগজের মত হয়, তবে তা আবিষ্কারের বিশ্বে বিস্ময়েরই ব্যাপার। সম্প্রতি পৃথিবীর ১ নম্বর মাইক্রো প্রসেসর ও সেমিকণ্ডাক্টর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান 'ইন্টেল' বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ট্রানজিষ্টর তৈরী করেছে। যার পুরুত্ব ১.১৩ মাইক্রন (১ মাইক্রন= ১ মিঃ মিঃ-এর ১০ লাখ ভাগের ১ ভাগ)। ট্রানজিষ্ট, মাইক্রো প্রসেসরসহ বিভিন্ন ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী তৈরীর মূল উপাদান। শুধু ক্ষুদ্রতমই ট্রানজিষ্ট নয়; বরং গতির দিক দিয়েও এ ট্রানজিষ্টরগুলি হবে সবচেয়ে দ্রুত। বর্তমানকালে সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ইন্টেলের অধিক দ্রুত গতিসম্পন্ন প্রসেসর পেন্টিয়াম ফোর-এর সর্বোচ্চ স্পীড ১.৫ গিগাহার্জ আর এতে মোট ট্রানজিষ্টর সংখ্যা ৪২ মিলিয়ন, এটি প্রতি সেকেণ্ডে ১.৫ বিলিয়ন সাইকেল স্পীডে গণনা করে থাকে। পক্ষান্তরে নতুন আশা ক্ষুদ্রতম ট্রানজিষ্টর ব্যবহার করলে এক সঙ্গে ৪০০ মিলিয়নেরও বেশী ট্রানজিষ্টর একত্রিত করে আরও শক্তিশালী মাইক্রো প্রসেসর তৈরী করা সম্ভব হবে, যার স্পীড দাঁড়াবে ১০ গিগাহার্জ। ইন্টেল কর্মকর্তারা দাবী করেছেন, কয়েক বছরের মধ্যেই মাইক্রো প্রসেসরের স্পীড বর্তমানের চেয়ে ১০ গুণ বেশী হবে। প্রস্তুতকারকরা আশা করেছেন এই ট্রানজিষ্টর আবিষ্কার মাইক্রো প্রসেসর নির্মাণে বিজ্ঞান বিশ্বে অভিনব বিস্ময়ের সৃষ্টি হবে।

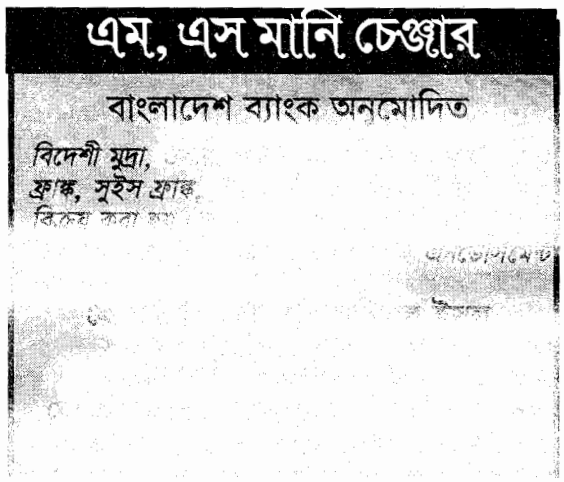

জনমত কলাম

বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আহ্বান

'১১ সেপ্টেম্বরের পর প্রেসিডেন্ট বুশ যে ক্রুসেডের ঘোষণা দিয়েছেন, তা নিছক উচ্চারণের ভুল নয়, আসল মনের প্রকৃত বহিঃপ্রকাশ। উত্তেজনার মুহূর্তে এটি ছিল মনের আসল রূপ ঢেকে রাখার চরম ব্যর্থতা'।

বিশ্ব মোড়ল আমেরিকা আজ ক্রুসেডের ঘোষণা দিয়ে সারা বিশ্বে অনিষ্ট সৃষ্টি করে চলেছে। আর মুসলিম বিশ্বের ক্ষমতাসীনরা শুধু মৌখিকভাবে তাদের নিন্দা জ্ঞান করে চলেছেন। শুধু নিন্দা করেই তারা তাদের দায়িত্ব এড়াতে চান।

ওরা ইসলামকে চিরতরে ধ্বংস করার ঘোষণা দিয়েছে। ইতিমধ্যে এশিয়ার দূর্গ আফগানিস্তানকে ধ্বংস করে অনেকটা অগ্রসরও হয়েছে। আফগানিস্তান ছিল প্রকৃত ইসলামী শাসনে পরিচালিত বিশ্বের একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলাকে কেন্দ্র করে আফগানিস্তানকে ধ্বংস করতে সামর্থ্য হয়েছে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী যুক্তরাষ্ট্র। এখন আবার পাঁয়তারা শুরু করেছে ইরাকের উপর। ইরাককে ধ্বংস করার জন্য সারা বিশ্বের সমর্থনের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসররা। ছলে-বলে-কৌশলে বিশ্বের সমর্থন নিয়ে ইরাককে ধ্বংস করতে পারলেই যুক্তরাষ্ট্রের পথ সুগম হবে। ইরাকের পরে টার্গেট ইরান, সুদান, জর্ডান ও মিশর। আর ভারতকে দিয়ে যখন তখন শাসাচ্ছে পাকিস্তানকে। শুধু তাই নয়, ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্রের তালিকা তৈরী করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশসহ সম্ভাব্য তিন মুসলিম রাষ্ট্র ফিলিস্তীন, কাশ্মীর এবং চেচনিয়াও বাদ পড়েনি তাদের তালিকা হ'তে। বলা হচ্ছে, 'এ তিনটি সম্ভাব্য মুসলিম রাষ্ট্র সহ বিশ্বের ৬০টি মুসলিম রাষ্ট্রেই তালেবান ও 'আল-ক্বায়েদার' সংগঠন আছে। যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন উসামা। অতএব এ সকল মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত আমেরিকার ক্রুসেড শেষ হবে না'।

তারা আমাদের ধ্বংস করার জন্য পাঁয়তারা করছে। আমরা কি তাদের অন্যায়-অত্যাচার আর দুষ্কর্মের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্য কোন প্রস্তুতি নিয়েছি? কোন রকম প্রস্তুতি না নিয়ে শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে যাওয়া আত্মহত্যার শামিল নয় কি? তাই শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য আমাদেরকে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ' তোমরা মুমিনদের পরস্পরকে দেখবে দয়া, ভালবাসা ও আন্তরিকতার দিক থেকে একটি শরীরের ন্যায়। তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হ'লে শরীরের সকল অঙ্গ বিনিদ্রা ও জ্বরে অস্বস্তিবোধ করে' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর অত্যাচার করবে না এবং শত্রুর হাতে সোপর্দও করবে না। আর যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে, আল্লাহও তার প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমার ভাইকে সাহায্য কর সে অত্যাচারীই হৌক আর অত্যাচারিত হৌক। যদি সে অত্যাচারী হয় তবে তাকে তার অত্যাচার হ'তে বিরত রাখ, আর যদি অত্যাচারিত হয়ে তবে তাকে সাহায্য কর' (দারেমী)।

উপরোক্ত হাদীছগুলির প্রেক্ষিতে আমরা নিজেদের মনকে জিজ্ঞেস করে দেখিতো, আমরা ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, চেচনিয়া, মিন্দানাও এবং আকসাই চীনের মুসলমানদের প্রতি কতটুকু দয়া, ভালবাসা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করতে পেরেছি? তাদের প্রয়োজনে আমরা কতটুকু এগিয়ে যাচ্ছি তাদের দিকে? অমুসলিমচক্র কর্তৃক প্রতিদিন লাঞ্ছিতা, অপমাণিতা, ধর্ষিতা হচ্ছে আমাদের মা-বোনেরা। বিতাড়িত হচ্ছে নিজেদের মাতৃভূমি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ঘর-বাড়ি থেকে। আমরা তাদের সাহায্যে কতটুকু অগ্রসর হ'তে পেরেছি? আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরোক্ত হাদীছগুলির কতটুকু আমল করতে পেরেছি?

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ পূর্ণ ঈমানদার হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যসব লোকের চেয়ে অধিক প্রিয় না হব'। আমরা যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এ সকল হাদীছ না মানি, তাহ'লে কি পূর্ণ ঈমানদার হ'তে পারব? আর পূর্ণ ঈমানদার না হ'লে কি জান্নাত পাওয়া যাবে?

কাফিরচক্র ক্রুসেডের ঘোষণা দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-তে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সহ বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের প্রতি আমি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তাদের অত্যাধুনিক ভারী ভারী অস্ত্রের মোকাবিলা আমরা শুধু কলাসনিকোভ নিয়ে কিভাবে টিকে থাকব? উত্তর হ'ল, আমরা যদি সত্যিকারের ঈমানদার হই, তাহ'লে আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র সাহায্য অবশ্যই নাযিল হবে। যিনি বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছিলেন। তিনিই তাঁর দ্বীন রক্ষার জন্য আমাদেরকে সাহায্য করবেন। যারা আল্লাহ্‌র পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের প্রতি আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্য নাযিল করবেন। যার ওয়াদা তিনি কুরআনের বহু স্থানে করেছেন।

অতএব কাফেরদের ক্রুসেডের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!

❐ *আশরাফুল ইসলাম, নাটোর।*

আহলেহাদীছগণই সঠিক কথা বলেন

জনৈক যুবক আলেম ওয়ায করছিলেন। ইফতারের সময় প্রসঙ্গে তিনি তার জীবনের একটি ঘটনা ব্যক্ত করলেন। ঘটনাটি আরো কয়েক বছর আগের। গ্রীষ্মকালের রামাযান মাস। ইফতারের সময়েই তিনি খেয়া-নৌকা যোগে নদী পার হচ্ছিলেন। নৌকা ভর্তি লোক। তিনি নদীর পানি দিয়ে ইফতার করলেন। তার ইফতার করা দেখে নৌকার লোকেরা তাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, 'আরে বাপ, সারাটা দিন এত কষ্ট করে সামান্য সময়ের জন্য রোযাটা নষ্ট করে দিলেন'। লোকদের কথার জবাবে তিনি বললেন, 'আমি তো নষ্ট করলাম, আমি অনুরোধ করি, আমার দেখাদেখি আপনারাও রোযাটা নষ্ট করুন'।

নৌকা ভর্তি লোকদের মধ্যে ইফতারের সময়-জ্ঞান সম্বন্ধে কারো সঠিক অবগতি ছিল না। তাদের বিশ্বাস, আরো কিছু দেরিতে ইফতার করতে হবে। তাই তারা ইফতারের সঠিক সময়ে একজনকে ইফতার করতে দেখে ঐরূপ মন্তব্য করেছিল।

আমরা যদি আমাদের সমাজের দিকে বিশেষভাবে তাকিয়ে দেখি, ঐ একই চিত্র ফুটে উঠে। যারা সঠিক আমল করেন, তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। এদের প্রতিটি আমল সমাজের নিকট অপসন্দনীয়। কারণ, সমাজের বহু সংখ্যক আমলকারীদের নিকট তাদের সঠিক আমলটি একান্তই বেঠিক। আর বেঠিক আমল করেই তারা মনে করেন, তারাই সঠিক আমল করে যাচ্ছেন। তাই নগণ্য সংখ্যক সঠিক আমলকারীদের কোন ব্যক্তি যদি কোন একটি বিষয়ে সঠিক আমলের কথা বলেন, তখন বেশী সংখ্যক বেঠিক আমলকারীরা হৈ হৈ করে উঠেন। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সঠিক কথা বলা ব্যক্তির প্রতি মারমুখো হয়ে উঠেন।

একদিন মসজিদ ভর্তি মুছল্লীর সামনে ওযূর পদ্ধতি বিষয়ে একজন সঠিকভাবে ওযূ জানা ব্যক্তি বললেন, 'ওযূ ছালাতের চাবি, আর ছালাত বেহেশতের চাবি। ওযূ সঠিক না হ'লে ছালাত দুরস্ত হবে না। প্রতিটি অঙ্গ তিনবারের অধিক ধুবেন না। কিন্তু মাথা একবারের বেশি মাসেহ করবেন না। ঘাড় মাসেহ করবেন না। কেননা ঘাড় মাসেহ হাদীছে নেই। আপনারা এ ব্যাপারে ওযূর নিয়মাবলী পড়ুন, দেখুন'। ঘাড় মাসেহ করতে হবে না বলার সাথে সাথে প্রতিবাদ এল। কারণ মসজিদ ভর্তি লোক ঘাড় মাসেহ করেন। ঘাড় যদি মাসেহ করা না হয়, তাহ'লে তারা তো দীর্ঘদিন ধরে ভুল কাজ করে এসেছেন। তাই তারা ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করতে আত্মসম্মান হানিকর মনে করলেন। এভাবে দীর্ঘদিনের লালিত ভুল আমল তারা পরিহার করতে নারায। এখন পরিণতি যাই হৌক।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে ভুল এবং সঠিক আমলের কি কোন মাপকাঠি আছে? অবশ্যই আছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছই দ্বীনের ক্ষেত্রে সব বিষয়েরই মাপকাঠি। আহলেহাদীছদের নিকট এই দু'টি মাপ ছাড়া আর কোন মাপকাঠি নেই। তাই তাঁদের কথা একান্তই সঠিক। এ ব্যাপারে একটি বাস্তব উদাহরণ দিই। আমরা অনেকেই ঘড়ি ব্যবহার করে থাকি। আমাদের ঘড়ির সময় যাচাইয়ের জন্য আমরা বেতার কেন্দ্রের ঘড়ির উপর নির্ভরশীল। কেননা আমাদের বিশ্বাস, বেতার কেন্দ্রের ঘড়ির সময়ের হেরফের হবার সম্ভাবনা নেই। তাই আমরা দ্বিধাহীনচিত্তে বেতার কেন্দ্রের ঘড়ির সময়ের সাথে মিল রেখে আমাদের ঘড়ির সময় নির্ধারণ করে থাকি।

আহলেহাদীছগণ অনুরূপ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে দ্বীনের সঠিক উৎস বিশ্বাসে আমল করেন। তাই তাঁদের কথা একান্ত সঠিক। সকলকেই দ্বীনের মূল উৎস পথের অনুসারী হওয়া যাবে না। আর পথ সঠিক না হ'লে গন্তব্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। আসুন! অহেতুক সঠিক আমলকারীদের প্রতি বিরূপ না হয়ে আমরাও সঠিক আমলের পথে গন্তব্যে পৌঁছতে চেষ্টিত হই। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথের অনুসারী হবার তৌফীক দিন। আমীন!

আতাউর রহমান
সাং সন্ন্যাসবাড়ী, পোঃ বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

'ইসলামী শিক্ষা নিয়ে কিছু কথা' প্রবন্ধের লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ

মাসিক 'আত-তাহরীক' আগষ্ট '০২ সংখ্যায় 'ইসলামী শিক্ষা নিয়ে কিছু কথা' বিষয়ে সাড়া জাগানো চমৎকার লেখার জন্য আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন ছাহেবকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি উক্ত বিষয়ে অমুসলিম দেশ সমূহে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জ্বলন্ত প্রমাণ দেখিয়েছেন এবং এ দেশে ৯৫% মুসলমান থাকা সত্ত্বেও ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের সুযোগ না দিয়ে জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী পন্থীদের ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য শিক্ষার সকল স্তর থেকে ইসলামী শিক্ষা তুলে দেয়ার অশুভ পাঁয়তারাকে মুক্ত কণ্ঠে তুলে ধরেছেন। আমি আশা করি লেখকের এ লেখায় বিন্দুমাত্র ঈমানওয়ালা ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের পক্ষে কথা না বলে চুপ করে বসে থাকতে পারবেন না। আল্লাহ চাহে তো এ লেখায় সচেতন হবেন দেশের শিক্ষা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় ও সম্মানিত সদস্যগণ। সম্মানিত লেখকের মাঝে জাতিকে ফায়দা দানকারী আরো তত্ত্ব ও তথ্য অপ্রকাশিত আছে। সে অমূল্য তথ্যকে প্রকাশ করে দিশেহারা মানবতাকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে মুহতারাম লেখককে পুনরায় আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে শেষ করলাম।

আবূ তাহের
সহ-সুপার
রাধানগর কালিকাপুর রাহঃ দাখিল মাদরাসা
বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়িয়া।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী সভা

জলাইডাঙ্গা, রংপুর ২৩ অক্টোবর, বুধবারঃ অদ্য বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর সাংগঠনিক যেলার জলাইডাঙ্গা এলাকার উদ্যোগে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত জলাইডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা সভাপতি মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় উপস্থিত ছিলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম আব্দুল লতীফ। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' এদেশে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন দেখতে চায়। সেজন্য প্রয়োজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট 'ইমারত'-এর অধীনে পূর্ণ ইখলাছের সাথে দা'ওয়াত ও জিহাদের কর্মসূচী নিয়ে জামা'আতবদ্ধ ভাবে এগিয়ে যাওয়া। তিনি সকলকে দাওয়াত ও জিহাদের এ অনন্য কাফেলায় শরীক হওয়ার আহ্বান জানান। তাবলীগী সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ ওয়াক্কাছ আলী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়ারেছ প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, এর আগে বাদ মাগরিব এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

২৭ অক্টোবর, রবিবার, কদমশহর, রাজশাহীঃ অদ্য বাদ মাগরিব রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার কদম শহর শাখার উদ্যোগে স্থানীয় কদম শহর আলেহাদীছ মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মসজিদের সভাপতি জনাব আব্দুস সালাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ ও জনাব আতাউর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দারুসা এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম। সমাবেশে বক্তাগণ পরকালীন মুক্তির স্বার্থে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পতাকামূলে সমবেত হওয়ার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বেজোড়া, রাজশাহী, ২৮ অক্টোবর সোমবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দারুসা এলাকার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম আব্দুল লতীফ ও জনাব আতাউর রহমান।

কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক

আটমূল, বগুড়া, ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য বেলা ৩ টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার আটমুল এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় সালাফিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গনে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাষ্টার আব্দুল লতীফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা খলীলুর রহমান। প্রধান অতিথি স্বীয় বক্তব্যে উপস্থিত কর্মী ও সুধীদেরকে সার্বিক জীবনে 'অহি'-র বিধান মেনে চলার উদাত্ত আহ্বান জানান। সভা শেষে আটমুল এলাকা কমিটি পুনর্গঠিত হয়।

পাওটানাহাট, রংপুর, ২১ অক্টোবর, সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর সাংগঠনিক যেলার পীরগাছা থানার পাওটানাহাট এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় বায়তুল মামূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা সভাপতি জনাব মফীযুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা সভাপতি জনাব মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব প্রমুখ।

কুড়িগ্রাম যেলা পুনর্গঠন

উত্তর পাণ্ডুল, সাতভিটা, কুড়িগ্রাম ২২ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম সাংগঠনিক যেলার কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা আব্দুর রহীম-এর সভাপতিত্বে উত্তর পাণ্ডল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম আব্দুল লতীফ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব, সাধারণ সম্পাদক জনাব আতীকুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মালেক, কুড়িগ্রাম যেলার কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, মফীযুল ইসলাম, ইদরীস আলী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে উপস্থিত দায়িত্বশীল ও উপদেষ্টাগণ আপোষে পরামর্শ করে মাওলানা সিরাজুল ইসলামকে সভাপতি, মাওলানা আবু তালহাকে সহ-সভাপতি ও মুহাম্মাদ মফীযুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কর্মপরিষদ গঠন করেন এবং তা অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন।

তা'লীমী বৈঠক

স্থানঃ প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীঃ

(১) ২ অক্টোবর, বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ-এর পরিচালনায় ও হাফেয হাবীবুর রহমান-এর বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দানের মাধ্যমে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়।

উক্ত বৈঠকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন' বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে তিনি 'সোনামণি' মারকায শাখা কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময় মারকায শাখার 'সোনামণি' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ শিক্ষা দানের মাধ্যমে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(২) ১৬ অক্টোবর, বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে 'ইলম ও আমল' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা'লীম প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-এর মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ শিক্ষা দান করেন হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন।

(৩) ২৩ অক্টোবর, বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে 'দায়িত্ব ও কর্তব্য' পালনের উপর গুরুত্বপূর্ণ তা'লীম প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-এর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল জনাব সাঈদুর রহমান। দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ শিক্ষা দান করে হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন।

বগুড়ায় মসজিদ উদ্বোধন

বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া, ২রা রামাযান ৮ই নভেম্বর, শুক্রবারঃ অদ্য বগুড়া যেলার বৃ-কুষ্টিয়ায় তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নবনির্মিত দারুল হাদীছ রহমানিয়া জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

এলাকার মুছল্লীদের উপচেপড়া ভিরে জুম'আর ছালাত শেষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, কেবলমাত্র আখেরাতের স্বার্থে জনকল্যাণ করার মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত। তিনি বলেন, আপেল সবাই খরিদ করি। কিন্তু বৃক্ষিটির খবর অনেকে রাখি না। আজ আপেল নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছে। তিনি কর্মীদেরকে কোনরূপ দুনিয়াবী লোভের ফাঁদে পা না দিয়ে কেবলমাত্র পরকালীন স্বার্থে আহলেহাদীছ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আনছার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর যেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহীম প্রমুখ

ইফতার মাহফিল

(ক) কাজলা, রাজশাহী ৭ই রামাযান ১৩ নভেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কাজলা শাখার উদ্যোগে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' মসজিদে 'রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

কাজলা শাখার উপদেষ্টা মাস্টার ইসরাফীল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঊদী ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মাবউছ শায়খ ফাওয়ায বিন আব্দুল্লাহ আল-গামেদী।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীরুতার মধ্যেই আমাদের মুক্তি নিহিত। তিনি বলেন, তাক্বওয়া কেবল মনোজগতে নয়, এটিকে ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারলেই আমাদের জীবন সার্থক হবে।

বিশেষ অতিথির ভাষণে শায়খ ফাওয়ায সূরা নাহলের ২০ নম্বর আয়াত উদ্ধৃত করে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ) একাই একটি উম্মত ছিলেন। অতএব আহলেহাদীছ-এর নির্ভেজাল দা'ওয়াত দিতে গিয়ে একাকী হ'লেও নিজেকে একটি জামা'আত মনে করতে হবে। তিনি উপস্থিত সকলকে দা'ওয়াতী কাজে নিবেদিত হওয়ার আহবান জানান।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস, এম, আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউর রহমান প্রমুখ। ইফতার মাহফিলে বিপুল মুছল্লী সমাগম হয়।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশ পরিচালনা করুন

-সরকারের প্রতি আমীরে জামা'আত

(খ) ঢাকা ৯ই রামাযান ১৫ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য স্থানীয় হাজী জুম্মন আলী কম্যুনিটি সেন্টারে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলা কর্তৃক আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি রামাযান মাসকে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে বিশেষ রহমতের মাস হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, সরকারের গৃহীত অপারেশন ক্লীনহার্ট কর্মসূচীকে সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়িত করতে হ'লে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাক্বওয়ার অনুশীলন করা যরূরী। বিশেষ করে দেশের ধনিক শ্রেণী, সরকারী আমলাগণ এবং রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা-কর্মীগণ যদি আল্লাহভীরু ও নৈতিকতা সম্পন্ন হন, তাহ'লে দেশকে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছানো সম্ভব হবে। তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, নিজেদের রচিত বিধান নয়, বরং আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো ও সে মোতাবেক দেশ পরিচালনা করার মধ্যেই দেশের সত্যিকার শান্তি, উন্নতি ও স্থিতিশীলতা নির্ভরশীল।

ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ আলেম মাওলানা আনীসুর রহমান (টাঙ্গাইল) ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলা সদস্য ও ঢাকা যেলার সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন। ইফতার মাহফিলে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীয, স্থানীয় পঞ্চায়েত সেক্রেটারী জনাব রহমাতুল্লাহ সহ স্থানীয় মহল্লা সমূহের বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ইফতার মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ।

যুবসংঘ

শবেবেদারী অনুষ্ঠিত

গত ১০ ও ১৪ অক্টোবর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলা ও বুড়িচং এলাকার যৌথ আয়োজনে যথাক্রমে বুড়িচং আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও আরাগ আনন্দপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে শবেবেদারী অনুষ্ঠিত হয়। রাত ৮-টায় শুরু হওয়া উভয় অনুষ্ঠানে 'গণতন্ত্রই ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়' শীর্ষক প্রাণবন্ত বিতর্ক প্রতিযোগিতা, 'দা'ওয়াত ও জিহাদই মুক্তির একমাত্র পথ', 'অহি-র বিধানই পৃথিবীতে শান্তি আনতে পারে' ইত্যাদি বিষয়ে নির্ধারিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, মাসআলা শিক্ষা ক্লাস ও সংগঠনের অন্যান্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। তাহাজ্জুদ ছালাত ও ফজর বাদ দরসে কুরআন এবং সকালে শরীরচর্চা শেষে হেদায়াতী ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলাকা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ জা'ফর ইকরাম। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রোসমত আলী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর যেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ, মাওলানা শামছুল হক, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

মহিলা সমাবেশ

কালাই, জয়পুরহাট ২১ অক্টোবর সোমবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' জয়পুরহাট যেলার কালাই উপযেলা শাখার উদ্যোগে 'কালাই আহলেহাদীছ কমপ্লেক্স'-এর ২য় তলায় এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মাওলানা মোস্তফা আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার মুহাদ্দিছ ও দারুল ইফতা-এর সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আল-হেরা' শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। প্রধান অতিথি স্বীয় বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সমাজের নারীরা ইসলামের সুনিয়ন্ত্রিত পর্দা প্রথার অনুসরণ না করার কারণে বিভিন্ন স্থানে লাঞ্ছিত হচ্ছে। সমাজে ব্যভিচার, ধর্ষণ, হত্যা প্রভৃতি গর্হিত কাজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, দেশে ইসলামী বিধান কায়েম হ'লে সকল অনৈসলামীক কাজের মূলোৎপাটন হবে ইনশাআল্লাহ।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মা'বূদ, সহ-সভাপতি মাওলানা শহীদুল ইসলাম, মাওলানা খলীলুর রহমান, সলীমুল্লাহ, খায়রুযযামান ও মীযানুর রহমান প্রমুখ।

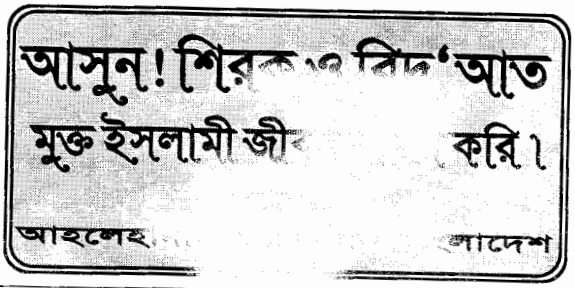

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/৭১)ঃ সূরা যিলযাল দু'বার পড়লে নাকি কুরআন খতমের নেকী পাওয়া যায়। জনৈক খত্বীব খুৎবায় হাদীছটি বর্ণনা করে বলেছেন, তিরমিযীর এ হাদীছ 'ছহীহ'। খত্বীব ছাহেবের বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুকুল
দাউদপুর রোড
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ সূরা যিলযালের ফযীলত সংক্রান্ত তিরমিযীর উক্ত হাদীছটি 'যঈফ'। হাদীছটি নিম্নরূপঃ আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সূরা যিলযাল পাঠ করবে, সে অর্ধেক কুরআন পাঠের সমপরিমাণ নেকী পাবে' *(আলবানী, যঈফ তিরমিযী হা/৫৪৮; সিলসিলা যাঈফাহ হা/১৩৪২)*। এ বিষয়ে মিশকাতে বর্ণিত হাদীছটি 'মুনকার' ও 'যঈফ' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৫৬ 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়)*। তবে উক্ত হাদীছের মধ্যে বর্ণিত সূরায়ে ইখলাছ ও কাফেরূন-এর ফযীলতের বিষয়টি অন্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্নঃ (২/৭২)ঃ মহিলাদের জন্য কাঁচের চুড়ি অথবা বাজনা জাতীয় অলংকার পরিধান করা জায়েয আছে কি?

-হালীমা বেগম
কাযী ভিলা, কালীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ কাঁচের চুড়ি হৌক বা যেকোন বাজনা জাতীয় অলংকার হৌক, পুরুষ বা মহিলা কারুর জন্য তা ব্যবহার করা জায়েয নয়। বাজনা বিহীন চুড়ি পরিধানে কোন দোষ নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট ঘুঙুর পরিহিতা একটি ছোট মেয়েকে আনা হয়, ঐ সময় তার ঘুঙুরটা বাজছিল। তখন হযরত আয়েশা বললেন, এ মেয়েটিকে ঘুঙুর না কাটা পর্যন্ত আমার ঘরে প্রবেশ করাবে না। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ঘরে বাদ্য থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না' *(মিশকাত হা/৪৩৯৯ 'পোষাক' অধ্যায় 'আংটি' অনুচ্ছেদ; ছহীহ আবুদাঊদ ২/৪২৩১ সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (৩/৭৩)ঃ প্রেম করে বিয়ে করার ইচ্ছে করেছি। তবে কোন পাপে লিপ্ত হব না এবং শরী'আত মোতাবেক তাকে বিয়ে করব। এরূপ পদ্ধতিতে বিয়ে করলে কি শরী'আত বিরোধী কাজ হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সাঁজিয়াড়া, ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ বেগানা নারী-পুরুষের মধ্যে শারঈ পদ্ধতিতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে কোনরূপ প্রেম মূলক সম্পর্ক স্থাপন করা ইসলামী শরী'আতে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। বিবাহের উদ্দেশ্যে মেয়ের অভিভাকের সম্মতিক্রমে পাত্র তার প্রস্তাবিত পাত্রীকে দেখতে পারে মাত্র। তার বেশী নয় *(মুসলিম, তিরমিযী, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩০৯৮, ৩১০৬-৭ 'বিবাহ' অধ্যায় 'পাত্রীকে দেখা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৭৪)ঃ বিবাহের সময় যুবতী মহিলারা বরের গায়ে হলুদ মাখায় এবং গোসল করায়। এগুলি কি শরী'আত সম্মত? হলুদ মাখানো যদি জায়েয হয়, তাহ'লে ছোট বাচ্চারা বরের গায়ে হলুদ মাখাতে পারে কি-না? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-হারূনুর রশীদ
বায়া বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ এটি শরী'আত বিরোধী কাজ। এ ধরনের অন্যায় ও বেহায়াপনা কাজ হ'তে বেঁচে থাকা আবশ্যক। বরের গায়ে হলুদ মাখানো জায়েয আছে। মাহরাম মহিলা বা ছোট বাচ্চারা বরের গায়ে হলুদ মাখালে কোন দোষ নেই।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুর রহমান ইবনে 'আউফ (রাঃ)-এর শরীরে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি? তিনি বললেন, আমি একটি খেজুর দানার ওযনের পরিমাণ স্বর্ণ মোহরানা দিয়ে বিবাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমার বিবাহে বরকত দিন। ওয়ালীমা কর, যদি একটি বকরী দ্বারাও হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১০ 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, গায়ে হলুদ দেওয়া উপলক্ষ্যে যেসব অপচয় হয় এবং বর ও কনে পক্ষ থেকে যুবতী মহিলারা হলুদ রঙের শাড়ী পরে যেসব বেহায়াপনা করে, তা নিঃসন্দেহে অন্যায় এবং অবশ্যই পরিত্যাজ্য *(দ্রঃ 'আত-তাহরীক' সেপ্টেম্বর '৯৯ প্রশ্নোত্তর ৬/১০৬)*।

প্রশ্নঃ (৫/৭৫)ঃ সূরা তওবার ১২২ নং আয়াতে ইল্‌মে তাছাউওফের আলোচনা রয়েছে কি? অত্র আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জালালুদ্দীন
সরকারী আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতের অনুবাদ নিম্নরূপঃ '(যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে) সকল মুমিনের বাড়ি হ'তে বের হওয়া উচিত নয়। কেন তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হচ্ছে না, যাতে তারা দ্বীনের শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং ফিরে এসে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে পারে, যাতে তারা সকলে সতর্ক হয়' *(তাওবাহ ১২২)*।

ব্যাখ্যাঃ মদীনা জনশূন্য হ'লে শত্রুরা মদীনার উপর আক্রমণ করতে পারে, এ জন্য আল্লাহ তা'আলা সকল মুমিনকে যুদ্ধে বের হ'তে নিষেধ করেছিলেন। অত্র আয়াতে

আরো বলা হয়েছে, যারা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে বাড়িতে অবস্থান করবে, তাঁর নিকট থেকে তারা যে সব জ্ঞান অর্জন করবে, যোদ্ধারা ফিরে আসলে তাদের তা শিখিয়ে দিবে। অথবা যারা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে যুদ্ধে যাবে এবং তাঁর নিকটে যেসব জ্ঞান অর্জন করবে, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে যারা বাড়িতে আছে তাদেরকে তা শিখিয়ে দিবে *(দ্রঃ শাওকানী, যুবদাতুত তাফসীর, তাফসীর ইবনে কাছীর, ফাতহুল ক্বাদীর, জালালাইন প্রভৃতি)*।

অত্র আয়াতে তাছাউওফের কোন আলোচনা নেই। পাকিস্তানের মুফতী মুহাম্মাদ শফীকৃত সঊদী ছাপা তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইলমে তাছাউওফ শিক্ষা করাকে 'ফরযে আইন' বলা হয়েছে। অথচ তার সাথে অত্র আয়াতের কোনই সম্পর্ক নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিক্ষায় তাক্বওয়া অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রচলিত বানোয়াট সূফীবাদের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্নঃ (৬/৭৬)ঃ কোন হিন্দু বা অমুসলিম ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তার জন্য কি খাৎনা করা শর্ত? এ বিষয়ে শরী'আতের বিধান কি?

-আহমাদ আলী
লালগোলা বাজার, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ ইসলাম গ্রহণের সময় কোন অমুসলিমের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ কোন শর্ত আরোপ করেছেন বলে জানা যায় না।

প্রশ্নঃ (৭/৭৭)ঃ আমি আমার অংশীদারদের না বলে আমার মায়ের নিকট হ'তে ৭ শতক জমি রেজিষ্ট্রি করে নিয়েছি। পরে সাড়ে তিন শতক বিক্রি করে আমার মা ও ছেলে-মেয়ের পিছনে সংসারে খরচ করেছি। এখন বাকী সাড়ে তিন শতক জমি অংশীদাদের ফেরৎ দিলে পরকালে আমার নাজাত হবে কি?

-সাঈদুল ইসলাম
তেঘর বাড়িয়া, মোহনপুর
রাজশাহী।

উত্তরঃ অংশীদারদের ফাঁকি দিয়ে জমি রেজিষ্ট্রি করে নেওয়া নাজায়েয হয়েছে, যা ফেরত দেওয়া যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ সম্পদ ফেরত দিতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'অনুদান' অনুচ্ছেদ)*। তবে অংশীদারগণ খুশী মনে সম্মতি দিলে পরকালে নাজাতের আশা করা যায়।

প্রশ্নঃ (৮/৭৮)ঃ আমার বোনের নিকট হ'তে ১,০০০/= (এক হাযার) টাকা নিয়ে একটি ছাগল তার কাছে জমা রেখেছিলাম এই শর্তে যে, তোমার টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত তোমার নিকট ছাগলটি থাকবে। প্রায় ৫ বছর হয়ে গেল। এখন আমি ছাগল চাইতে গেলে শুধু আমার ছাগলটি ফেরত দিতে চায়, কিন্তু তার বাচ্চা ৩টি দিতে চায় না। শরী'আতের বিধান অনুযায়ী আপনাদের মাসিক আত-তাহরীকের মাধ্যমে ফায়ছালা চাই।

-মমতায় বেগম
অভয়নগর, যশোর।

উত্তরঃ ছাগলটি মূলতঃ বন্ধক রাখা হয়েছিল। অতএব ছাগলের বাচ্চা সহ মূল মালিক তা ফেরত পাবে। তবে বন্ধক গ্রহিতা উক্ত ছাগল প্রতিপালন বাবদ খরচ পাওয়ার হকদার। সে হিসাবে তিনি উক্ত ছাগলের দুগ্ধ পান ইত্যাদির মাধ্যমে উপকৃত হ'তে পারেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, খরচের বিনিময়ে বন্ধকী বাহনের উপর সওয়ার হওয়া যায় এবং প্রতিপালনের বিনিময়ে বন্ধকী পশুর (গাভী, ছাগল ইত্যাদি) দুধ পান করা যায়' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৮৮৬ 'বন্ধক' অধ্যায়)*। কাজেই প্রশ্নে উল্লেখিত তিন বাচ্চাসহ ছাগল মূল মালিককে ফেরত দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (৯/৭৯) ক্বিবলার দিকে ফিরে পেশাব-পায়খানা করা যবে কি-না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আলী
সাতনালা জোত
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,... পায়খানা পেশাবের সময় তোমরা ক্বিবলাকে সামনে বা পিছনে রাখবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৪ 'পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার' পরিচ্ছেদ)*। একই মর্মের হাদীছ মুসলিম শরীফেও সালমান ফারেসী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে *(মিশকাত হা/৩৩৬, 'ঐ' পরিচ্ছেদ)*।

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হাফছার বাড়ীর ছাদে কোন কারণে উঠেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ক্বিবলা পিঠ করে হাজত সারতে দেখলাম' *(মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/৩৩৫)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি উন্মুক্ত স্থানের জন্য *(মির'আত হা/৩৩৬-এর টীকা ২/৪৮ পৃঃ)*। সাইয়িদ সাবিক্ব উক্ত হাদীছ দু'টির সমন্বয় সাধন করে বলেন, উন্মুক্ত স্থানে ক্বিবলামুখী বা ক্বিবলা পিঠ হওয়া নিষিদ্ধ। তবে টয়লেটের মধ্যে জায়েয' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৫-২৬ পৃঃ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১০/৮০)ঃ ওয়ার্ল্ড ভিশনের সাহায্যে মসজিদ-মাদরাসার আঙ্গিনা এবং ঈদগাহের মাঠ ভরাট করা যাবে কি?

-হুসাইন আহমাদ
হানাইল, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ওয়ার্ল্ড ভিশনের সাহায্য দ্বারা মসজিদ-মাদরাসার আঙ্গিনা ও ঈদগাহের মাঠ ভরাট করা যাবে এবং মুসলিম বা অমুসলিম যেকোন সংস্থার হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অমুসলিমদের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন

(বুখারী ১/৩৫৪ পৃঃ)।

প্রশ্নঃ (১১/৮১)ঃ বাড়ীতে স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে জামা'আত সহ ছালাত আদায় করলে কি ২৫/২৭ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যাবে? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ছাকী হুসাইন
উপ-ব্যবস্থাপক প্রশাসন
টি,এস,পি কমপ্লেক্স লিঃ
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
ও
মুহাম্মাদ আবদুল বারী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ বাড়ীতে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নিয়ে জামা'আত সহকারে ছালাত আদায় করলে ২৭ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ অধিক ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছগুলি মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত। ইবনু হাজার এটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) কিছু হাদীছ ও আছার পেশ করেছেন। যেমন- (ক) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির (মসজিদে) জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা তার বাড়ীতে অথবা বাজারে ছালাত আদায় করা অপেক্ষা ২৫ গুণ ছওয়াব বেশী। কেননা কোন ব্যক্তি যখন কেবলমাত্র ছালাতের উদ্দেশ্যে ওযূ করে মসজিদে রওয়ানা হয়, তখন তার প্রতি কদমে একটি করে মর্তবা উন্নীত হয় এবং একটি করে গোনাহ ঝরে পড়ে ও একটি করে নেকী লেখা হয়...' *(বুখারী, ফৎহুলবারী হা/৬৪৭, ২/১৫৪ পৃঃ, 'আযান' অধ্যায়; 'জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, মিশকাত হা/১০৭২)।*

(খ) জ্যেষ্ঠ তাবেঈ হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ নাখঈ যখন নিজ এলাকার মসজিদে জামা'আত না পেতেন তখন তিনি (ছওয়াবের প্রত্যাশায়) অন্য মসজিদে গিয়ে জামা'আত সহকারে ছালাত আদায় করতেন' *(ফৎহুলবারী ২/১৫৪ পৃঃ)*। মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, মসজিদ কেবল ছালাতের জন্যই নির্দিষ্ট। সেকারণ সেখানে জামা'আতে বা একাকী হ'লেও নেকী নিঃসন্দেহে বেশী হওয়া স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে বাড়ীতে বা বাজারে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে সেখানে একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে নেকী অবশ্যই বেশী হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মির'আত হা/৭০৭-এর ভাষ্য; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ২২ টীকা ৩৯)*। যদিও তা ২৫/২৫ গুণ হবে না।

প্রশ্নঃ (১২/৮২ঃ বাসর রাতে সহবাসের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের কোন নিয়ম আছে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-সোনিয়া
শাহজীপাড়া, মেহেরপুর।

উত্তরঃ বাসর রাতে সহবাসের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের প্রমাণে কোন দলীল নেই। তবে সে সময়ে স্বামী স্বীয় নব বধুর চুলের সম্মুখভাগ ধরে নিম্নোক্ত বরকতের দো'আ পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ
وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ-

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা জাবালতাহা 'আলাইহি ওয়া আঊযুবিকা মিন শার্রিহা ওয়া শার্রি মা জাবালতাহা 'আলাইহি' *(আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ; তাহক্বীক্ব মিশকাত ২/৭৫৫ পৃঃ, হা/২৪৪৬, 'বিভিন্ন সময়ে দো'আ' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৮৩)ঃ আমার বা আমার স্বামীর আক্বীক্বা দেওয়া হয়নি। আমাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। আমাদের আগে ছেলে মেয়ের আক্বীক্বা দিলে সেই আক্বীক্বা জায়েয হবে কি? ছেলের জন্য কয়টি, মেয়ের জন্য কয়টি পশু আক্বীক্বা দিতে হবে? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুসাম্মাৎ রেহেনা বেগম
গ্রামঃ বেহালা বাড়ী, বল্লাবাজার
কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তরঃ পিতা-মাতার আক্বীক্বা না হওয়াটা সন্তানদের আক্বীক্বার জন্য কোন প্রতিবন্ধক নয়। অর্থাৎ পিতা-মাতার আক্বীক্বা না দেওয়া হ'লেও নিজ সন্তানদের আক্বীক্বা দিয়ে সুন্নাত পালন করা আবশ্যক। হযরত সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'শিশু আক্বীক্বার সাথে আবদ্ধ থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ হ'তে পশু যবেহ করবে' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৪১৫৩, ২য় খণ্ড, 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ১২০৮)*।

ছেলের জন্য দু'টি এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল আক্বীক্বা দিতে হবে। উম্মে কুরয বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ছেলের পক্ষ হ'তে দু'টি বকরী এবং মেয়ের পক্ষ হ'তে একটি বকরী আক্বীক্বা দিতে হবে এবং সেগুলি ছাগ বা ছাগী হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই' *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৪১৫২ 'আক্বীকা' অনুচ্ছেদ ১২০৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৮৪)ঃ ঘরের ভিতরের ছবি ঢেকে রাখলে ফেরেশতা যাতায়াত করবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ ছবি তোলা সাধারণভাবে নাজায়েয। ছবি ঘরে টাঙিয়ে রাখা নাজায়েয। তবে ছবি ঢেকে রাখলে ফেরেশতা আসতে বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) টাঙানো ছবিকে ছিঁড়ে বালিশ বা বেডশীট বানাতে বলেছিলেন। যাতে পায়ে

মাড়ানো যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯৩; মুসলিম হা/২১০৭ 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায় ৩৭, অনুচ্ছেদ ২৬; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৪৯৯)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ছবি স্পষ্ট থাকলেও তাকে অসম্মান করা হ'লে তাতে ফেরেশতা আসতে বাধা নেই। অনুরূপভাবে তা ঢেকে রাখলেও ফেরেশতা আসতে বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (১৫/৮৫)ঃ যেখানে সারা বছর গরু-ছাগল চারণ করে ও মলমূত্র ত্যাগ করে, তথায় ঈদের ছালাত আদায় করা সিদ্ধ হবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম
বর্ষাপাড়া, ইরণ, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ যেসব জীব-জানোয়ারের গোশত ভক্ষণ করা শরী'আতে বৈধ, উহাদের মলমূত্র ত্যাগে মুছাল্লা (ঈদগাহ) অপবিত্র হবে না। জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ভেড়া-ছাগল বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করতে পারি কি? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ পার...' *(মুসলিম হা/৩০৫, মিশকাত ১/১০১, 'যে যে কারণে ওযূ করতে হয়' অনুচ্ছেদ)*।

তবে ঈদের ছালাতের পূর্বে তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা আল্লাহ পাক নিজে সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮ 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল কোন্ ব্যক্তি উত্তম? জবাবে তিনি বলেন, 'আল্লাহভীরু ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৩৯৭ 'পরহেযগারী ও আল্লাহভীরুতা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৮৬)ঃ মাগরিবের আযানের অন্ততঃ কত মিনিট পর জামা'আত আরম্ভ করা উচিৎ হবে? অনেক সময়ই দেখা যায় আযান শোনার পর অনেক মুছল্লী ওযূ, এস্তেঞ্জায় রত থাকা অবস্থাতেই অন্যান্য মুছল্লীগণ জামা'আত শুরু করার জন্য ইমামের উপর চাপ সৃষ্টি করে থাকেন। ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ফায়ছালা দিলে কৃতজ্ঞ হব।

-মুহাম্মাদ আযীযুল হক
গাফুরিয়াবাদ, শনিরদিয়াড়, পাবনা।

উত্তরঃ মাগরিবের সময় অল্প হ'লেও আযানের পরে মুছল্লীদের উপস্থিতি এবং প্রস্তুতির জন্য কিছু সময় জামা'আত শুরু করা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। যেন এই সময়ের মধ্যে উপস্থিত মুছল্লীবৃন্দ দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করার সুযোগ পান। কেননা মাগরিবের ফরয ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায়ের তাকীদ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(ছহীহ বুখারী হা/৬২৪, ১/১৯২ পৃঃ; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬৫; 'সুন্নাত সমূহ ও উহার ফাযায়েল' অনুচ্ছেদ; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১১২৫)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৮৭)ঃ জনৈক ব্যক্তি স্বীয় মৃত শ্যালকের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। এক্ষণে উক্ত শ্যালকের ঔরসজাত সন্তানের সাথে তার পূর্বের স্ত্রীর সন্তানদের বিবাহ বৈধ হবে কি?

-মুহাম্মাদ গোলাম সারওয়ার
নূরনগর নতুন পাড়া, মুগবেলাই
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদ্বয়ের স্ব স্ব ঔরসজাত সন্তানদের পরস্পর বিবাহ সম্পাদন বৈধ। কেননা পবিত্র কুরআনে যাদের মধ্যে বিবাহ সম্পাদন হারাম করা হয়েছে এরা তাদের মধ্যে গণ্য নয়' *(নিসা ২৩)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৮৮)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে এবং পরে চার রাক'আত করে ছালাত আদায় করবে তার জন্য দোযখের আগুন হারাম হবে' (আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ)। হাদীছটি কি ছহীহ? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন
গোভীনর, মেহেরপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিত হাদীছটি ছহীহ *(তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১১৬৭)*। তবে ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, যোহরের শেষের চার রাক'আতের মধ্যে প্রথম দু'রাক'আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ এবং বাকী দু'রাক'আত নফল *(মির'আত হা/১১৭৪, ৪/১৪৪)*। অন্য হাদীছে যোহরের ফরযের পূর্বে চার রাক'আত অথবা দু'রাক'আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ-র কথা এসেছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬০ 'সুন্নাত সমূহ ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৮৯)ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, চল্লিশটি (উত্তম) স্বভাব রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে উন্নত স্বভাব হ'ল দুধেল প্রাণী কাউকে দান করা। যে কোন আমলকারী ঐ স্বভাবগুলির কোনটির উপর ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে ও তার জন্য প্রতিশ্রুত প্রতিদানের বিষয়কে সত্য জেনে আমল করবে তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহ জান্নাতে দাখিল করাবেন' (বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৫৫১)। উক্ত হাদীছের আলোকে চল্লিশটি (উত্তম) স্বভাবের বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করলে কৃতজ্ঞ হব।

-মুহাম্মাদ শাহাদত হোসাইন
রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রশ্নে উল্লেখিত উক্ত চল্লিশটি উত্তম স্বভাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কিন্তু তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর কল্যাণার্থে সেগুলির বর্ণনা দেননি। কারণ সেই উত্তম স্বভাবগুলি এমন সব বিষয় সম্বলিত যেগুলির আলোচনা করলে উম্মতে মুহাম্মাদী শুধুমাত্র ঐগুলি আমল করবে এবং অন্যান্য উত্তম স্বভাবগুলির প্রতি আমল করার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করবে। তবে উক্ত চল্লিশটি উত্তম স্বভাবের মধ্য থেকে কতিপয় উত্তম স্বভাব বিভিন্ন হাদীছ থেকে ইবনু বাত্তাল উল্লেখ করেছেন, সেগুলি নিম্নে বর্ণিত

হ'ল-

(১) বকরী দান করা (২) সালামের জবাব দেওয়া (৩) হাঁচির জবাব দেওয়া (৪) কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া (৫) শিল্প প্রস্তুতকারীকে সহায়তা করা (৬) অজ্ঞকে শিক্ষা দান করা (৭) কাউকে জুতার ফিতা দান করা (৮) মুসলিম ভাইয়ের কোন দোষ গোপন করা (৯) মানহানি থেকে মুসলিম ভাইকে রক্ষা করা (১০) মুসলিম ভাইকে আনন্দ দান করা (১১) বৈঠকে কেউ আসলে তার জন্য জায়গা করে দেওয়া (১২) উত্তম কাজের পথ প্রদর্শন করা (১৩) উত্তম কথা বলা (১৪) জনকল্যাণে গাছ লাগানো (১৫) চাষাবাদ করা (১৬) কারো কল্যাণে সুপারিশ করা (১৭) রুগীকে দেখতে যাওয়া (১৮) মুছাফাহা করা (১৯) আল্লাহ্র জন্যই কাউকে ভালোবাসা (২০) আল্লাহ্র জন্যই কাউকে ঘৃণা করা (২১) আল্লাহ্র জন্যই দ্বীনী বৈঠকে যোগদান করা (২২) আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পরস্পরে সাক্ষাৎ করা (২৩) মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া (২৪) অপরের প্রতি অনুগ্রহ করা' প্রভৃতি *(ফতহুল বারী, ৫ম খণ্ড, হা/২৬৩১, পৃঃ ৩০৭ 'দানের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২০/৯০)ঃ যে ব্যক্তি একশত মৃত মানুষের জানাযা সহ মাটি দিবে সে নাকি কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাবে। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন
চরকুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যটি সঠিক নয়। তবে কোন মৃত ব্যক্তির জানাযা আদায় করলে এক 'ক্বীরাত' এবং জানাযা সহ দাফন করলে দুই 'ক্বীরাত' নেকী পাওয়া যাবে। এভাবে যত মৃত ব্যক্তির জানাযা আদায় করবে এবং দাফন করবে তত বেশী নেকী পাওয়া যাবে' *(বুখারী, মুসলিম, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১৬৫১ 'লাশের অনুগমন ও জানাযার ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২১/৯১)ঃ অন্যের কবুতর যদি কারো বাড়ীতে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে বাসা বেঁধে বংশ বিস্তার করে। তবে সে কবুতর বা তার বাচ্চাদের খাওয়া দোষণীয় হবে কি?

-বাহারুদ্দীন
হোসেনপুর, মালশিরা, নওগাঁ।

উত্তরঃ অন্যের কবুতর যখন উড়ে গিয়ে অন্য কারু বাড়ীতে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে ডিম দিয়ে বংশ বিস্তার করে, তখন সে কবুতর বা তার বাচ্চা খাওয়া জায়েয। কেননা কারো মালিকানাভুক্ত কবুতর যখন আকাশে উড়ে যায় তখন তা মালিকের আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। এ জন্য যে, এমতাবস্থায় সে উহা বিক্রয় করতে পারবে না। যদি করে তবে উহা 'ধোঁকামূলক ক্রয়-বিক্রয়ে' (بَيْعُ الْغَرَرِ) পরিণত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ধোঁকামূলক বিক্রয় নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৪ 'নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়' অনুচ্ছেদ; মুগনী ৪/২৯৪ পৃঃ, মাসআলা নং ৩০৮০)*।

তবে যদি উহার মালিক পাওয়া যায় বা কেউ উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে তা দাবী করে তাহ'লে ফেরৎ দিতে হবে। আর যদি মালিক পাওয়া না যায় তবে ভক্ষণ করা দোষণীয় নয়।

প্রশ্নঃ (২২/৯২)ঃ আমি অনেক লোকের হক নষ্ট করে খেয়েছি। তাদের ঋণ এখন পরিশোধ করতে চাই। কিন্তু তাদের কাউকে চিনিনা। আমার এ কর্মের জন্য কি কবরে আযাব হবে? যদি হয়, তবে আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ অতীতের এ সমস্ত অন্যায়ের জন্য একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু' *(মায়েদাহ ৩৯)*। উক্ত মাল সমূহ মালিকের নিকট পৌঁছানোর পূর্ণ ব্যবস্থা করতে হবে। মালিক না থাকলে তার ওয়ারিছদের নিকট পৌঁছাতে হবে। যদি তাও সম্ভবপর না হয় তাহ'লে মালিকের নামে আল্লাহ্র রাস্তায় ছাদাক্বাহ করতে হবে' *(ফাতাওয়া নাযীরিয়া 'সূদ' অধ্যায় ১৮১ পৃঃ; ফাতাওয়া ছানাঈয়াহ ২/১৮৯ পৃঃ, আল্লামা দাঊদ রায কর্তৃক টীকা কৃত)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৯৩)ঃ সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসে থাকাবস্থায় মুক্তাদীগণ ছালাত আদায় করলে ছালাত সিদ্ধ হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজিমুল হক
নাজিরা বাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ইমাম মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসে থাকলে মুক্তাদীগণের ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। তাদের ছালাত হয়ে যাবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৭৯ 'ছালাত' অধ্যায়, 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৯৪)ঃ আমার আব্বা হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছে করে কোন কারণ ছাড়াই তা বাতিল করেছেন। হজ্জের সংকল্প করে এরূপভাবে বাতিল করা কি ঠিক হয়েছে? উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-ছিদ্দীকুর রহমান
চরফ্যাশন, ভোলা।

উত্তরঃ যাদের উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, তাদের বিলম্ব করা মোটেই ঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা লোকেদের উপর অবশ্য কর্তব্য, যাদের সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে' *(আলে ইমরান ৯৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ। 'যে ব্যক্তি হজ্জের ইচ্ছা করে, সে যেন তা দ্রুত সমাধা করে' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/১৫২৪, মিশকাত হা/২৫২৩ 'মানাসিক' অধ্যায়)*। অতএব পিতাকে অবশ্যই জলদী

হজ্জ করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৫/৯৫)ঃ পরিবার-পরিকল্পনার অস্থায়ী পদ্ধতি ইনজেকশনের মাধ্যমে নেওয়া যাবে কি? উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-মিনহাজুল আবেদীন
হাকীমপুর, হিলি, দিনাজপুর।

উত্তরঃ দরিদ্রতার ভয়ে না হ'লে বরং শারীরিক বা অন্য কোন কারণে পরিবার পরিকল্পনার অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এগুলি আযলের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং উক্ত পদ্ধতি জায়েয আছে। পার্থক্য শুধু এই যে, এগুলি আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরী। তাছাড়া আযল করাতেও সন্তান আসার সম্ভাবনা থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যেটা হবার সেটা হবেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৭ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৯৬)ঃ অনেক দাঈ ও বক্তাকে কর্কশ ভাষার জন্য পসন্দ করি না, কিন্তু তাদের আলোচনা খুব সুন্দরভাবে কুরআন-হাদীছ দ্বারা উপস্থাপন করেন। উল্লেখিত দাঈ বা বক্তা সম্পর্ক শরী'আতের নির্দেশ কি?

-আব্দুস সাত্তার
চণ্ডিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ্র পথে দা'ওয়াত দাতাকে অর্থাৎ দাঈকে হ'তে হবে নম্রভাষী। সর্বপ্রকার রূঢ়তা বর্জন করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তুমি হিকমত (কুরআন ও সুন্নাহ) ও উত্তম নছীহতের সাথে আল্লাহ্র পথে দা'ওয়াত দাও' *(নাহল ১২৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ যে, তুমি লোকদের প্রতি খুবই বিনম্র। নতুবা তুমি যদি রূঢ় ব্যবহারকারী ও পাষাণাত্মা হ'তে, তবে এসব লোক তোমার চতুস্পার্শ্ব থেকে সরে যেত' *(আলে ইমরান ১৫৯)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৯৭)ঃ তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করার পর পানি পাওয়া গেলে কি ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে? জবাবদানে বাধিত করবেন।

-গোলাম মোস্তফা
দাউদপুর রোড, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ তায়াম্মুম করে ছালাত আদায়ের পরে ওয়াক্তের মধ্যে পানি পাওয়া গেলে পুনরায় ঐ ছালাত আদায় করার প্রয়োজন নেই। তবে কেউ আদায় করলে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি সফরে ছালাতের ওয়াক্ত হ'লে তাদের নিকট পানি না থাকায় পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করেন। অতঃপর ওয়াক্তের মধ্যে পানি পাওয়ায় একজন ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করেন, অন্যজন আদায় করেননি। পরে উভয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিষয়টি অবহিত করলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) যে ব্যক্তি পুনরায় ছালাত আদায় করেনি তাকে বললেন, তুমি সুন্নাত অনুযায়ী ঠিকই করেছ এবং তোমার ছালাত আদায় হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করেছে তাকে বললেন, তোমার জন্য দ্বিগুণ নেকী হয়েছে *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩২৭ 'তায়াম্মুমকারীর ওয়াক্তের মধ্যে পানি পাওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৯৮)ঃ মৃত প্রতিবেশী বা নিকটাত্মীয়দের বাড়ীতে যে খাবার পাঠানো হয় তা কি কেবল সহানুভূতির জন্য?

-আহসানুল্লাহ
বিলবালিয়া, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উত্তরঃ প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয়গণ মৃতের পরিবারের জন্য যে খাদ্য পাঠান, তা সহানুভূতির জন্য তো অবশ্যই, এর পিছনে শরী'আতের নির্দেশও রয়েছে। জা'ফর বিন আবু ত্বালিব (রাঃ) শহীদ হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার প্রতিবেশীদেরকে মৃতের পরিবারকে একদিন ও এক রাত পেটভরে খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭৩৯ প্রভৃতি 'মৃতের জন্য কান্না' অনুচ্ছেদ)*। এতদ্ব্যতীত বন্ধু-বান্ধব ও সকল হিতাকাংখীর কর্তব্য হ'ল মৃতের উত্তরাধিকারীদের সান্ত্বনা প্রদান করা ও তার সন্তানদের মাথায় সহানূভূতির হাত বুলানো *(আলবানী, তালখীছ ৭৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃতের বাড়ীতে গিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে সান্ত্বনা দিতেন। নিজের সন্তান হারা কন্যা যয়নবকে তিনি সর্বোত্তম সান্ত্বনাবাণী দিয়েছিলেন এই বলে যে, 'নিশ্চয়ই সেটা আল্লাহ্র জন্য, যেটা তিনি নিয়েছেন এবং সেটাও আল্লাহ্র জন্য যেটা তিনি দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তু তাঁর নিকটে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। অতএব তুমি ছবর কর ও ছওয়াবের আকাংখা কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭২৩ 'মৃতের জন্য কান্না' অনুচ্ছেদ)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এটিই সর্বোত্তম দো'আ *(তালখীছ ৭১, ছালাতুর রাসূল ১২৯-৩০)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৯৯)ঃ আমার স্বামী পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত নিয়মিত আদায় করতেন। জনৈক ব্যক্তির সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব ছিল। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর ঐ লোক তাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে। আমার প্রশ্নঃ মৃত ব্যক্তিকে গালি-গালাজ করা কি শরী'আতে জায়েয? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাসীমা আখতার
হাড়াভাঙ্গা, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মৃত মুসলিম ব্যক্তিকে গালি-গালাজ করা চরম অন্যায় এবং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। তিনি এরশাদ করেন, 'তোমরা মৃতদের গালি দিবে না। কেননা তারা তাদের পূর্বে পেশকৃত অর্জনের প্রতি ধাবিত হয়েছে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৬৬৪ 'জানাযা' অধ্যায়)*। তবে ঐ ব্যক্তি যদি ফাসিক্ব ও বিদ'আতী হয়, তবে তা থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রয়োজনে আলোচনা করা যেতে পারে। নতুবা অহেতুক ঐসব আলোচনা থেকে বিরত থাকতে হবে' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৭৫ 'মৃতদের গালি দেওয়া নিষিদ্ধ' অধ্যায়)*।

সুন্দর মুসলমানের পরিচয় হ'ল অনর্থক বিষয় সমূহ হ'তে বিরত থাকা' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩২১১; মালিক, আহমাদ, মিশকাত হা/৪৮৩৯ হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১০০)ঃ গ্রামে-গঞ্জে মহিলাদেরকে দেখা যায় ঈদগাহে না গিয়ে বাড়ীতে কিংবা মসজিদে মহিলার ইমামতিতে ঈদের ছালাত আদায় করে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-মামূনুর রশীদ
দিয়াড় মানিক চর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মহিলারা ঈদগাহে গিয়ে পুরুষের ইমামতিতে ছালাত আদায় করবে এটাই সুন্নাত। মহিলার ইমামতিতে ঈদের ছালাত গ্রামে হোক কিংবা মসজিদে হৌক আদায় করার কোন প্রমাণ নেই। বরং ছহীহ হাদীছে স্পষ্টভাবে মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। এমনকি ঋতুবতী মহিলা যাদের ছালাতে শরীক হওয়ার শারঈ অবকাশ নেই তাদেরকেও ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। যে সকল গরীব মহিলাদের চাদর নেই, কাপড় নেই তাদেরকেও অন্য মহিলার চাদরে ঢেকে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে' *(বুখারী, 'কিতাবুল ঈদায়েন' 'ঋতুবতীদের মুছল্লা থেকে বিরত থাকা' অনুচ্ছেদ হা/৯৮১; 'ঈদের দিন কোন মেয়ের যখন চাদর না থাকবে' অনুচ্ছেদ হা/৯৮০)*। যদি ঈদগাহে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহ'লে কোন পুরুষ লোকের ইমামতিতে গ্রামের মসজিদে কিংবা বাড়ীতে ঈদের ছালাত আদায় করে নিবে, যেমনভাবে আনাস (রাঃ) ইবনু আবী উৎবাকে তার পরিবারের জন্য ঈদের ছালাত পড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং তিনি তা পড়িয়ে দেন' *(বুখারী, ঐ 'কিতাবুল ঈদায়েন' দ্রঃ আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী ৯৯ ১৪/৭৯)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১০১)ঃ টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় জায়েয কি?

-সাইফুল ইসলাম
আসাম, ভারত।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) খাদ্য বস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন এবং বিভিন্ন শস্যের কথা হাদীছে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং খাদ্য শস্য দ্বারা ফিৎরা আদায় করাই সুন্নাত। টাকা পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা শরী'আত সম্মত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্য বস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন এবং ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৮১৬)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১০২)ঃ ইউনিভার্সিটির জনৈকা ছাত্রীর উক্তি 'পর্দা করলে নারী স্বাধীনতা থাকে না'। সৎ হ'লে বোরক্বার প্রয়োজন নেই'। পর্দা সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ 'পর্দা করলে নারী স্বাধীনতা থাকে না' কথাটি শরী'আত বিরোধী। ইতিপূর্বেকার যত সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে, তার প্রায় সবগুলিরই কারণ ছিল বল্গাহীন নারী স্বাধীনতা। তাই ইসলাম নারীকে পর্দায় থাকার নির্দেশ দিয়েছে। চলার সময় সে সর্বদা দৃষ্টি অবনত করে চলবে। সারা দেহ কাপড় আবৃত করে বুকের উপর পৃথক চাদর দিয়ে রাখবে *(নূর ৩১)*। পর-পুরুষের সাথে প্রয়োজনে কথা বলতে হ'লে তাকে স্বীয় কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা বজায় রাখতে বলা হয়েছে। যাতে তার মিষ্ট কণ্ঠ অন্যের হৃদয়কে দুর্বল না করে ফেলে *(আহযাব ৩২)*। পাতলা কাপড়ে ও অর্ধনগ্ন হয়ে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে চলা মেয়েকে জাহান্নামী বলে নির্দেশ করা হয়েছে *(মুসলিম হা/২১২৮ 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায়)*। পর্দাবিহীন নারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নারী শয়তানের রূপে আসে এবং শয়তানের রূপে যায়...' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০৫ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

উপরোল্লিখিত দলীল সমূহ প্রমাণ করে যে, নিজে সৎ হ'লেও পর্দা করা ফরয। অন্যথায় পরকালে নাজাত পাওয়ার আশা করা যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৩/১০৩)ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর ছিদ্দীক অনুদিত আবূদাঊদ শরীফ ১৯৩ নং অনুচ্ছেদে 'ছালাতের মধ্যে হাতের উপর ভর করা মাকরূহ' বলা হয়েছে। অথচ আহলেহাদীছগণ হাতের উপর ভর করে পরবর্তী রাক'আতের জন্য দাঁড়ায়। কোনটি সঠিক? হাতের উপর ভর করে দাঁড়ানো, নাকি হাঁটুর উপর ভর করে দাঁড়ানো? জবাবদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ বাবু বিশ্বাস
মহাদেবপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো মর্মে আবূদাঊদে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে সে হাদীছটি 'যঈফ' *(যঈফ আবূদাঊদ হা/৮৯৬ 'সিজদার পদ্ধতি' অনুচ্ছেদ)*। হাতের উপর ভর না দিয়ে তীরের মত সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন বলে ত্বাবারাণী কাবীরে বর্ণিত হাদীছটি 'মওযূ' এবং উক্ত মর্মে বর্ণিত সকল হাদীছই 'যঈফ' *(আলবানী, ছিফাত ১৩৭ পৃঃ; সিলসিলা যাঈফা হা/৫৬২, ৯২৯, ৯৬৮; শাওকানী, নায়ল ৩/১৩৮, ১৩৯ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন দ্বিতীয় সিজদা হতে মাথা উঠাতেন তখন সুস্থীর হয়ে বসতেন এবং মাটির উপর (দু'হাত) ভর দিয়ে পরবর্তী রাক'আতের জন্য দাঁড়াতেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৬; বুখারী ফৎহ সহ হা/৮২৪ 'আযান' অধ্যায় ২/৩৫৩-৫৪; নায়ল ৩/১৩৮; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল ৭০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১০৪)ঃ ক্বিয়ামতের দিন কি সকলেই বস্ত্রহীন শরীরে উঠবে? যদি কেউ পোষাক পরিহিত অবস্থায় উঠে, তার নাম কি?

-মুহাম্মাদ শামীম শেখ
পণ্ডিত দহপাড়া, গাংনগর, বগুড়া।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের দিন সকল মানুষকে বস্ত্রহীন অবস্থায় উঠানো হবে। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় উঠবেন, একথা ঠিক নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই (ক্বিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে নগ্নপদ, নগ্ন দেহ এবং খাৎনা বিহীন অবস্থায় জমায়েত করা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'প্রথমে যে অবস্থায় (মানুষকে) সৃষ্টি করেছিলাম, সে অবস্থায় আমি তাকে ফিরিয়ে নিব' *(আম্বিয়া ১০৪)*।

ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আঃ)-কে পোষাক পরানো হবে' *(বুখারী, ২/৯৬৬ পৃঃ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় 'হাশর' অনুচ্ছেদ)*। ইবনুল মোবারক 'যুহদ' গ্রন্থে বলেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর পর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কাপড় পরানো হবে' *(ফাৎহুল বারী 'হাশর' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, মৃত ব্যক্তিকে উঠানো হবে ঐ বস্ত্রে যে বস্ত্রে সে মৃত্যু বরণ করেছে' *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/৩১১৪)*। এখানে বস্ত্র দ্বারা অনেক বিদ্বান 'আমল' বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ যে আমলের উপর তার মৃত্যু হয়েছে, সেই আমলের উপরেই তাকে উঠানো হবে। কেননা অন্যত্র হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক মানুষকে ক্বিয়ামতের দিন উঠানো হবে সে আমলের উপর, যে আমলের উপর সে মৃত্যুবরণ করেছে' *(মুসলিম; দ্রঃ ফাৎহুল বারী 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় 'হাশর' অনুচ্ছেদ হা/৬৫২৬-এর ভাষ্য)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১০৫)ঃ প্রতিবেশী ভারত থেকে যে সমস্ত মুরগীর ডিম আসছে তার মধ্যে অনেক ডিম নাকি কচ্ছপের রয়েছে। যদি কচ্ছপের ডিম হয়ে থাকে তাহ'লে খাওয়া কি জায়েয হবে? জবাব দানে বাধিত করবেন।

-বকুল
দাউদপুর রোড, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যদি অনুরূপ ঘটনা ঘটে এবং কেউ কচ্ছপের ডিম খেয়ে ফেলে, তবে তা জায়েয আছে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের কল্যাণার্থে তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে *(মায়েদাহ ৯৬)*। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বছরী বলেন, কচ্ছপ খাওয়ায় কোন দোষ নেই' *(বুখারী তরজমাতুল বাব ২/৮৫৪ পৃঃ)*।

প্রকাশ থাকে যে, কোন বস্তু হালাল হ'লেই খেতে হবে এমন নির্দেশ শরী'আতে নেই। বরং রুচি সম্মত না হ'লে খাবে না। এটাই ইসলামী বিধান। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট 'যাব' (গুই সাপের ন্যায়) রান্না করা গোশত পেশ করা হ'লে তিনি খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন খালেদ ইবনু ওয়ালীদ বললেন, এটা কি হারাম? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না, এটি আমার এলাকায় নেই। তখন খালেদ সামনে নিয়ে খেতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খালেদের দিকে দেখতে লাগলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১১ 'শিকার' ও যবহ' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য যে, কচ্ছপের ডিম গোলাকৃতির আর মুরগীর ডিম লম্বা আকৃতির। সুতরাং পার্থক্য বুঝা কঠিন নয়।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্‌থ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ ঃ

➤ যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
➤ মাদকাসক্তি নিরাময়
➤ সাইকোথেরাপি
➤ বিহেভিয়ার থেরাপি
➤ শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া
রাজশাহী-৬০০০।
ফোনঃ ৭৭৫৮০৫।